







পরিমার্জিত-জ্ঞানরত্নাকর ।

অধ্যায়

আর্য্যজাতির শাস্ত্ররত্নাকর হইতে উদ্ধৃত

কএকখানি

জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রের

নিগূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত স্বকণার্থ প্রকাশক গ্রন্থ ।

বিশ্বপূজ্য

শ্রী শ্রীজগদীশ্বর মার্কণ্ডেয়

মাহাত্ম্যে

শ্রী কেশবচন্দ্র রায় কল্যাণকর কর্তৃক

মৌড়ীয় ভাষায়

ভাষান্তরিত ও বিবর্তিত ।

পঞ্চম সংস্করণ ।

প্রকাশক

শ্রী বিশ্বম্ভর নাহা ।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড ৩২ নম্বর বসাকের লেন ১৭ নম্বর

সন- ১২৮৯ সাল । তারিখ ১৫ বৈশাখ ।

শ্রীফকিরচাঁদ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

মূল্য ১ টাকা ।







## ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ର ।

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଉପସଂହାର	୧
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ	୫୧
ଆତ୍ମବାସ	୫୦
ଅ ସ୍ଵରୂପ	୫୦
ନିରାଲୋପନିବନ୍ଧ	୫୬
ବର୍ତ୍ତମାନ	୮୦
ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ	୧୧୩
ଜ୍ଞାନଗୁଣିନୀ ତତ୍ତ୍ଵ	୧୧୭
ରାମଗୀତା	୧୬୫
ଜୀବନ୍ତ ଗୀତା	୧୭୩
ନିର୍ବାଣପଦ୍ୟ	୧୭୭
ପରିଶିଷ୍ଟ	୧୭୫
ଉପସଂହାର ଓ ଶେଷାଂଶ	୧୭୭

ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ର ।

— — —

## মঙ্গলচরণ।

ও যোদেবোন্মৌ যোগস্থ যোনিবৈব ভুবন দাবিবৈশ।  
য ওষধীষু যোবনস্পাঃষু ওষ্মৈ দেবার নমোনমঃ।

অস্যার্থঃ ।

অমল অনিলে, ভুবন সলিলে, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর।  
যিনি ওষধীতে, বনস্পতিতে, বিরাজিত নিরন্তর॥  
সে দেব-চরণে, সমাহিত মনে, ভক্তিযোগে বারবার।  
বিহ্ব বিবাহন, করি আকিঞ্চন, করিতেছ নমস্কার॥

—০—

প্রার্থনা ।

হে ভগবন্ ! আপনি যেমন আমার অন্ত-করণ-মধ্যে প্রকাশিত হইয়া  
এতদগ্রহদ্বারা আপনার অরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন ; তজ্জপে যে সকল  
দুঃখীরা ভক্তিদ্বন্দ্বকরে এতদগ্রহ পাঠ কারবেন আপনি তাঁহাদিগের  
স্বাস্থ্য-স্বরোকহে প্রকাশিত হইয়া দর্শন দান করুন।

—০—

## উপক্রমিকা।

এতদেশীয় অনেকাধিক কৃতবিদ্য যুবকগণ কখন কখন এই কথা বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে পৃথিবীর মধ্যে অনেক প্রকার ধর্মশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলেও তন্মধ্যে অধুনা আর জ্ঞাতির বেদাদি শাস্ত্র ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র এতদ্ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রই আর প্রাচীন ও প্রদান বলিয়া পরিগণিত আছে। কলিত এই উক্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে কোন পান যে সত্য তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

আমরা উক্ত যুবকগণকে সংশয় নীরস হইতে উত্তোলনপূর্বক সত্যপথের পথিক করিতে যত্নবান হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ক্রীতজাতির বেদাদি ধর্মশাস্ত্রই সত্য রত্নাকর, এই রত্নাকর হইতেই খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র যে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় এতদ্ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ক্রিয়মাণ উদ্ভূত হইয়া বিবচিত হইয়াছে তাহা অনেকেরই অগত্যা আছেন, সুতরাং এস্থলে তাৎক্ষণিক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রও বেদাদি শাস্ত্রের ভাব উদ্ভূত হইয়া বিবচিত হইয়াছিল কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক। বিবেচনা করিয়া দেখুন বেদাদি শাস্ত্রে যেসকল বস্তুবেদী ও পশুছন্দনপূর্বক তত্ত্বপরিভাষাদি করিবার বিধান বর্ণিত আছে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেও সেই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আখ্যাশাস্ত্রে ব্রহ্মাকে যে প্রকার সকলের পিতামহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয়ানদিগের শাস্ত্রেও সেই প্রকার ইব্রাহিম সকলের পিতামহস্বরূপে বর্ণিত আছেন। ব্রহ্মা ইব্রাহিম এই দুই শব্দ প্রায় ডবল। এবং আখ্যাশাস্ত্রের ভিত্তিমূলস্বরূপ দেবের পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম এই তিনটি উপাধির পরবর্ত্তে পিতা পুত্র

ও ধর্ম্মাভি নাম দিয়া বাইবেল শাস্ত্রকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন; যেহেতুক একমাত্র পরমেশ্বর কেন তিন অংশে বিভক্ত করেন তাহার কোন নিগূঢ় রূপান্তর বেদান্ত শাস্ত্রের ন্যায় বাইবেল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ আরাংশস্ত্রীকৃষ্ণের অবতার হওনের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, বাইবেল শাস্ত্রকার সেই প্রকার কৃষ্ণ পরিবারে খ্রীষ্ট নাম দিয়া তাঁহাকেই যে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই; বেননা, যেরূপ কংসরাজার ভয়ে জন্মদাত্রে পিতার সহিত ক্রীষ্ণ তৎপূর্ব আগমন করেন, খ্রীষ্টীও তজপ জন্মদাত্রে হেরোদ রাজার ভয়ে গিতা কর্তৃক স্থানান্তরে নীত হইলেন। রূপাবনে ক্রীষ্ণের প্রেম বিতরণের পূর্বে তাহার সহায়স্বরূপ বলরাম যেমন পূর্বে আগত হইয়া ছিলেন, তজপ খ্রীষ্টীকৃষ্ণের প্রেমবিতরণের পূর্বে তাহার সহায়রূপ যোহন আগত হইয়াছিলেন, বলরাম দিবানিশি মধুপান করিতেন, যোহনও মধুপান করিতে বিরত ছিলেন না, বরং তৎসহ গোটাকতক পদ্মপালও ভোজন করিতেন। যেমন বলরাম জলে ও তত্তত গোয়ালপ্রদেশে ক্রীষ্ণ এবং বলতন্ত্র উভয়েই প্রেমলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজপ খ্রীষ্টীকৃষ্ণ এবং যোহন উভয়ে যর্দ্দনের জলে ও তত্তত গ্যালিলি প্রদেশে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। ক্রীষ্ণ যেমন প্রেমলীলার কারণ দ্বাদশ হুজ্জ মনোনীত করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীকৃষ্ণ তজপ প্রেম বিলাইবার কারণ দ্বাদশ শিবাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। দৈবতবে ক্রীষ্ণ যেমন কণামাত্র শাকদ্বারা ষষ্টি সহস্র লোকের ভৃগু জ্ঞানাইয়াছিলেন, খ্রীষ্টীকৃষ্ণ তজপ পাঁচখানা কটি ও দুইটি মধ্যমদ্বারা পাঁচ হাজার লোককে পরিভূষণ করিয়াছেন। ক্রীষ্ণের পরম-সুখা অক্ষুণ্ণ মগিপুরে সূত হইলে পর তিনি যেমন তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীকৃষ্ণ তজপ আপনার গির বন্ধু হৃত ইলিয়ানরকে প্রাণদান করিয়াছেন। চব্বি ক্রীষ্ণ যেরূপ অশ্বশৃঙ্খলে উপবেশনপূর্বক বাঘের পরাধাতে বিক্ৰপাদ হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন, খ্রীষ্টীকৃষ্ণ তজপ ক্রশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব ক্রীষ্ণ ও খ্রীষ্টীকৃষ্ণ একতত্ত্বের নাম ও লীলা প্রায় এক প্রকার বটে, তবে কেবল বলরাম অপেক্ষা যোহনের পদ্মপাল ভক্তগণের ন্যায় ক্রীষ্ণ অপেক্ষা খ্রীষ্টীকৃষ্ণ পুনরুৎপাদই অধিকনাত্র।

যদি বলেন কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এতদ্বয়ের মনি ও মীমাংসা এক প্রকার হইলেও তথাপি অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। তাহার উত্তর এই যে, এক্ষণে যে প্রকার ভিন্নত্ব ভাষা শিক্ষা করিবার সুগম উপায় হিন্দীকৃত হইয়াছে পুরাকালে তদ্রূপ ছিল না; তবে কেবল বাণিজ্যকার্য্য নির্বাহের নিমিত্তে পরস্পর পরস্পরের ভাষা কিছুমাত্র অবগত ছিলেন। এতদ্বির শাস্ত্রের কঠিন ভাবসমূহ আৰ্য্যজাতির নিকট অন্যান্য জাতীয়েরা হস্তাভিনয় দ্বারা বুঝিয়া লইতেন; সুতরাং তাহাতে যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিবে আশ্চর্য্য কি?

আগত বিজাতীয় ভাষার কৃতবিদ্যা যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে “খ্রীষ্টীয়ানদিগের নূতন ধর্মশাস্ত্রে যে প্রকার সহপদেণ বাক্য বর্ণিত আছে হিন্দুদিগের কোন শাস্ত্রেই সেই প্রকার অমৃতময় উপদেশ-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; যদ্বারা হিন্দুরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের ন্যায় সচ্চরিত্র হইতে পারেন।”, আমরা উক্ত যুবকগণের এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আক্ষেপ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হই না। কেননা যে সকল কৃতবিদ্যা মহাত্মারা হিন্দুদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্মশাস্ত্র উভয়রূপে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রকে ইধু বা মঙ্গলচণ্ডিকার পুখীতির আখ্যায়িকার আর কোন শাস্ত্রের সহিত তুল্যরূপে গণ্য করেন না। বাহারা হুই চারিখানি সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা বাইবেল শাস্ত্রে একটিও নূতন সহপদেণ প্রাপ্ত হইবেন না, বরং কেবল সংস্কৃত নীতিগ্রন্থের ভাবসমূহ যে রূপান্তর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উভয়রূপে বুঝিতে পারিবেন। আৰ্য্যজাতির নীতিগ্রন্থে বেগবেগা, চিরবেগা, বেগচিরা ও চিরচিরা, বহুজাতির এই যে চারি প্রকার বুদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত আছে, বাইবেল শাস্ত্রকার রূপান্তর করিয়া খ্রীষ্টের উক্তিভেদে বীজবাপকের দৃষ্টান্তে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকাদির ভাবের সহিত একত্র করিয়া যদ্যপি খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের ভাব উদ্ধার করা যায়, তবে হুইখানি মলাট ও কতকগুলি ঘুঘু বেঘের গম্প বা ভীত তথ্যের আর কিছুমাত্র দেখিতে পাইবেন না।

সে বাহা হউক, আখ্যায়িকার সত্যতা প্রমাণার্থে উদ্ধৃত হইয়া আমরা কএকখানি জ্ঞানকৌশল কুত্রঃ শাস্ত্র একত্র করতঃ নিগূঢ় তাৎপর্যের সহিত গোড়ীয় ভাষার অর্থ বিবৃতি করিয়া ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিবর্গের নয়ন-প্রাঙ্গনে সংস্থাপন করিলাম। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমার্থ জ্ঞানরত্নাকর নামক এই গ্রন্থ

পানির আঘোপান্ত পাঠ করিয়া উত্তমরূপে বুদ্ধি পরিচালন করিবেন, অর্থাৎ  
অমুরাগ থাকিলে প্রযুক্ত সাধনদ্বারা তিনি যে এই রক্তাকর হইতে অমূল  
মহারত প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিম্বা কং  
নিবেদনমিতি ।

ঐরামপুর

২ কাঙ্ক্ষণ—১২৮০ সাল ।

}

ব্রহ্মকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার ।

—

# উত্তরগীতা ।

অৰ্জুন উবাচ ।



যদেকং নিক্সং ব্রহ্ম যোগ্যাতীতং নিরঞ্জনং ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং নিনাশোৎপত্তিবর্জিতং ॥ ১ ॥

কৈবল্যং কেবলং শান্তং শুদ্ধমত্যন্তে নির্মলং ।

কারণং যোগনিমুক্তং হেতুসাধনবর্জিতং ॥ ২ ॥

হৃদয়ায় জমধ্যস্থং জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপকং ।

তৎকণাদেব মুচ্যেত যজ্ঞজানাং ব্রহ্মি কেশব ॥ ৩ ॥

ধর্ম্যকেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধসময়ে জীমন্তগবান্ নারায়ণ শোকসন্তপ্তচিত্ত অর্জুনকে যে ভক্তজ্ঞানোপদেশ-দ্বারা শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; রাজ্যভোগে আসক্ত হইয়া অর্জুন তাহার নিম্মুক্ত হইবার পুনর্বার সেই জ্ঞান প্রাপণাভিলাষে ভগবান্ জীমন্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে কেশব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীব তৎকণাৎ মুক্তিপদ লাভ করেন, অজ্ঞাননাশক সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ স্বরূপ লক্ষণা ও ভট্টলক্ষণা-দ্বারা আমাকে পুনর্বার কহিতে আজ্ঞা হউক। নারায়ণ পরায়ণ ধনঞ্জয় একরূপে জীমন্তগবান্ জীমন্তকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে স্বয়ং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বারা ভট্টলক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণায় তদ্বিময় বর্ণনা করিতেছেন। যিনি এক ( একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞাতঃ ) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত ( যেরূপ পাত্র পুষ্প কলাদির বাহ্যত্ব যুদ্ধের স্বগতভেদ, সূক্ষ্মত্বের সহিত স্বজাতীয় ভেদ এবং মূর্ত্তি ও প্রেতাদির সহিত আহার বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ভেদরহিত ) ও নিকল অর্থঃ উপাধি বিনা এবং ( কিত্তি অংশ ভেদঃ যকঃ বোধঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধঃ প্রেরিত্বত্বঃ জিহ্বা জ্ঞানঃ রাজঃ পাণি পাদঃ পায়ু উপস্থঃ সনঃ বৃদ্ধি প্রকৃতি-



অহংকার ) এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিনাশ যাবৎ  
 বর্জিত অথচ অপ্রতীক ( তর্কেব অবয়ব ) “ যদ্বাচা ন মমুতে যতো বাচো  
 নিবর্ততে , ” ( ইতি প্রতীকঃ ) এবং যিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ যেনোদ্বারা কেহই  
 বাহ্যকে জানিতে সক্ষম হইবেন না যখনস। ন মমুতে , ” ( ইতি প্রতীকঃ )  
 এবং যিনি বিনাশোৎপাদ বর্জিত অর্থাৎ যিনি হাব জন্ম বিনাশ নাই, অথচ  
 যিনি সাক্ষ্য শুদ্ধ ও অত্যন্ত নিম্নল এবং যিনি যোগানুষ্ঠান হইয়াও অর্থাৎ  
 অনির্বচনীয় সহিত যথাক্ত বাহিত হইয়াও যিনি জগতের নিমিত্ত ও উদ্যান  
 কাবণ হইবেন ( যে প্রকার যতের নিমিত্তকাবণ চক্র দণ্ড কুলাল প্রভৃতি ও  
 উপদান-কাবণ বৃত্তিকা তদ্রূপ ) এবং যিনি নিত্যত্বহেতু জগৎপতির  
 প্রতি স্মার্তবিক কাবণ ও সামান্য বস্তুত হইবেন, অর্থাৎ এই ভূত ভৌতিক  
 পদার্থময় জগতের উপস্থিতি এক মাত্র তিনি ভিন্ন অপব বোন কাবণ সামান্য  
 নাই ; এবং যিনি সর্ব কার্য্যের নিয়ামকত্ব-হেতু সর্বজীবের হৃদয়পথে  
 অবস্থিতি করিতেছেন, এবং যিনি জ্ঞান ( বিদ্যার প্রবাহ ) ও জ্ঞেয়  
 অর্থাৎ বিষয় ( শব্দস্পর্শরূপ রস গন্ধ ) এতদুভয়াদিক হইবেন, এতদ্রূপ যে  
 পবনাস্রা তাঁহাব ভিন্ন লক্ষণ দ্বারা হে কেন্দ্র ! আমাকে বিশেষরূপে  
 উপদেশ প্রদান বকন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

### শ্রী ভগবদ্গীতা ।

১. অর্জুনেনব এতদ্রূপ প্রশ্ন শ্রবণ ববিয়া ভগবান ত্রিবিধ কহিতেছেন ।

সাবু পৃষ্ঠে মহাবাহো বুদ্ধিমানসি পাণ্ডা ।

মম্বাৎ পৃচ্ছসি তত্ত্বার্থমশেষং তদ্বদাম্যহং ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো । হে পাণ্ডুকুলচন্দ্রমণে । তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান, যেহেতুক  
 তুমি অশেষ তত্ত্বার্থ অবগত হইবার মানসে আমাকে সাবু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
 করিয়াছ অতএব আমি হৃদয়চিতে তোমাকে তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি  
 তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরসম্বন্ধস্য ।

যোগেন গতকামানাং ভাবনা ত্রয় উচ্যতে ॥ ৫ ॥

আত্মমন্ত্র অর্থাৎ প্রণবাস্ত্রকে যে মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয় যে  
 হংস অর্থাৎ পরমাত্মা, তাহাব এই প্রণবাস্ত্র মন্ত্রের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ  
 নিমিত্ত অর্থাৎ প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাবের সংসর্গ হেতুক যাহারা

আত্মতত্ত্ব-বিচাররূপ বোণদ্বারা বিমুক্তকায় হইয়াছেন অর্থাৎ কামাদি ক্রয়-  
ত্রিপুকে জর করিয়া স্বদয়প্রস্থি বিনাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের যে ভাবনা  
অর্থাৎ সামবেদীয় হোলোণা উপনিষদের “তত্ত্বমসি,” এই মহাবাক্য দ্বিত  
তৎপদ প্রতিপাদ্য যোগোপাধিক পরব্রহ্মের সহিত তৎপদ বাচ্য অবিদ্যা-  
পাধিক জীবের ঐক্যরূপ যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তিনিই ব্রহ্ম শব্দে কথিত  
হয়েন । ৫ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

অধুনা ভগবান্ জীৱক জীবের ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নিরূপণ করিতেছেন ।

শরীরিণী মজস্যাস্তং হংসস্তং পারদর্শনং ।

হংসোহংসাক্ষরশ্চৈতৎ বৃটস্থং যতদক্ষরং ।

যজ্ঞিহ্মানক্ষরং প্রাপ্য জহ্যাম্মরণজন্মনী ॥ ৬ ॥

জীবের অবধীভূত যে হংসত্ব অর্থাৎ পরমব্রহ্ম-স্বরূপত্ব প্রাপ্তি তাহাই জীব-  
দিগের পরমজ্ঞান, এবং হংস অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও নখর জীব এতদ্ব্যতয়ের  
সাক্ষীভূত যিনি তিনিই বৃটস্থচৈতন্যরূপ অক্ষর পুরুষ হয়েন । বিদ্বান্ বাজি  
সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া জন্মমরণরূপ এই সংসারকে পরিভ্রাণ  
করেন । ৬ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

সম্প্রতি অধাহার ও অপবাদ ন্যায়দ্বারা নিম্পুপঞ্চ ব্রহ্মকে নিরূপণ  
করিতেছেন ।

কাকীমুখককারাশ্চো হ্যকারশ্চৈতনাকৃতিঃ ।

অকারস্য চ লুপ্তস্য কোহিব্বর্থঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৭ ॥

“কাকী” এই শব্দের মধ্যকে শব্দের অর্থ মুখ, ও অকৃশকার্য্য ভূতঃ  
এবং ইন্ শব্দের অর্থ তদ্বিশিষ্ট ; সুতরাং যিনি কাকী তিনিই মুখ-হৃৎ-  
শালী জীব ; কিন্তু ঐ কাকীশব্দের আদ্বিচ্ছিত ককার বর্ণের পরে যে অকার  
তাহাই ব্রহ্মের চেতনম্বরূপ জীবাণীর ন্যায় জ্ঞানিয়ে, অর্থাৎ ঐ অকারই  
ব্রহ্মের চেতনাকৃতি মূল প্রকৃতি ; ঐ অকারের লোপ হইলে কেবল মুখ-  
স্বরূপ ককারবর্ণ থাকে তাহাই অধঃপ্রাণীয় মহানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম । মুখস্বরূপ  
ঐ ককারবর্ণ জীবাত্মক পুরুষের প্রতিপাদ্য হয়েন । অথবা হে ব্রহ্মাণ্ড । ক-

কার বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যে অকারবর্ণ-রূপ মূলপ্রকৃতি তৎপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম-তা-  
তুমিই-তৎ; সুতরাং অকারার্থ মূলপ্রকৃতি বিলুপ্ত হইলে অকারার্থ সচি-  
দ্বাক্ষর্য থাকে; যে ব্যক্তি অহংসজ্জান করেন তিনি তাহা প্রাপ্ত করেন ই-  
তি চিৎ ॥ ৭ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

অহংনা প্রাণায়াম পরায়ণ ও যোগধারণাদিযুক্ত উপাসকের অবান্তর কথা  
কহিতেছেন ।

গচ্ছন্তিস্তন্মদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরং ।

সর্বকাল প্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ ৮ ॥

যিনি গমনকালে ও স্থিতিকালে সর্বদাই দেহ মধ্যে প্রাণবায়ুকে ধারণ  
করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম-পরায়ণ হইবেন, সেই মনুষ্য সর্বকাল প্রাণায়াম দ্বারা  
সহস্রবর্ষ জীবিত থাকেন । ( নবমে নিধনো নচ ইতি স্বরোদয়ঃ ) অর্থাৎ মনুষ্যের  
দেহ মধ্যে যে ছাদশাজুলি নিখাস প্রদীপ্ত হয় তাহার নবমাজুলি বায়ু যে ব্যক্তি  
দেহ মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন তাহার হুত্ব হয় না ।

### গ্রন্থকারের আভাস ।

এতরূপ প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তির কর্তব্য কি তাহা কহিতেছেন ।

যানং পশ্যৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ ।

খমধ্যে কুরু চাত্মানমাখমধ্যে চ খং কুরু ।

আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৯ ॥

যত দূর পর্যন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত আকাশের আকার দৃষ্ট হয় অর্থাৎ  
অণুকার আকাশ দৃষ্ট হয় ততদূর পর্যন্ত ব্রহ্মাকে অণু ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা  
করিতেক । তদন্তর আত্মাকে আকাশমধ্যে এবং আকাশকে আত্মমধ্যে স্থাপন  
করিতেক ; নাথক আপন আত্মাকে আকাশ মধ্যে স্থাপন করিয়া আর কিছুমাত্র  
চিন্তা করিবেন না ; অর্থাৎ আকাশস্থিত চক্ষু দ্বারা প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদি চিন্তা  
করিবেন না ॥ ৯ ॥

### ব্রহ্মকারের আভাস ।

যিনি পুরোক্ত প্রকারে ব্রহ্মে অভিনিবেশ করেন, অর্থাৎ নির্বিবৰ্প সমাধির অহুতান করেন, বায়ুশূন্যস্থানে দীপশিখার ন্যায় তাঁহার মন ও নিশ্বাস বায়ু স্থিতির হয় অতএব সেই অবস্থার লক্ষণ কহিতেছেন ।

স্থিরবুদ্ধিরংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মনি স্থিতঃ ।

বহিব্যোমস্থিতং নিত্যং নামাগ্রো চ ন্যাস্তিতঃ ।

নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ স্বাগো বহ্নলয়ং গতঃ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মবিৎ পুরোক্ত প্রকারে ব্রহ্মতে স্থিত হওনানন্তর নিশ্চল জ্ঞানাবলম্বন করত অজ্ঞান রহিত হইয়া যাহাতে স্বাসবায়ু লয়প্রাপ্ত হইতেছে সেই নামা শ্রুতি যে বহিবাকাশ ও অমুবাকাশ, অথগাঢ়তায় ব্রহ্মকে তদন্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

### ব্রহ্মকারের আভাস ।

পুরোক্ত প্রকারে জ্ঞানাবলম্বী হইয়া সেতপে ত্রিভুজগদীশ্বরকে ধ্যান করিতে হয় একে তাহ কহিতেছেন ।

পুটদ্বয়বিনিমু ভ্রো বায়ুর্ঘ্র বিলীয়তে ।

তত্রসংস্থং যৎকৃত্ব তৎপায়েৎ পার্শ্ব ঈশ্বরং ॥ ১১ ॥

হে পার্শ্ব । নাসিকাপুটদ্বয় হইতে স্বাসবায়ু বিয়ুক্ত হইয়া যে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থানে অর্থাৎ হৃদয়কমলে মনকে সংস্থিত করিয়া (সংক্যমান প্রকারে) পরম পরাৎপর জগদীশ্বরকে ধ্যান করিবেন ॥ ১১ ॥

নির্ম্মলং তং বিজানীয়াৎ বড়ুর্শ্মিরহি তং শিবং ।

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ং ॥ ১২ ॥

সেই জ্যোতির্ঘ্র জগদীশ্বরকে বড়ুর্শ্মি বহিত অর্থাৎ কামক্রোধাদি বড়ুপু অথবা বালার্বোষনাদি বড়বহা বহিত নিশ্চল ও মল্ললক্ষণ ও নির্ম্মল অথচ প্রভাশূন্য ও মনঃশূন্য ও বুদ্ধিশূন্য এবং নিবায়ম (নির্ব্যাক) বলিয়া জানিবেন । অর্থাৎ তাঁহাকে এতজপ জানিয়া ধ্যান করিবেন ॥ ১২ ॥

## ঐশ্বর্যকারের আভাস।

অধ্বন সেইরূপ জ্ঞান ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির অর্থাৎ সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন।

সর্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং ।

ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ সতু মুচ্যেতে বন্ধনাৎ ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্ত প্রকার ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি যখন বিষয়াদি সর্বশূন্য ও আভাস রহিত হইয়া সেই জ্যোতির্ময় জগদীশ্বরে নিশ্চল হওত অবস্থিতি করেন তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ফলতঃ এতজ্ঞপ সমাধিস্থ হইয়াও যিনি সেই জগদীশ্বরকে ত্রিশূন্য অর্থাৎ জ্যোতিঃ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা রহিত বলিয়া জানিতে পারেন তিনি অচিরে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

## ঐশ্বর্যকারের আভাস।

অধ্বনা সমাধিস্থিত পুরুষের অসাধারণ লক্ষণ কহিতেছেন।

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহীনাশ্তসমাধিনা ।

নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ১৪ ॥

জীব যৎকালে সমাধিস্থ হয়েন তৎকালে চৈতন্য জ্যোতিঃকরণক মায়া চক্রে জগৎহেতু তাঁহার দেহ উজ্জ্বলভাবে ঐষদান্দোলিত হইলেও তিনি সমাধিদ্বারা সেই পরাংপর পরমেশ্বরকে নিশ্চল বলিয়া জানিবেন ইহাও সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

## ঐশ্বর্যকারের আভাস।

সমাধিস্থিত পুরুষের অসাধারণ লক্ষণ কহিয়া সম্প্রতি পরমাত্মার বিশেষ লক্ষণ কহিতেছেন।

অনাত্মং শব্দরহিতং স্বরব্যাঞ্জনবর্জিতং ।

নিশ্চিন্তাশ্রয়কলাতীতং যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥

যিনি ও পুণ্যের লক্ষ্য পারদ্রব্যকে সজ্জিত করিত অর্থাৎ হুত্ব দীর্ঘ প্লাভাদি আর  
বাজন শস্যাদি পুণ্যশব্দ বর্ণনা করিত, এবং বিষ্ণু অর্থাৎ অমৃত্যুর ও নান্দ নির্ণায়  
কণাদি স্থানোচ্ছৃত ধনি, ও কলা অর্থাৎ নান্দৈকদেশ এই তিনের স্তোত্র করিয়া  
জানিয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ তিনিই সমুদায় বেদের ভাষ্যার্থা অবধারণ  
করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারা যিনি পরমাত্মাকে জানিয়াছেন অতুণ্য তাহার  
সাধনাভাব কহিতেছেন ।

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে ।

লব্ধ শান্তিপদে দেহে ন যোগ নৈবধারণঃ ॥ ১৬ ॥

সদ্যুপপাদিত মহাবাক্যজনিত অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা বাহার বিজ্ঞান অর্থাৎ  
অমৃতবাস্তব জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তের ভাষ্যার্থা  
যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাঁহাকে যিনি জন্মবন্মলে সংস্থিতরূপে জানিয়া-  
ছেন এবং বাহার দেহেতে শান্তিপদ লাভ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি কামাদি রিপু-  
বর্গকে পরাজয় পূর্বক জয়গ্রস্থি বিনাশ করিয়াছেন সেই প্রশান্তচিত্ত যোগির  
আর যোগ ধারণাদি কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, বেহেতু ফল  
সিদ্ধি হইলে কারণে প্রয়োজন থাকে না ॥ ১৬ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

অতুণ্য ভগবান্ অকৃষ্ণ জীবন্ত পুণ্যের সৈবরত্ব কহিতেছেন ।

যো বেদাদৌ স্বরঃপ্রোক্তা বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

বেদের আদি অন্ত মধ্যভাগে ও কারত্মক যে আর উক্ত হইয়াছে যিনি সেই  
প্রকৃতিলীন প্রণবের পর অর্থাৎ প্রকৃতি-সংযুক্ত প্রণব হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন,  
তিনিই মহেশ্বর অর্থাৎ সেই অপরোক্ষ ভগবান্‌ই সৈবর-রূপ হইবেন ॥ ১৭ ॥

### প্রত্যকারের আভাস ।

অজ্ঞানসংস্কারের পূর্বে যে যে সকল সাধন কর্তব্য হয় তত্তজ্ঞান লাভ হইলে সে তত্তৎ সাধনের আবশ্যক থাকে না অথবা কতিপয় দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা কহিতেছেন ।

নানার্থীহি ভবেৎ তবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি ।

উক্তাণেতু সারংপারে নান্য বা কিং প্রয়োজ্যঃ ২ ॥ ১৮ ॥

যত্নব্য ব্যতকন পর্যন্ত নদীর পরপারগত না হয়েন ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নৌকার প্রয়োজন হয় কিন্তু নদীর পরপারে গমন করিলে তাহার যেরূপ নৌকাতে আর কোন প্রয়োজন থাকে না ; তজ্জপ যদবধি জীবের আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষানুভব না হয় তদবধি তিনি যোগাভ্যাস ( প্রণাম ও ধ্যান ধারণাদির অহুষ্ঠান ) করিবেন কিন্তু অজ্ঞতজ্ঞ সাক্ষাৎকার হইলে তাহার আর যোগাভ্যাসাদি সাধনাহুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

অনুষভাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপরঃ ।

পলালমিবা ধান্যার্থী ভ্যাজেৎ অনুষশেষতঃ ॥ ১৯ ॥

যে প্রকার ধান্যার্থি ব্যক্তি পলাল মর্দন পূর্বক ধান্য গ্রহণ করিয়া তৎ সমূহকে দূরে নিক্ষেপ কবে তজ্জপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানে নৎপর হওত পরিশেষে অনুষসমূহকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৯ ॥

উল্কাহন্তো যথা কশিচ্ছদ্র্যামালোক্য তাং ভ্যাজেৎ ।

জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥ ২০ ॥

যে প্রকার অন্ধকার রজনীতে কোন জ্বা অবেশমার্থ ময়ূষ্য উল্কা গ্রহণ পূর্বক তদ্রূপা দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উল্কাকে পরিত্যাগ করেন তজ্জপ অবিদ্যা অন্ধকারাবৃত পরমার্থদৃষ্টু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কা দ্বারা সঙ্কদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ যোগাভ্যাসাদি জ্ঞান সাধনত পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২০ ॥

যথ্যনুভবেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজন ।

এবং তৎ পরমং জ্ঞানং বেদে নাস্তি প্রয়োজন ॥ ২১ ॥

যে রূপ অমৃতপানে পরিভূক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রয়োজন নাই, তজ্জপ যিনি যোগাত্মক-দ্বারা পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া আনন্দান্বিত পানে পরিভূক্ত হইয়াছেন বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহার প্রয়োজন কি ? ২১ ।

জ্ঞানামৃতেন ভৃগু স্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ ।

ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তি চেন্ন স তদ্বিৎ ॥ ২২ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অমৃতদ্বারা পরিভূক্ত হইয়াছেন, এতজ্জপ কৃতকৃত্য যোগির অপর কিছু আর কর্তব্য নাই, যেহেতুক তিনি সকল ভদ্র অধগত আছেন, অর্থাৎ স্বদেহের ভোগ দৃষ্টির ন্যায় সাক্ষি চৈতন্য দ্বারা সর্ব দেহের ভোগ দৃষ্টি থাকতে তদ্বজ্জানির সম্বন্ধে সর্বত্রুপ পর্যাগত হয়, সুতরাং তাঁহাকে কৃতকৃত্য বলা যায় । কলভঃ তিনি লোকসংগ্রহার্থ কোন কোন কর্ম করিতে পাবেন, কিন্তু যদ্যপি তিনি অভিনিবেশ পূর্বক বিধি নিষেধাদি কোন কর্মের অনুষ্ঠান করেন তবে তিনি তদ্বিৎ নহেন ॥ ২২ ॥

গ্রন্থকারের অভাস ।

অনুনা পরমাত্মার বিশেষ লক্ষণ করিতেছেন ।

তৈলধারামিবান্ধিতঃ দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ ।

অবাচ্যঃ প্রণবব্যঞ্জকঃ যন্তঃ বেদ স বেদবিত্ ॥ ২৩ ॥

প্রণবদ্বারা লক্ষ্য করেন এতজ্জপ ব্রহ্মকে যিনি তৈলধারা এবং দীর্ঘঘণ্টার শব্দের ন্যায় বিচ্ছেদরহিত অবাচ্য বাক্য মনের অগোচর বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই সমুদায় বেদের তাৎপর্য বুঝিয়াছেন, নচেৎ বেদ পাঠ করিলেই যে শব্দ বা বেদজ্ঞ হইবেন এমত নহে ॥ ২৩ ॥

আত্মানন্দময়নিঃ কৃত্বা প্রণবক্ষেপিতরাসনিং ।

ধ্যাননির্ম্মলানাভ্যাসাদেবং পশ্যন্তিগূঢ়বৎ ॥ ২৪ ॥

যিনি জীবাত্মাকে অরুণি অর্থাৎ অগ্রাংশপাকক কার্ত্ত এবং প্রণবকে অপর অরুণি (কার্ত্ত) করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মলনাভ্যাস করেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ধ্যান



করেন। তিনি ওদ্বারা অর্থাৎ ধ্যানরূপ নির্মলনাভ্যাস-দ্বারা অগ্নি কাটছিত  
নির্গত অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মাঙ্গ দর্শন করেন ॥ ২৪ ॥

তাদৃশং পরমং রূপং স্মরেৎ পার্থ হ্যানন্যদীঃ ।

বিধুম্মাগ্নিনিভং দেবং পশ্যেদত্যন্তনির্মলং ॥ ২৫ ॥

হে পার্থ! ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত নির্মল অর্থাৎ অপ্রকাশস্বরূপ  
সেই পরমাত্মাকে জীব যাবৎ দর্শন করিবেন তাবৎ তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট  
রূপকে অনন্যমনা হইয়া স্মরণ করিবেন অর্থাৎ সেই আনন্দস্বরূপেতেই চিত্ত  
নিমগ্ন করিয়া রাখিবেন ॥ ২৫ ॥

দূরেহোহপি ন দূরন্তঃ পিণ্ডন্তঃ পিণ্ডবর্জিতঃ ।

বিমলঃ সর্বদা দেহী সর্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! জীবাত্মা সর্বদাই পরমাত্মা হইতে দূরস্থ হইয়াও তাহার  
স্বচ্ছ দূরবর্তী নহেন, এবং এই পার্থভৌতিক শরীরস্থ হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত  
বারিবিম্বের ন্যায় শরীরের সহিত লিপ্ত নহেন। কলতঃ এই জীবাত্মাই  
নির্মল সর্বব্যাপী ও অপ্রকাশক হয়েন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মা  
পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়েন ॥ ২৬ ॥

কায়হোহপি ন কায়ন্তঃ কায়হোহপি ন জায়তে ।

কায়হোহপি ন ভুঞ্জানঃ কায়হোহপি ন বধাতে ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! জীবাত্মা শরীরস্থ হইয়াও শরীরস্থ নহেন অর্থাৎ সামান্য  
জানে যোধ হয় যে জীবাত্মা এই দেহমধ্যে আছেন, কলতঃ তাহা নহে, এই  
মায়ায় দেহই আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে; এবং জন্মমরণশীল এই  
দেহমধ্যস্থিত হইলেও তিনি জন্ম নহেন; অর্থাৎ এই পার্থভৌতিক দেহে-  
রই আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হয় আত্মার ক্ষয়োদয় নাই; অপিচ এই  
ভোগসাধনশীল দেহন্থে অধিবাস করিলেও আত্মা কিছুমাত্র ভোগ  
করেন না, অর্থাৎ কুটস্থ চৈতন্য বা জীব চৈতন্য এতদ্ভূতের মধ্যে কেহই  
ভোক্তা নহেন, তবে যে অস্ত্র লোকসকল ঘিলিত সেই উভয়াত্মাকে ভোক্তা  
বলিয়া অভিমান করে তাহা অজ্ঞান-নিমিত্ত, বাস্তবিক আত্মার ভোগ নাই;  
এবং শত সহস্র বহুসংখ্য দেহমধ্যে স্থিত হইলেও আত্মা কখন অধঃস্বরূপ  
সংসার বন্ধনে বদ্ধ নহেন অর্থাৎ তিনি আকাশের ন্যায় নির্মল ও দেহের সহিত  
কিছু হয়েন ॥ ২৭ ॥

## শ্রীকৃষ্ণের আভাস ।

অধুনা জগদীশ্বরের স্বরূপ কহিতেছেন ।

তিলমধ্যে যথা তৈলং কীরমধ্যে যথা স্নাতং ।  
 পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ ॥ ২৮ ॥  
 তথা সর্বগতো দেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।  
 মনঃস্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।  
 কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশেত আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ২৯ ॥

যে প্রকার তিলমধ্যে অর্থাৎ তিলের সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া তৈল ও কীর-  
 মধ্যে স্নাত ও পুষ্পমধ্যে পারিমালাদি গন্ধ এবং ফলমধ্যে মধুরাদি রস থাকে  
 তদ্রূপ জীবাত্মা এতদ্ভূত্বাণের সর্বগত হইয়াও দেহমধ্যে স্থিত হয়েন অপিচ  
 সমস্ত দেহির মনস্ব যে ঈশ্বর তিনি মনোমধ্যে অবস্থিত করিয়া কার্ত্ত্বিত্ব প্রপ্র-  
 কাশ অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ; এবং নিখিল আকাশে অদৃশ্য বায়ু  
 বক্রপ বিচরণ করে তদ্রূপ জীবগণের অদৃশ্য হইয়া হৃদয়াকাশে বিচরণ করিতে-  
 ছেন ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং মনস্বং মনোবর্জিতং ।  
 মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধান্তি যোগিনঃ ॥ ৩০ ॥

যিনি হৃদয়স্থিত অর্থাৎ মনোমধ্যস্থ এবং অন্তঃকরণস্থিত হইয়াও মনো-  
 বর্জিত অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্পাদি রহিত ; যোগিগণ এতদ্রূপ সচ্চিদানন্দ-  
 স্বরূপ জগদীশ্বরকে মনোমারা অন্তঃকরণমধ্যে অবলোকন-পূর্বক স্বয়ং সিদ্ধ  
 হয়েন । ৩০ ॥

## শ্রীকৃষ্ণের আভাস ।

অধুনা সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন ।

আকাশঃ মানসঃ কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাম্পাদঃ ।  
 নিশ্চলঃ তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩১ ॥

যিনি মানসকে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত ও আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী করিয়া  
যেই মিশ্রণ সজ্জমানসরূপ পরমাত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই সমাধি  
হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাকেই সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩১ ॥

প্রশ্নকারের আভাস ।

সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিয়া অধুন। তাহার অবান্তর কল কহিতে -  
ছেন ।

যোগামৃতরসং পীত্বা বায়ু ভক্ষ্যঃ সদা সুখী ।

যঃ সমভ্যাস্যতে নিত্যং সমাপি স্মৃত্যনাশকুৎ ॥ ৩২ ॥

যিনি বায়ুমাত্র ভোজন করিয়াও যোগরূপ অমৃতরস পান করতঃ সর্বদা  
সুখী হওনার্থ প্রত্যহ সমাধি অভ্যাস করেন তিনি জন্মমরণাদিরূপ সংসারের  
বিনাশকারী হইবেন । ৩২ ॥

উর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং ।

সর্বশূন্যং স আত্মোতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩৩ ॥

উর্দ্ধশূন্য অর্থাৎ উপরিস্থিত চক্ষুর্হৃদাদি গ্রহ নক্ষত্ররহিত কেবল শূন্যমাত্র  
এবং অধঃশূন্য অর্থাৎ নিম্নস্থিত পৃথিব্যাदि ভূত ভৌতিক পদার্থশূন্য এবং মধ্য-  
শূন্য অর্থাৎ মেহাদিশূন্য এতদ্রূপ সর্বশূন্যাত্মক যে পরমাত্মা তাঁহাকে যিনি  
চিন্তা করেন তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাকেই নিরলস্য সমাধিস্থিত  
পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৩ ॥

শূন্যভাবিত ভাবাত্মা পুণ্য পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতদ্রূপ সর্বশূন্যাত্মক পরমাত্মার ভাবজ যোগী সমস্ত পুণ্যপাপ হইতে  
পরিমুক্ত হইবেন অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধাদি শাস্ত্রের প্রত্যাবায়  
নাই ॥ ৩৪ ॥

প্রশ্নকারের আভাস ।

ভগবদ্ভক্ত সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ প্রবণ করিয়া পাণ্ডুল হৃদয়নি পাণ্ড-  
বীর তাহার ভাষণে অববোধ করিয়াও লোকহিতার্থে অনভিজ্ঞের ন্যায় হওতঃ  
পুনর্বার ভগবান নারায়ণকে জিজ্ঞাসাকরিতেছেন ।

অৰ্জুন উবাচ ।

অদৃশ্যো ভাবনা নাশ্চি দৃশ্যমেত দ্বিনশ্যতি ।

অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৩৫ ॥

হে কেশব । যে ব্যক্তি যে বস্তু কখন দর্শন করে নাই সে ব্যক্তি সে বস্তু চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং যদ্যপি অদৃশ্যো বস্তুর ভাবনা অসম্ভব হইল এবং দৃশ্য যে জগদাদি ভূতভৌতিক পদার্থ তাহাও বিনশ্বর ; তবে যোগিগণ রূপাদি রহিত ব্রহ্মস্বরূপ সেই জগদীশ্বরকে কি প্রকারে ধ্যান করিবেক তাহা অতঃপূর্বে পূর্বক বিশেষ বোধের নিমিত্তে আমাকে উপদেশ দান করণ ॥ ৩৫ ॥

প্রশ্নকারের আভাস ।

অৰ্জুনের এতরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান নারায়ণ তাহার বিশেষ বোধের নিমিত্তে পুনর্বার সালস্ব সমাধির লক্ষণ কহিতেছেন ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

উর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং ।

সর্বপূর্ণং স আত্ম্যতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩৬ ॥

যিনি উর্দ্ধাধো-মধ্যদেশাদি সর্বত্র পরপূর্ণ ভাবে বিরাজিত আছেন অর্থাৎ যিনি চক্ৰস্বরূপাদি এই নক্ষত্র ও পৃথিব্যাদি ভূতভৌতিক পদার্থ সমূহের অন্তর্ভাষ্যে পরিপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন তিনিই আত্মা, যে ব্যক্তি আত্মাকে তাদৃশরূপে ধ্যান করেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার তাদৃশ ভাবনা কেই সালস্ব সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন । ৩৬ ॥

প্রশ্নকারের আভাস ।

সম্প্রতি অৰ্জুন ভগবদ্বক্ত সালস্ব ও নিরালস্ব এতদুভয় সমাধির লক্ষণ শ্রবণ পূর্বক তদুভয়েতেই দোষারোপণ করতঃ বিস্তারিতরূপে প্রশ্নাভিলাষী হইয়া পুনর্বার কহিতেছেন ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সালস্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালস্বস্য শূন্যতা ।

উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৩৭ ॥

হে কেশব ! আমি সংশয়-নিরোধিত নিমগ্ন হইয়া কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না যেহেতুক আত্মা যদি সাকার হয়েন তবে তিনি অনিত্য হইলেন অথবা যদি নিরাকার হয়েন তবে শব্দবিষয় ন্যায় তাহার শূন্যত্বাপত্ত হয় অতএব যোগীগণ তাঁহাকে কিরূপ ভাবিয়া ধ্যান করিবেন তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৩৭ ॥

### ঐশ্বক্যের আভাস ।

অৰ্জুনের এতরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান নারায়ণ তাহার বিশেষ বোধের নামে পূর্বকীর সাক্ষ্য সমাধির লক্ষণ কহিতেছেন ।

### শ্রীভগবানুবাচ ।

হৃদয়ং নিশ্চলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হনাময়ং ।

অহংকমিদং সৰ্ব্বমিতি পশেৎ পরংসুখী ॥ ৩৮ ॥

যিনি হৃদয়কে নিশ্চল করিয়া অর্থাৎ যিনি রাগদ্বेषাদি রহিত হইয়া নিরাময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান করতঃ আপনাকেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ অবলোকন করেন, তিনি চিদানন্দামৃতবে পরম সুখী হয়েন । ৩৮

### অৰ্জুন উবাচ ।

অক্ষরাণি সমাত্রাণি সৰ্ব্বৈ বিন্দ্বে সমাপ্তিতাঃ ।

বিন্দ্বে নাদেন ভিন্দ্যেত স নাদঃ কেন ভিন্দ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অৰ্জুন কহিতেছেন ।

হে কেশব ! অক্ষরাদি অক্ষর সকল সমাত্রা ও বিন্দ্বেযুক্ত হয়, ফলতঃ সেই বিন্দ্বে ভিন্ন হইয়া নাদে সমন্বিত হয় কিন্তু সেই নাদ বিভিন্ন হইয়া কোথায় সমন্বিত হয় তাহা আমাকে অমুগ্রহ করিয়া উপদেশ করুন ॥ ৩৯ ॥

### ঐশ্বক্যের আভাস ।

ভগবানুজীকৃত অৰ্জুনের এতরূপ প্রশ্ন শ্রবণ পূর্বক সেই নাদ যে ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয় ইহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন ।

## শ্রীভগবানুবাচ ।

অন্যহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ ।

ধ্বনেরন্তুর্গতং জ্যোতি জ্যোতিরন্তুর্গতং মনঃ ।

তন্মনো বিলয়ং বাতি তদ্বিক্ষোঃ পরমংপদং ॥ ৪০ ॥

ভগবান কহিতেছেন ।

হে অর্জুন ! অন্যহত শব্দের যে নাদ তাহার মধ্যে জ্যোতি অবস্থিতি করেন এবং সেই জ্যোতির মধ্যভাগে যে মনঃ থাকে তাহা ব্রহ্মতে লয় প্রাপ্ত হয় ; সেই লয়স্থানেকই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া জানিবেন ॥ ৪০ ॥

ওঁকারধ্বনির্নাদেন বায়োঃ নংহরণাস্তিকং ।

নিরালয়ং সমুদ্दिश্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ ॥ ৪১ ॥

ওঁকার ধ্বন্যাত্মক নাদের সহিত প্রাণবায়ুর উর্দ্ধগমন ক্রমদ্বারা সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া যে স্থলে সেই ওঁকার ধ্বন্যাত্মক নাদ লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থানকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া জানিবেন ॥ ৪১ ॥

প্রব্রুক্যন্তের আভাস ।

অর্জুন ভগবন্ত জ্ঞান লাভ করিয়া অধুনা জীবের দেহনাশ হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট কোথায় গমন করে তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রশ্ন করিতেছেন ।

অর্জুন উবাচ ।

ভিন্নে পঞ্চাশ্রকে দেহে গতে পঞ্চাসু পঞ্চধা ।

প্রাণৈর্বিমুক্তে দেহে তু ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ক গচ্ছতঃ ॥ ৪২ ॥

অর্জুন কহিতেছেন ।

হে কেশব ! প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকর্ষক দেহ বিযুক্ত হইলে অর্থাৎ পৃথিবী জল ভেদঃ বায়ু আকাশ এতৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ ঐ পাঁচে মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইলে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, তাহার সহিত কোথায় গমন করে তাহা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন ॥ ৪২ ॥

## শ্রীভগবানুবাচ ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ষৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ ।  
 ইন্দ্রিয়ানি চ পৈথব যাক্ষান্যাঃ পঞ্চ দেবতা ॥  
 তৈশ্চৈব মনসঃ সৰ্বৈ নিত্যমেবাভিমানতঃ ।  
 জীবেন সহ গচ্ছন্তি যাবন্তস্ত্বে ন বিন্দতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানু কহিতেছেন ।

হে অৰ্জুন ! যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অপারোক্ষরূপে আসন্ন সাক্ষাৎকার না হয় তাবৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ষরূপ অদৃষ্ট ও পঞ্চভূতের সমুৎপাদ্য বিনির্দ্ভিত মনঃপঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াদিষ্টী পঞ্চ দেবতা ( দিকবায়ু, অর্ক বরুণ অশ্বিনীকুমার ) ইহারা অন্তরীন্দ্রিয়দ্বারা নিত্য অভিমান বশতঃ লিঙ্গ শরীরোপাধিক জীবের সহিত গমন করে ; অর্থাৎ যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি না হয় তাবৎ পূর্বেকৃত ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদির সমষ্টিরূপ লিঙ্গ শরীরে আমি জীব বলিয়া একটি অভিমান থাকে, কিন্তু জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভদ্বারা ত্রাস্তিস্বরূপ ঐ অহঙ্কার নিরস্ত হইলেই পূর্বেকৃত মনঃ প্রাণাদি সকলেই স্রোয় স্রোয় কারণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জীবের ত্রাস্তিরূপ অহঙ্কার বিনাশের সহিত তাহার ধৰ্ম্মাধৰ্ষরূপ অদৃষ্ট ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩ ॥

এস্বকারের আভাস ।

অধুনা অৰ্জুন মহাশয় ত্রাস্তিস্বরূপ জীবের জীবত্ব পরিত্যাগ কি প্রকারে হয় তাহা জ্ঞাত হওনাভিলাষে ভগবানুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

অৰ্জুন উবাচ ।

স্বাবরং জজ্জমৈধৈব জংকিঞ্চিৎ সচরাচরং ।  
 জীবা জীবেন সিদ্ধিশ্চি স জীবঃ কেন সিদ্ধিতি ॥ ৪৪ ॥

অৰ্জুন কহিতেছেন ।

হে কেশব ! স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমানে যে জীব তিনি সমাধিস্থিত হইয়া এতদ্রূপাশ্রিত স্থাবর জজ্জমাদি যে কিছু চরাচর বস্তু আছে সেই নিখিল বিশ্বাভিমানকে পরিত্যাগ করেন কিন্তু সেই জীবের ত্রাস্তিস্বরূপ যে জীবত্ব তাহা কাহার দ্বারা কি প্রকারে পরিত্যক্ত হয় তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৪৪ ॥

### শ্রীভগবানুবাচ ।

মুখনাসিকরৈর্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা ।

আকাশঃ পিবতি প্রাণং স জীবঃ কেন জীবতি ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন ।

হে অর্জুন ! মুখ নাসিকার মধ্যে যে প্রাণবায়ু সর্বদা বিচরণ করিতেছে জীবের ভবজ্ঞান লাভ হইলে পঞ্চভু কালীন আকাশ সেই প্রাণবায়ুকে পান করে অর্থাৎ মৃত্যুকালে আকাশে সেই বায়ু লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং তৎকালে জীব আর কাহান দ্বারা জীবিত থাকিবেক; জীবন ও প্রাণ এক পদার্থ, জীবন থাকিলেই প্রাণ থাকে এবং প্রাণ না থাকিলেও জীবন থাকে না ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মকারের আভাস ।

অধুনা পাণ্ডুকুলতিলক পার্শ্ববীর আকাশাত্তিরিক্ত পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ অবগত হইবার মানসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিছেন ।

অর্জুন উবাচ ।

ব্রহ্মাণ্ডবাপিতঃ স্যোম স্যোম চাবেষ্টিতং জগৎ ।

অনুব্রহ্মস্থতো স্যোম কথং দেব নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্জুন কহিতেছেন ।

হে কেশব ! ব্রহ্মাণ্ড বাপিত যে আকাশ তদ্বারা চরাচর বস্তু ময় এই জগৎ বেষ্টিত আছে সুতরাং যদি আকাশ পদার্থ এতব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত হইল তবে আকাশাত্তিরিক্ত আকাশের ন্যায় নিখিল যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকার বস্তু তাহা আমাকে উপদেশ করুন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

আকাশোহুবকাশশচ আকাশবাপিতঞ্চ যৎ ।

আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দ ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ৪৭ ॥



শ্রীভগবান কহিতেছেন ।

হে অৰ্জুন ! এই আকাশ অবকাশস্বরূপ অর্থাৎ শূন্যস্বভাব, কিন্তু এই অবকাশস্বরূপে এমন কোন অদৃশ্য পদার্থ আছে বাহ্যতে শব্দগুণ অনুমিত হয়, যে হেতুক শূন্যপদার্থের শব্দগুণ থাকে অসম্ভব, ফলতঃ সেই অদৃশ্য পদার্থকেই আকাশ বহা যায় ; কেননা আকাশের কার্য বায়ুতে কেবল শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ থাকিলেও যখন বায়ুর রূপ নাই তখন তৎকারণ আকাশেরও স্বরূপ নাই ইহা বলা রাহুল্য মাত্র । অতএব সেই অদৃশ্য আকাশের কেবল শব্দমাত্র এক গুণ, কিন্তু যিনি শব্দরহিত সর্বব্যাপি পদার্থ অর্থাৎ বাহ্যতে এই আকাশ ও বায়বাদি সমুদায় ভূত ভৌতিক পদার্থ অবস্থিত করিতেছে তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইলেন । ইতি শ্লোকার্থ ।

হে অৰ্জুন ! যদি তুমি সেই সর্বব্যাপি ব্রহ্মপদার্থের সত্ত্বা চর্মচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে অভিলাষী হও তবে মনোযোগ পূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর । যদি বল নিরাকার সর্বব্যাপি অথচ বাক্য নবের অগোচর যে ব্রহ্মপদার্থ তাঁহাকে চর্মচক্ষুর্দ্বারা যে দর্শন করিতে পারা যায় এতদ্রূপ বাক্য বেদ বিরুদ্ধ হয় । তাহার উত্তর এই যে আমিই স্মরণ বেদস্বরূপ ; বিশেষতঃ বেদাদি শাস্ত্র সমূহে তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া কথিত আছেন, অতএব যিনি স্বপ্রকাশ ও বাহ্য প্রকাশদ্বারা এই অখিলব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাকে চর্মচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না বরং এতদ্রূপ বাক্যই বেদবিরুদ্ধ হয় ; অতএব তুমি স্থিরচিত্তে আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া সেই নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মপদার্থের সত্ত্বা দর্শন কর । ফলতঃ তাঁহার স্বরূপ বাক্য ধর্মের অগোচর বটে । হে অৰ্জুন ! তুমি এবং আমি উভয়ে উপবেশন করিয়া আছি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে যে শূন্য স্বরূপ স্থান আছে তদ্বোধে তুমি কি দর্শন করিতেছ ; যদি বল ইহার মধ্যে কিছুই নাই ; হে অৰ্জুন ! তুমি এমন কথা বলিও না, যে হেতুক এই শূন্য স্থানের মধ্যে অদৃশ্য আকাশ এবং বায়ু ও মৃত্তিকা জলাদির হৃক্ষ্য পরমাণু আছে ফলতঃ তাহা আমাদের উভয়ের দৃষ্ট হইতেছে না, কিন্তু বাহ্য দৃষ্ট হইতেছে সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ শূন্যের সত্ত্বাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ কর । ইহাতেও যদি তুমি এমন আপত্তি কর যে, ইহার মধ্যে শূন্য ব্যতীত অপর কিছুমাত্র দৃষ্ট হইতেছে না তবে পুনর্বার প্রকারান্তরে কহিতেছি শ্রবণ কর । শূন্যশব্দের অর্থ অভাব অর্থাৎ কিছুই নহে, কিন্তু বাহ্য কিছুই নহে তাহা মনুষ্যের দৃষ্ট হইবে কেন ? বিশেষতঃ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ মধ্যে কিছুই নয় বলিয়া অতি প্রাচীনকালাবধি নরবিঘাণ শশবিঘাণ শপুস্প ও ঘোটকাণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি সত্ত্বাহীন পদার্থের নাম প্রচলিত আছে বাস্তবিক ঐ পদার্থ সমূহের সত্ত্বা নাই বলিয়া কল্পিন্যালে কেহ তাহা দর্শন করিতে পারেন

নাই, দর্শন করা দূরে থাকুক বরং কেহ কখন বুদ্ধিঘার। ঐ সম্ভাব্য পদার্থগুলির আকার প্রকার অনুমান করিতেও সক্ষম হইবেন নাই। অতএব হে অজ্ঞান সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে এই শূন্যস্বরূপ আকাশ অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া তাহার সম্ভাভেই আকাশের সম্ভাসিদ্ধি হইতেছে সম্ভা হইতে শূন্যকে ভিন্ন করিয়া তাহার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা আর একগকার মত দৃষ্ট হইবেক না, যে হেতুক তাহা ঋণুস্বরূপ ন্যায় অলীক পদার্থ। অতএব শূন্যাতীত যে সর্বব্যাপী অপ্রকাশ পদার্থকে তুমি দর্শন করিতেছ এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে অবস্থিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে সেই সম্ভারূপি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ পদার্থকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হও। ইতি নিগূঢ় তাৎপর্যার্থ ॥ ৪৭ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

বাহ্য বস্তুর সহিত মনুষ্যের মনের কোন সম্বন্ধ নাই এবং মনের সহিত বাহ্য বস্তুবও কোন সংশ্রব নাই সুতরাং পূর্বেক্ত প্রকারে আকাশাদি ভূত ভৌতিক পদার্থের সম্ভা দর্শনে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলেও তদ্বারা জীবের মনের মায়িকতা (অজ্ঞানতা) বিনাশের সম্ভাবনা বিরহ। অতএব সেই সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে যেরূপে জীব আপন মনোমধ্যে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়া অজ্ঞানরহিত হইবেন অধুনা তগবান্ নারায়ণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

ইন্দ্রিয়ানাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ ।

দেহে নষ্টে কুতোবুদ্ধিবুদ্ধিনাশে কুতোহজ্ঞতা ॥ ৪৮ ॥

যোগিগণ প্রার্থন্যঃ ইন্দ্রিয় সমূহের নিরোধকার। দেহমধ্যে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে অবলোকন করেন, তদনন্তর সেই অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানির দেহ নষ্ট হইলেই দেহের সহিত তাহার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সুতরাং বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে তাহার অজ্ঞানতা আর কি প্রকারে থাকিতে পারে ; অর্থাৎ তৎকালে জীব নির্কাণমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবেন ॥ ৪৮ ॥

### গ্রন্থকারের আভাস ।

পূর্বে ৪০ সংখ্যক শ্লোকে তগবান্ শঙ্করাদি যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন অজ্ঞান মহাশয় তাহার অসম্ভাবনা বোধে প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য করিতেছেন।

অজ্ঞান উবাচ ।

মন্তোষ্ঠতাল্লজিহ্বানাংস্পাদং যত্র দৃশ্যতে ।

অক্ষরত্বং কুতন্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ততে সদা ॥ ৪৯ ॥

অজ্ঞান কহিতেছেন ।

হে কেশব ! যখন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে অকারাদি স্বনাত্মক অক্ষর সমূহ কণ্ঠতালু মন্তোষ্ঠ জিহ্বাদি স্থানকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইতেছে তখন তাহারদিগের অক্ষরত্ব অর্থাৎ অবিনশ্বরত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে বরং সন্দেহাই তাহারদিগকে বিনাশ্য বলিয়া কহিতে হইবেক ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসৌম্যব্যাঞ্জন মন্বরঞ্চ

অতাল্লকণ্ঠোষ্ঠমনাসিকঞ্চ ।

অরেখজাতং পরমুস্মবজ্জিতং

তদক্ষরং নাক্ষরং তে কথিতং ॥ ৫০ ॥

ভগবান কহিতেছেন ।

হে অজ্ঞান ! অসৌম্য অর্থাৎ উচ্চারণ প্রযত্ন নাদাদি রহিত ও ককারাদি ব্যঞ্জন ও অকারাদি স্বরবর্ণাভীত এবং স্বর ব্যঞ্জনাদি বর্ণের উৎপত্তিস্থান যে কণ্ঠ তালু নাসিকাদি অষ্টবিধ স্থান তদ্ব্যতিরিক্ত ও রেখাভীত ও উদ্বাবজ্জিত অর্থাৎ শব্দ সঙ্কার এতচ্চতুর্ভূয় বায়ু প্রধান বর্ণ বজ্জিত এতরূপ সর্ববজ্জিত প্রণবদ্বারা উচ্চারণ প্রযত্ন ব্যতিরেকে সাধকের অন্তঃকরণ মধ্যে স্বয়মুৎপন্ন ও শব্দদ্বারা লক্ষ হইয়েন যেত্রস্ত তাহাকেই অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর বলিয়া জানিবেন, যে হেতুক তিনি ক্ষয়োদয় রহিত হইয়েন । ফলতঃ আমি তোমাকে ককারাদি অক্ষর সমূহের অক্ষরত্ব কহি নাই অনাহত শব্দের কথা কহিয়াছিলাম ॥ ৫০ ॥

এশ্বকারের আভাস ।

অন্য বোমিগণ সর্ববাণি পরমাত্মাকে আপন হৃদয় স্থিতি জামিয়া কি প্রকারে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন অজ্ঞান মহাপ্রভু জীহ্বাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

## অৰ্জুন উবাচ ।

জ্ঞান্ৱা সৰ্বগতং ব্রহ্ম সৰ্ব ভূতাদিবাশিতং ।

ইন্দ্রিয়ানাং নিরোধেন বঞ্চং সিদ্ধিষ্টি যোগিনঃ ॥ ৫১ ॥

অৰ্জুন কহিতেছেন ।

হে কেশব ! যোগীগণ ইন্দ্রিয় নিবোধদ্বারা পৃথিব্যাদি সমুদয় ভূত ভৌতিক পদার্থস্বরূপ এতদ্ব্যাপ্তগত ও সকল জীবের জন্মশ্রমাদিস্বতঃ সেই নিরবয়ব ব্রহ্ম-পদার্থকে জ্ঞাত হইয়া কি প্রকারে নিৰ্বাণমুক্তিলাভ করেন তাহা আমাকে উপদেশ করুন ॥ ৫১ ॥

## শ্রীভগবানুবাচ ।

ইন্দ্রিয়ানাং নিরোধেন দেহে পশ্যতি যানবাঃ ।

দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধি বুদ্ধিনাশে কুতোহজ্ঞতা ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন ।

হে অৰ্জুন ! যোগীগণ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য নিবোধদ্বারা দেহবোধে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকাব করেন তদনন্তর যৎকালে সেই অপবোক্ত তত্ত্বজ্ঞানির দেহনাশ হয় তৎকালীন দেহেব সহিত তাহার বুদ্ধিও জীয়া কারণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হইলে তাহার অজ্ঞানতা আর কি প্রকারে থাকিতে পারে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভে অজ্ঞান নি-রুত্তি হইলে দেহনাশকালে জীব নিৰ্বাণমুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একী-ভূত হয়েন ॥ ৫২ ॥

## শ্রীশুকারণের আভাস ।

জীবগণ কোনকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-নিরোধদ্বারা পরমাত্মার চিন্তা করিবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা অৰ্জুনকে কহিতেছেন ।

তাবদেব নিরোধঃ স্যাৎ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্ধতি ।

বিদিতৈ চ পরে তত্ত্বে একমেবানুপশ্যতি ॥ ৫৩ ॥

হে অৰ্জুন ! যাবৎ জীবের অপবোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয় তাবৎ তাহার ইন্দ্রিয়-নিরোধদ্বারা পরমাত্মাকে চিন্তা করা কর্তব্য, পরে যখন তাহার প্রত্যক্ষ-রূপে তত্ত্ব বোধ হয় তখন তিনি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন রূপে

দর্শন করেন অর্থাৎ তৎকালে তিনি একমাত্র সর্বব্যাপি ব্রহ্ম পদার্থের সহিত  
অভিন্ন হইয়া অবস্থিত করেন, সুতরাং তাহার পর তাঁহার আর ইন্দ্রিয় নিরো-  
ধের আবশ্যকতা থাকে না ॥ ৫৩ ॥

### ঐশ্বর্যকারের আভাস ।

তৎকালে তাহার ইন্দ্রিয় নিরোধের কেন আবশ্যকতা থাকে না অধুনা ভগ-  
বান তাহা করিতেছেন ।

নবহিদ্ভাব্যতা দেহঃ স্মৃবন্তে জালিকাইব ।

ব্রহ্মোণৈব ন শুদ্ধং স্যাৎ পুমান ব্রহ্ম ন বিস্মৃতি ॥ ৫৪ ॥

হে অর্জুন ! যে প্রকার ছিদ্রযুক্ত জলপাত হইতে নিরন্তর বারি ক্ষরিত হয়  
সেই প্রকার ইন্দ্রিয়রূপ নব ছিদ্রযুক্ত দেহঘট হইতে সর্বদাই জীবের জানবার  
ক্ষরিত হইতেছে সুতরাং পুরুষ ইন্দ্রিয় নিরোধদ্বারা ব্রহ্মের ন্যায় যাবৎ বিশুদ্ধ  
অর্থাৎ দেহাতিমান ও রাগদোষাদি রহিত না হয়েন তাবৎ তিনি সচ্চিদানন্দ-  
রূপ ব্রহ্মপদার্থকে জানিতে সক্ষম হয়েন না ॥ ৫৪ ॥

### ঐশ্বর্যকারের আভাস ।

অধুনা ভগবান ত্রিকূট জীবগুণ পুরুষের শৌচাদির অনাবশ্যকতা কহি-  
তেছেন ।

অতাস্তমলিনো দেহো দেহি ত্বতাস্তনির্মলঃ ।

উভয়োরন্তরং মত্ত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥

হে অর্জুন ! মলমূত্রের আধারহেতুক এই পাঞ্চতৌতিক দেহ অতিশয় মলিন  
কিন্তু এক্ষেত্রে চৈতন্যরূপি যে আত্মা অধিবাস করিতেছেন সুখঃখাদি সংসার-  
ধর্ম্ম রহিত হইতে তিনি অতাস্ত নির্মল হয়েন, যে পুরুষ তত্তজ্ঞান লাভদ্বারা  
দেহ ও আত্মার এতরূপ অন্তরত্ব বুঝিয়াছেন তিনি আর কাহার শৌচাশৌচ  
বিধান করিবেন ; অর্থাৎ স্নানাদিয়ার মলিন দেহেরই শুদ্ধি হয় কিন্তু স্বভাবতঃ  
পরিশুদ্ধ যে আত্মা তাহার আর শৌচাদির প্রয়োজন কি ; ॥ ৫৫ ॥

অবোধানুবন্ধ এইপর্যন্ত ব্রহ্মও পুরাণোক্ত উত্তরগীতার প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত  
হইল ।

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।



ঐশ্বর্যকারের আভাস।

অর্জুন! অর্জুন মহাশয় ত্রিকলকে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্বগতং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞঃ পরমেশ্বর।

অতং ব্রহ্মৈতি নির্দেশকঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ ॥ ১ ॥

অর্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! জীবাত্মা তত্ত্বমস্যাং মহাবাকা বিচারদ্বারা সেই পরব্রহ্মকে সর্বগত সর্বান্তর্ধামী ও সকলের বুদ্ধিরতির নিয়ামকরূপ জ্ঞাত হইয়া ‘আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ’, এতদ্রূপ যে নির্দেশ করেন তাহার প্রমাণ কি আছে; অর্থাৎ নির্বিকার পরমাত্মার সহিত সবিকার জীবাত্মার কি প্রকারে একা সম্ভব হয় তাহা আমাকে উপদেশ বকন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তঃ ক্ষীরে ক্ষীরং স্নতে স্নতং।

অবিশেষো ভবেৎ তস্মৈ জীবাত্মা পরমাত্মনে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জুন! যে প্রকার কোন পাত্র হইতে জলে জল, ক্ষীরে ক্ষীর ও স্নতে স্নত নিক্ষেপ করিলে তাহা মিশ্রিত হইয়া অবিশেষ হয়, ওদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এতদ্ব্যতিরেক একা সম্ভব হয়, অর্থাৎ যে প্রকার পাত্রস্থিত জল ও নদীর জল এতদ্ব্যতিরেক এক বস্তু হইলে ও পাত্ররূপ

উপাধিহারা নদীজল হইতে পাত্রস্থিত জল ভিন্ন হয় তদ্রূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এতদ্ব্যতীত নির্বিশেষ চৈতন্য হইলেও অবিন্যাসরূপ উপাধিহিত বলিয়া তদ্ব্যক্তির পূর্নাবস্থায় পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাকে ভিন্ন বলা যায় নশ্চঃ তদ্ব্যক্তান-সাভে অবিন্যাস উপাধি ক্ষয় হইলে পাত্রচ্যুত জলের নদী জলে মিশ্রিতও ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত নির্বিশেষ হয়েন ॥ ২ ॥

জীবে পরেন তাদাত্ম্যং সর্বগং জ্যোতিরীশ্বরং ।

প্রমাণলক্ণে জেতরং স্বরূপেবাবেদিনা ॥ ৩ ॥

হে অর্জুন । যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শাস্ত্র বাক্যরূপ প্রমাণ লক্ষণ দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যাত্মত্ব করেন সর্বব্যাপি জ্যোতির্ময় জগদীশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়েন । অর্থাৎ যে হেতুক ঘটাদি জড়পদার্থের ন্যায় পরমাত্মা জেয় নহেন অতএব শুদ্ধমস্যাদি মহাবাক্য বিচারদ্বারা নিস্তার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যাত্মত্বরূপ সাধনানুষ্ঠান করিবেক । নশ্চঃ সেই সাধনদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পরমাত্মা স্বয়ং সেই সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন । যে প্রকার ঘটাদি জড়পদার্থ দর্শন করিতে হইলে চক্ষু ও প্রদীপাদি একটি জ্যোতি এই উভয় পদার্থের প্রয়োজন হয় কিন্তু দীপাদি জ্যোতিঃ পদার্থকে দর্শন করিতে একমাত্র চক্ষুস্বাতীত অন্য কোন জ্যোতির প্রয়োজন থাকে না, সেই জ্যোতিঃ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হয় ; তদ্রূপ জ্ঞাতা এবং জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু পরমাত্মা অজয় ; সুতরাং মনোদ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না । ইতি তাৎপর্যার্থ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানেনৈব ভবেজ্জৈয়ং বিদিত্বা তৎকণেন তু ।

জ্ঞানমাত্রেন যুচ্যেত কিং পুণ্যৈঃ গদাধারণং ॥ ৪ ॥

হে অর্জুন । জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এতদ্রূপ ঐক্যাত্মত্বাত্মক জ্ঞান দ্বারা যখন পরমাত্মা স্বয়ং জেয় হয়েন তখন সাধক তাঁহাকে অপরোক্ষে দ্বারা যখন পরমাত্মা স্বয়ং জেয় হয়েন তখন সাধক তাঁহাকে অপরোক্ষে জ্ঞাত হইয়া সেই জ্ঞানদ্বারাই জীবাত্মক হয়েন সুতরাং পুনর্বার তাঁহার আর যোগধারণাদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না ॥ ৪ ॥

জ্ঞানেন দীপিত দেহে বুদ্ধি ব্রহ্মগমম্বিতা ।

ব্রহ্মজ্ঞানং ধিনা বিদ্বাঃ স্বর্দেহে কর্মবন্ধনং ॥

হে অর্জুন ! ভক্তজ্ঞানী পুরুষের বুদ্ধি ব্রহ্মতে সমাধিতা ও জ্ঞানযোগ্যতা  
যাঁরা দেখ প্রদীপ্ত হইলে তিনি সেই ব্রহ্মরূপ জ্ঞানান্ধকারী সমুদায় ওতাণ্ডত  
কর্মবন্ধনকে ভাঙ্গিয়া করেন । ৫ ॥

ততঃ পবিত্রং পরমেধরাখ্য  
যদ্বৈতরূপং বিমলান্বরাভং ।  
যথোদকে তোরয়মনুপ্রবিষ্টং  
তথা অরূপো নিরূপাধি সংস্থিতঃ ॥ ৬ ॥

হে অর্জুন ! তদনন্তর নির্মূল আকাশের ন্যায় পবিত্র ও সর্বব্যাপি যে  
পরমাত্মা তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে জানিয়া জলে জলপ্রবিষ্টের ন্যায় ভক্তজ্ঞানী  
পুরুষ উপাধিরহিত হইয়া আত্মরূপে সেই পরমাত্মাতেই সংস্থিত হয়েন । ৬ ॥

আকাশবৎ সূক্ষ্মশরীর আত্মন  
দৃশ্যতে বায়ু বদন্তরাত্মা ।  
সবাহ্যচাত্যন্তর নিশ্চলাত্মা  
অন্তমূখঃ পশ্যতি তত্ত্বমৈক্যং ॥ ৭ ॥

হে অর্জুন ! পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরী হুতরাৎ কাহারো  
নয়নগোচর হয়েন না এবং বায়ুবৎ যে অন্তরাত্মা অর্থাৎ মনঃ তিনিও দৃশ্য-  
পদার্থ নহেন কিন্তু যিনি বাহ্যাত্মার স্থিত হইয়া অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি-  
স্থিত হইয়া নিশ্চলাত্মা হয়েন সেই অন্তমূখচিত্ত মহাযোগী ভূতবৈশ্বের ঐক্যতা  
জানেন । ৭ ॥

যত্র তত্র যতোজ্ঞানী যেম বা কেন মৃত্যুনা ।  
যথঃ সর্বগতং যোগম তত্র তত্র লয়ং গতঃ ॥ ৮ ॥

হে অর্জুন ! যে প্রকার একমাত্র সর্বব্যাপি আকাশ পদার্থ ঘট পট  
মটাদি অংশে উপাধিগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তত্ত্ব উপাধিনাশে সেই



যক্ষাকালেশ লয় প্রাপ্ত হয় তৎক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকারে হুত্বা হটক দেহরূপ উপাধি বিনাশে তিনি সেই সর্বব্যাপি পরমা-  
ত্মাভিই লয় প্রাপ্ত হইলেন । ৮ ॥

শরীরব্যাপি চৈতন্যং জাগ্রদাদি প্রভেদতঃ ।

ন ত্বেকদেশবর্তিত্ব মনুষ্যব্যতিরেকতঃ ॥ ৯ ॥

হে অর্জুন ! দেহব্যাপি যে চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা তাহাকে অম্বয় ব্যতি-  
রেকদ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্ন হুত্বপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত বলিয়া জানিবেন  
যে প্রকার অম্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারিবে তাহা কহিতেছি  
শ্রবণ কর । হে অর্জুন ! স্বপ্নাবস্থায় এতৎ স্থূলদেহ বিবয়ক জ্ঞানের  
অভাব হইলেও তৎকালে স্বপ্ননান্দ্রিয়রূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা  
তাহাকে এ স্থলে অম্বয় কহা যায় এবং আত্মার বিদ্যমানতা থাকিলেও স্থূল  
দেহ বিবয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাহাকে ব্যতিরেক কহা যায় । এই অম্বয়  
ব্যতিরেকদ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে জাগ্রদবস্থায় জীব যে স্থূলদেহে অভি-  
মান প্রকাশ করেন সেই স্থূল দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন হইলেন । এবং হুত্বপ্তি  
অবস্থাতে সূক্ষ্মদেহ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু এবং মন ও  
বুদ্ধি এই সপ্তদশাবয়বকে লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্মদেহ কহা যায়) বিবয়ক জ্ঞানের  
অভাব হইলেও তদবস্থায় সাক্ষিরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা  
তাহাকে এ স্থলে অম্বয় বলা যায় এবং আত্মার বিদ্যমানতা থাকিলেও সূক্ষ্ম-  
শরীর বিবয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাহাকে ব্যতিরেক কহা যায় । এই অম্বয়  
ব্যতিরেক দ্বারা জানিতে পারা যায় যে স্বপ্নাবস্থাতে জীব যে সূক্ষ্মশরীরে  
অভিমান প্রকাশ করেন আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইলেন । অপিচ সমাধিকালে  
আনন্দময়কোষ অর্থাৎ কারণদেহরূপ অজ্ঞানবিবয়ক জ্ঞানের অভাব হইলেও  
তদবস্থায় সাক্ষিরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা তাহাকে এ স্থলে  
অম্বয় বলা যায় এবং আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কারণশরীররূপ অজ্ঞান  
বিবয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাহাকে ব্যতিরেক কহা যায় । এই অম্বয়  
ব্যতিরেকদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে হুত্বপ্তিকালে জীবের যে কারণ শরীর  
থাকে আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইলেন । হে অর্জুন ! এই তিন প্রকার  
অম্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আত্মাকে জাগ্রৎ স্বপ্ন হুত্বপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত  
বলিয়া জানিবেন । ইতি তাৎপর্যার্থ ॥ ৯ ॥

প্রকৃকারের আভাস ।

অম্বয়ভোগবান একজ্ঞান প্রাপ্তির প্রথম সোপান স্বরূপ নাগিকাণ্ডে দৃষ্টি  
নিকোপ করায় কল কহিতেছেন ।

মুহূর্তমপি যো গচ্ছেরাসাংগে মহতী সহ।

সর্বং তরতি পাশুনাং তস্য জন্মশতাজ্জিতং ॥ ১০ ॥

হে অর্জুন ! যিনি মুহূর্তকালও মনের সহিত নাসাংগে গমন করেন অর্থাৎ চৈতন্য জ্যোতি অমৃতত্ব করণার্থ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নিতি শত জন্মাজিত সমুদায় পাশরাশি হইতে বিমুক্ত হইবেন ॥ ১০ ॥

ঐশ্বকাকারের আভাস।

অন্য ভগবান ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের দ্বিতীয় সোপান স্বরূপ নাড়ীপ্রভৃতির নাম ও স্থানাদি কহিতেছেন।

দক্ষিণা পিঙ্গলানাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।

দেবযানমিতি জৈয়্য পুণ্যকর্মানুসারিণী ॥ ১১ ॥

হে অর্জুন ! দেহের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ দক্ষিণপদের নিম্নস্থানাবধি মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মপর্যন্ত বিস্তীর্ণা পিঙ্গলা নামী যে নাড়ী আছে বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশবিশিষ্ট। অথচ পুণ্যকর্মানুসারিণী সেই নাড়ীকে দেবযান বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ঐ পিঙ্গলা নাড়ীতে মনকে স্থাপন করিয়া যে সাধক উত্তমরূপে সাধনা করেন তিনি দেবতার ন্যায় আকাশমার্গে আরোহণপূর্বক সর্বত্র গতিবিধি করিতে সক্ষম হইবেন তৎপ্রযুক্ত ঐ পিঙ্গলা নাড়ী দেব-যান বলিয়া কথিত হয় ॥ ১১ ॥

ঐড়া চ বাম নিষ্কাশ সোমমণ্ডলগোচরা।

পিভূযানমিতি জৈয়্য বামনাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

দেহের বামাংশে অর্থাৎ বামপদতলাবধি মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মপর্যন্ত বিস্তীর্ণা যে ঐড়া নামী নাড়ী আছে চক্রমণ্ডলের ন্যায় অল্প প্রকাশবিশিষ্ট। অথচ বাম নাসিকার নিষ্কাশ সহিত। সেই নাড়ীকে পিভূযান বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ অল্প প্রকাশবিশিষ্ট ঐ নাড়ীতে মনকে স্থাপন করিয়া যে সাধক উত্তমরূপে সাধনা করিতে পারেন তিনি গগনমার্গে আরোহণ হইয়া পিতৃ লোকস্থান চক্রমণ্ডলপর্যন্ত গমন করিতে সক্ষম হইবেন এতদ্বিস্তৃত ঐ ঐড়ানাড়ী পিভূযান বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২ ॥

ওদন্ত্য পৃষ্ঠভাগেহস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভূৎ ।

দীর্ঘাঙ্ঘ্রি মুক্তিঁ পর্যাস্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে ॥ ১৩ ॥

তস্যান্তে সূত্রিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সুরিভিঃ ॥ ১৪ ॥

যে প্রকার বীণাবস্ত্রের অলাবু হইতে বীণাদণ্ড নামক একখানি দীর্ঘ কাষ্ঠ লম্বিত থাকে তজপ জীবের মূলাধার অবধি মস্তকপর্যাস্ত বিস্তীর্ণ দেহধারণকারি যে দীর্ঘ অঙ্ঘ্রি আছে যেদণ্ড নামক সেই অঙ্ঘ্রিই ব্রহ্মদণ্ড বলিয়া কথিত হয় । ঐ ব্রহ্মদণ্ড নামক অঙ্ঘ্রির মধ্যাদিয়া যে সূক্ষ্ম হিত্র আছে, মস্তকাবধি মূলাধার পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ সেই হিত্রাস্তগতা নাড়ীই বুধগণ কর্তৃক ব্রহ্মনাড়ী অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা জ্ঞাননাড়ী বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সূক্ষ্মা সূক্ষ্মরূপিনী ।

সর্ব প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্বগং সর্বতোমুখং ॥ ১৫ ॥

হে অর্জুন ! বামাজাঙ্ঘ্রিতা ঈড়া ও দক্ষিণাজাঙ্ঘ্রিতা পিঙ্গলা এতদ্ব্যতন নাড়ীর মধ্যদেশে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মরূপিনী যে সূক্ষ্মা নাড়ী তাহাতেই সমস্ত জ্ঞান নাড়ী প্রতিষ্ঠিতা আছে, এবং সেই নাড়ী হইতে অসংখ্য সূক্ষ্মা নাড়ী সর্ব-তোমুখ হইয়া শরীরের সর্বাবরণে গমন করিয়াছে । অর্থাৎ জীবের মস্তকস্থিত সহস্র-দল পদ্ম-হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া যেদণ্ডের হিত্রমধ্যে যে ধমনী ( অতিসূক্ষ্ম নাড়ীবিশেষ ) প্রবিষ্টা হইয়াছে তাহাকেই সূক্ষ্মা নাড়ী কহা যায় । ঐ ধমনীহইতে প্রথমতঃ নয় গোছা ধমনী উৎপন্ন হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহে গমন করিয়াছে তদ্বারা দর্শনাদি ইন্দ্রিয়কাৰ্য্য সম্পন্ন হয় । তদনন্তর যেদণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে যে একই যোড়া পঞ্জরাস্থি উৎপন্ন হইয়াছে সেই পঞ্জরাস্থির মূলদেশে সূক্ষ্মা নাড়ী হইতে দুইপাশ্চাৎ ক্রমশঃ ৩২ দ্বাত্রিংশৎ গোছা ধমনী উৎপন্ন হইয়া অসংখ্য মুখবিশিষ্টা হওতঃ দেহের সর্বাবরণে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তদ্বারা জীবের স্পর্শজ্ঞান ও পরিণামাদি অপরাপর দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন হয় । ধমনী সূত্রের ন্যায় এমনত সূক্ষ্ম পদার্থ যে চারি পাঁচ সহস্র ধমনী একত্রিত হইয়া না থাকিলে তাহা চক্ষুরাদি মনুষ্য দর্শন করিতে সক্ষম হইতেন না । ফলতঃ জীবের ধমনী এত-সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইলেও তাহা হিত্রময় নলাকার পদার্থ ; সেই হিত্রমধ্যে তৈলের ন্যায় যে এক প্রকার জ্বব পদার্থ আছে সেই পদার্থেতেই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় ; এতদ্বিম্বিত বুধগণ ঐ অসংখ্য ধমনীর মূলাধার যে সূক্ষ্মা নাড়ী তাহাকে জ্ঞাননাড়ী কহিয়া থাকেন এবং যোগিগণ ঐ অসংখ্য সূক্ষ্মা ধমনীর লম্বিত সূক্ষ্মা নাড়ীকে জীবব্রহ্ম বলিয়া নাম দিয়াছেন । ইতি তাৎ-পর্য্যার্থ ॥ ১৫ ॥

তন্ম্যাম্বাগতাঃ সূর্যাসোম্যগ্নি পরমেশ্বরঃ ।

ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্বতাঃ শিলাঃ ।

দ্বীপাশ্চ নিম্নগাবেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যা কলাকরাঃ ।

স্বরমন্ত্রপুরাণানি ণ্ডনাষ্টতানি সৰ্বগঃ ।

বীজ জীবাত্মকন্তেযাং ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাণবায়বঃ ।

সুসুম্নাস্তগতং বিশ্বং তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং । ১৬ ।

হে অৰ্জুন ! চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ এবং ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন পুরীদি দশদিক্, বারাগম্যাদি দিক্ক্ষেত্র, লবণাদি সপ্ত সমুদ্র হিমালয়াদি পর্বত ও শিলাসমূহ, জম্ববাদি সপ্ত দ্বীপ, গঙ্গাদি সপ্ত নদী, ঋগাদি চারি বেদ, বীমাংসাদি শাস্ত্রবিদ্যা, অকারাদি ষোড়শ স্বর ও ককারাদি চতুস্ত্রিশদর্শ গায়ত্রীাদি মন্ত্রসমূহ, ব্রহ্মাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি ণ্ডগুণত্রয়, মহাদি বীজাত্মক জীব ও তাহাদিগের আত্মা, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ও নাগাদি পঞ্চবায়ু এই সমস্ত পদার্থযুক্ত এই বিশ্বসংসার সেই সুসুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ জীবের ইচ্ছা-গোচর হয় ততাবৎ সুসুম্না নাড়ীতে (জীবের অন্তঃকরণে) প্রতিবিম্বিত আছে তন্নিমিত্ত জানিগণ এতদ্দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহিয়া থাকেন। হে অৰ্জুন ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যৎকালে তুমি চন্দ্রসূর্য্যাদি কোন দৃষ্ট পদার্থ স্মরণ কর, তৎকালে তোমার মন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বাহ্য পদার্থের নিকটগামী হয়েন বা; কিন্তু অন্তরে অর্থাৎ সুসুম্না নাড়ীতে চন্দ্র সূর্য্যাদির যে প্রতিবিম্ব আছে তাহাই দর্শন করেন। কেননা জীবের মন যদ্যপি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজমার্গে গমন করিতে পারিত, তাহা হইলে রাজপথে কিংবন্ত আছে এবং কোথায় কি ঘটনা হইতেছে তাহা অনায়াসে জানিতে পারিত। হে পাণ্ডু কুলচূড়ামণে ! তুমি স্থিরাচত্রে বিবেচনা করিয়া দেখ জীব যৎকালে বাহ্যস্থিত কোন বিষয় পদার্থকে স্মরণ করেন তৎকালে তিনি নাসিকা বিস্তার করিয়া ক্রমং উর্দ্ধমুখ হওতঃ প্রাণবায়ুর সহিত সুসুম্না মূলে (মস্তকের পশ্চাত্তাঙ্গে যে স্থানে শিখা থাকে) গমন পূর্ব্বক অম্লস্ফূটন করিয়া সেই বস্তু প্রাপ্ত করেন। যে ব্যক্তির কোন পীড়াবশতঃ মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া স্মরণমার্গ একবারে কল হইয়া যায় জ্ঞানমার্গ রোধহেতু সেই মনুষ্য উগ্রভূত হইয়া থাকে। অতএব সুসুম্না নাড়ীই যে জ্ঞাননাড়ী তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ যেহেতু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিতি করিতেছে অতএব জ্ঞাননাড়ীতে সেই ব্রহ্মপদা-

খের প্রতিবিম্ব থাকিতে অত্যাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যমানতা তাহাতে (সুস্থানাড়ীতে) সম্ভব হয়। ইতি তৎপর্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

নানা নাড়ী প্রগবর্গে সর্বভূতাস্তরাশ্রয়ি ।

উর্দ্ধ মূল মধ্য শাখাং বায়ুমাৰ্গেণ সর্বগম্ । ১৭ ॥

হে অর্জুন ! সর্বজীবের অন্তরাত্মার আধার যে সুস্থানাড়ী তাহা হইতে নানা নাড়ী উৎপন্ন। হইয়া শরীরের সর্বাবয়বে গমন করিতে সেই সুস্থানাড়ী উর্দ্ধ দিগে মূল ও অধোভাগে শাখাবিশিষ্ট একটি বৃক্ষের ন্যায় হইয়া আছে ; তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষ প্রাণবায়ু-দ্বারা তাহার (সুস্থানাড়ীরূপ বৃক্ষের) সর্বদেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবাত্মক পুরুষ প্রাণবায়ুর সহিত জীবনবৃক্ষের ভিন্ন শাখাতে আরোহণ করিয়া ভিন্ন প্রকারে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

দ্বিসপ্ততি সহস্রানি নাড্যঃ সূ্য বায়ুগোচরাঃ ।

কস্ম্যমাৰ্গেণ শুধিরা তিৰ্য্যক্ শুধিরাশ্চিকা । ১৮ ॥

হে অর্জুন ! এতদেহমধ্যে বায়ুদ্বারা গমনায়ুকুল ছিত্তাশ্চিকা ৭২০০০ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে, যোগিপুরুষ সরলভাবে পুনরাবৃত্তিরূপ কক্ষ-দ্বারা সেই সমস্ত নাড়ী জাত হইয়েন। অর্থাৎ যে প্রকার নিকুহণ বস্ত্র (পিচকারি) দ্বারা জলোত্তোলন ও নিক্ষেপ কালে তাহার দণ্ড সরলভাবে ছিত্ত-মধ্যে গমনাগমন করে তদ্রূপ যোগিগণ সেই সমস্ত ছিত্তযুক্তা সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে বায়ুর সহিত গতিবিধি করিয়া তৎসমূহ জাত হইয়েন ॥ ১৮ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং গতাস্তাস্ত নবদ্বারানি রোধয়ন ।

বায়ুনা সহজীবোর্দ্ধ জানী যোক্ষমবাপুয়াৎ । ১৯ ॥

হে অর্জুন ! সুস্থানাড়ী হইতে যে সকল নাড়ী উৎপন্ন। হইয়া উর্দ্ধাধো-মুখে ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বারাদি স্থানে গমন করিয়াছে জীব বায়ুর সহিত উর্দ্ধ জানী হইয়া অর্থাৎ উপরিস্থিত জানেন্দ্রিয়রূপ সেই দ্বারসমূহ জাত হইয়া যোক্ষ প্রাপ্ত হইয়েন। অর্থাৎ চক্ষুরাদি জানেন্দ্রিয়ের দর্শনাদি কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইতেছে ইহা যিনি বুঝিতে পারেন তিনি যোক্ষ প্রাপ্ত হইয়েন ॥ ১৯ ॥

ঐহিকারের আভাস ।

বেরণে ইঞ্জিয়কার্য জাত হইতে পারিলে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে  
অথবা ভগবান তাহা কহিতেছেন ।

অমরাবতীলোকেহস্মিন্নাগ্রে পূর্বতোদিশি ।

অগ্নিলোকাহ্যর্থেজৈর শঙ্কুস্তেজোবতীপুরী ॥ ২০ ॥

হে অর্জুন ! এই সুষমা নাড়ীর পূর্বদিকে নালায়ে অমরাবতী নামক  
ইন্দ্রলোক আছে এবং নয়নমধ্যে তেজোবতী নামা যে পুরী আছে তাহাকে  
অগ্নিলোক বলিয়া জানিবেন । অর্থাৎ পূর্বে এতদ্রূপ কথিত হইয়াছে যে  
সুষমা নাড়ী হইতে নয় গোছা ধমনী বা জ্ঞাননাড়ী উৎপত্তা হইয়া চক্ষুরাদি  
ইন্দ্রিয়সমূহে গমন করিয়াছে তদ্বারা জীবের দর্শনাদি জ্ঞান সম্পন্ন হয়  
তাহাই পূনর্বার বিশেষ করিয়া কহিতেছি । প্রথমতঃ এক গোছা ধমনী  
চক্ষুর নিকট গমন পূর্বক একটি মণ্ডলাকাব হওতঃ তদনন্তর দুই ভাগে বিভক্ত  
হইয়া দুইটি চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে । সেই ধমনীর মণ্ডলটিকেই  
তেজোবতী পুরী কহা যায় ; এবং যে ধমনী নাসিকায় গমনপূর্বক মণ্ডলা-  
কার হওতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উভয় নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই  
মণ্ডলটির নাম অমরাবতী বলিয়া জানিবেন । ইতি তাৎপর্যার্থ ॥ ২০ ॥

যাম্যং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

নৈশ্বাতোহ্যর্থ তংপাশ্বে নৈশ্বাতোলোক আশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥

হে অর্জুন ! দক্ষিণদিকে কর্ণগম্যে স যমনী নামী যমলোক ও তৎ-  
পাশ্বে নৈশ্বাত দেবতা সহকায় নৈশ্বাত নামক লোক আছে । অর্থাৎ গবাদি  
মনুষ্য পশুভ্যন্তস্যন্তক জীবের কর্ণমূলে এমন একটি স্থান আছে যে স্থানে  
একটি অঙ্গুলি দ্বারা প্রহার করিলেও জীব অচেতন্য হয় গুরুতর আঘাত  
করিলে যে প্রাণ বিয়োগ হয় ইহা বলা বাহুল্যমাত্র । কলতঃ সেই স্থানকেই  
সংযমনী বা যমলোক কহা যায় । এবং পূর্বোক্ত যমলোকের পাশ্বে তেই  
যে স্থানে নৈশ্বাত লোক অর্থাৎ রাক্ষস লোক আছে সেই রাক্ষস লোকের  
(ধমনীমণ্ডলের) সাহায্যেই জীব মাংসাদি কঠিন জবা চর্ষণ করিয়া ভক্ষণ  
করে ইতি । তাৎপর্যার্থ ॥ ২১ ॥

বিভাবরী প্রতিচ্যান্ত পৃষ্ঠে বারুণিকীপুরী ।

বায়োগন্ধবতী কর্ণপাশ্বে শোকঃপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২২ ॥

শক্তিমানগে পৃষ্ঠমধ্যে বিভাবরী নামী বক্ষণ সম্বন্ধীয় পুৰী এবং কণ্ঠাংশে গন্ধবতী পুরী মধ্যে বায়ুলোক প্রতিষ্ঠিত আছে । অর্থাৎ স্থান করিয়া আত্মিক করিবার সময়ে সাধারণলোকে পৃষ্ঠের যে স্থান জলসংযুক্ত অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শকরে সেই স্থানকেই বিভাবরী কথা যায় । ঐ স্থানে যে ধমনী-মণ্ডল আছে তাহাতে মনঃ সংযোগ করিবামাত্র জীব মায়ামেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হয় । এক্ষণে কণ্ঠসমীপে চন্দনাদি ধারণ করিলে যে স্থান হইতে নাসিকা মধ্যা পর্বমানব সহিত গন্ধ আগত হয় সেই স্থানকেই গন্ধবতী এবং যে স্থানের বায়ুদ্বারা নাসিকায় বন্ধ আগত হয় সেই স্থানকে বায়ুলোক বলিয়া জানিবেন । ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২২ ॥

দৌমাঃ পুষ্পবতী যৌমাঃ সোমলোকন্তু কণ্ঠতঃ

বামকর্ণেই নিভেজরা দেহমাশ্রিত্য ভিত্তিতি । ২৩ ॥

হৃদয় নাম্ভীর উত্তরদিকে কণ্ঠদেশাদি বামকর্ণ পর্যন্ত কুণ্ডের সম্বন্ধীয় পুষ্পবতী পুরীতে বামদেহ আশ্রয় করিয়া চন্দ্রলোক অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বামকণ্ঠনিবৈ দৌমায়া শিবোলোকে মনোঃশ্রমী ।

মুষ্টিং ব্রহ্মপুত্রীভেজরা ব্রহ্মাণ্ডং দেহমাশ্রিতম্ ॥ ২৪ ॥

বামনয়নে চৈশানসম্বন্ধীয় মনোঃশ্রমী নামী শিবলোক আছে এবং মস্তকে যে ব্রহ্মপুত্রী আছে তাহাকেই দেহাশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া জানিবেন । অর্থাৎ এই ব্রহ্মপুত্রীকেই অমৃতায়ুস বা মনোঃশ্রম জগৎ বলিয়া জানিবেন ॥ ২৪ ॥

পাদাদিব্য ভিত্তেঃ হনতঃ কাশ্যার্ণিঃ প্রলয়াত্মকঃ ।

অনাময় নবশ্চোদ্ধী নবা মস্তবহিঃ শিবম্ ॥ ২৫ ॥

প্রলয়কালের অগ্নিসদৃশ যে অনন্ত তিনি পদতলে অবস্থিতি করিতেছেন ; সেই নিরাময় অনন্তদেব উর্দ্ধাধো মধ্য অন্তর্বিদ্যাদি সর্বত্র যজ্ঞদায়ক হইবেন । অর্থাৎ জীব যৎকালে অমৃতঃ নাভীদ্বারা আনন্দায়ুক্ত পান করেন তৎকালে উর্দ্ধাধো মধ্যদেশাদিতে যে বাধা জন্মে পদতলস্থিত অনন্তদেবের প্রতি সমস্ত সংযোগ করিবামাত্র সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া যায় । অতএব সাধকসমূহ এই মহামঙ্গদায়ক অনন্তদেবকে কদাচ বিস্মৃত হইবেন না ॥ ২৫ ॥

অধঃ পাদেহতলঃ বিদ্যাঃ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ ।  
নিতলং পাদমন্ধিস্ত সূতলং জজ্ঞ উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

হে অর্জুন ! পদাধঃ প্রদেশকে অতল ও পাদকে বিতল ও পাদমন্ধি-  
স্থানকে অর্থাৎ গুলফের উপরিভাগের গাঁইটকে নিতল ও জজ্ঞা প্রদেশকে  
সূতল বলিয়া জানিবেন ॥ ২৬ ॥

মহাতলংহি জ্ঞানস্যাৎ উরুদেশে বসাতলম্ ।  
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং মণ্ডপাতাল সংজ্ঞয়া ॥ ২৭ ॥

এবং জ্ঞানদেশকে মহাতল উরুদেশকে বসাতল ও কটিদেশকে তলাতল  
বলিয়া জানিবেন । এই প্রকারে যে মণ্ডপাতাল জীবের দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত  
আছে তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবেন ॥ ২৭ ॥

কালাগ্নি নরকঃ ঘোরঃ মহাপাতাল সংজ্ঞয়া ।  
পাতালঃ নাভ্যাপাভাগে ভোগীন্দ্র ফণিমণ্ডলম্ ।  
বেষ্টিতঃ সর্বতোহনন্তঃ সবিন্ধ্যজীবসংজ্ঞকঃ ॥ ২৮ ॥

অপিচ নাভির অধোভাগে ভোগীন্দ্র ও সামান্য সর্পের আবাস স্থান যে  
পাতাল প্রদেশ তাহা ভয়ানক কালাগ্নিরূপ নরকসদৃশ মহাপাতাল বলিয়া  
কথিত হয় এবং সেই স্থানে জীবসংজ্ঞক যে অনন্ত তিনি কুণ্ডলাকারে বেষ্টিত  
হইয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ২৮ ॥

ভূর্লোকং নাভিদেশেতু ভুবর্লোকস্ত কুক্ষিতঃ ।  
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্ত সূর্য্যাদি গ্রহতারকম্ ॥ ২৯ ॥

নাভিদেশকে ভূর্লোক ও কুক্ষিদেশকে ভুবর্লোক এবং হৃদয়কে চন্দ্রসূর্য্যাদি  
গ্রহনক্ষত্রযুক্ত স্বর্গলোক বলিয়া জানিবেন ॥ ২৯ ॥

সূর্য্য সোম সূ নক্ষত্রং বুধ শুক্র কুজাঙ্গিরাঃ ।  
মন্দলং মণ্ডমোজেরো ধ্রুবোহনন্তঃ সর্বলোকতঃ ।  
হৃদয়ে কণ্ঠ্যৈর্যোগী তস্মিন্ সর্বসুখং লভেৎ ॥ ৩০ ॥



হে অৰ্জুন ! যোগিপুৰুষ আপন হৃদয়াকাশ-মধ্যে সূৰ্য্য লোম মঙ্গল বুধ  
বৃহস্পতি শু শনি প্রভৃতি সপ্তলোক ও ধ্রুবলোকাদি অশেষ লোক কল্পনাবারা  
পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

হৃদয়েইহা মহর্লোকং জনলোকন্তু কণ্ঠতঃ ।

তপোলোকং জীবোর্মধ্যে মুৰ্দ্ধ্ৰিসত্যং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩১ ॥

যে যোগী হৃদয়াকাশে পূৰ্ণোক্ত প্রকারে সূৰ্য্যালোকাঙ্গি কল্পনা করেন  
তাঁহার হৃদয়ে মহর্লোক ও কণ্ঠদেশে জনলোক ও জমধ্যে তপোলোক এবং  
মস্তকে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে ।

অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্ব বায়ুঃ ঐশ্যতেহনলঃ ॥ ৩২ ॥

আকাশন্ত পিবেৎ বায়ুঃ মন আকাশ মেবচ ।

বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজং পরমাত্মনি ॥ ৩৩ ॥

অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়দেকাগ্র মনসাক্রুতং ।

মৰ্ষং তন্নতি পাপপানং কল্পকোটি শতৈঃ কৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

হে অৰ্জুন ! ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী এই পৃথিবী জলমধ্যে লীন হয় এবং সেই  
জল অগ্নিতে লয়প্রাপ্ত হয় এবং সেই অগ্নি বায়ুতে লয় পায় এবং সেই বায়ু  
আকাশে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই আকাশ মনেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনঃ  
বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি অহঙ্কারে ও অহঙ্কার চিত্তমধ্যে ও চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে ( আত্মাতে )  
এবং ক্ষেত্রজ্ঞে পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইলেন । যে যোগী এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাত  
হইয়া আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ এতদ্রূপ একাগ্রচিত্ত হওত আমাকেই পর-  
মাত্মাস্বরূপ জানিয়া ধ্যান করেন তিনি শতকোটি কল্পকৃত পাপরাশি হইতে  
উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ঘটসংবৃত মাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে ।

ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি ॥ ৩৫ ॥

হে অৰ্জুন ! ঘটমধ্যস্থিত ঘটাবৃত আকাশ বেক্রপ ঘটভগ্ন হইলে মহা-  
কাশে লয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ দেহ মধ্যস্থিত অবিদ্যাবৃত জীবাত্মা বিবেকদ্বারা  
অবিদ্যানাশে পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

ঘটাকাশঃ শিবাস্থানঃ বিলয়ঃ বেত্তি তদ্বৃত্তঃ ।

স গচ্ছতি নিরালম্বঃ জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হে অর্জুন ! যিনি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ঘটাকাশের মহাকাশে লয় প্রাপ্তির  
ন্যায় জীবাত্মার পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি জ্ঞাত হয়েন তিনি যোরতর মায়াঙ্ক-  
কার হঠাতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরালম্ব জ্ঞানালোকে ( পরিপূর্ণ পরম সুখধামে )  
গমন করেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৬ ॥

তপেদ্ধর্ম্য সহস্রাণি একপাদস্থিতো নরঃ ।

একস্য ধ্যানযোগস্য কলাঃ নার্হন্তি যোড়শীং ॥

ব্রহ্মহুতা সহস্রাণি ভ্রংশত্যা শতানি চ ।

এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্নি রিবেদ্ধনম্ ॥

আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা ।

যোহহং ব্রহ্ম ন জ্ঞানতি দক্ষ্যে পাকরসং যথা ॥ ৩৭ ॥

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী

ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য ।

তথৈব শাস্ত্রাণি বহুন্যধীতা

সারং নজানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ ॥

হে অর্জুন ! আমি তোমাকে এই যে ধ্যানযোগ উপদেশ করিলাম ; যিনি  
একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্র বর্ষতপস্যা করেন তিনি তাহার ( ধ্যান-  
যোগের, যোড়শ কলার এক কলা যোগ্য ও কল প্রাপ্ত হয়েন না । কলত  
অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে অবিলম্বে দহ করে তদ্রূপ এই ধ্যানযোগ শত সহস্র  
ব্রহ্মহুতা ও শত ভ্রংশত্যা জ্বলিত পাপরাশিকে অচিরে ভস্মসাৎ করিয়া  
থাকে । এবক্ষ দক্ষ্যে ( হাত্য ) যেমন পাককার্য্য সম্পন্ন করিয়া ও বাজনের  
আশ্বাদন অসম্ভব করিতে পারে না তদ্রূপ যে মনুষ্য চারি বেদ ও মহাদি  
সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াও আমি ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত না  
হয়েন তিনি আজ্ঞানন্দ রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হয়েন না । অপিচ গর্ভজ

যেমন চন্দনকাষ্ঠের ভার সহন করিয়া শুকত্ব ব্যতিরেকে তাঁহাব সারাংশ যে সৌগন্ধ গুণ তাহা অতীব করিতে পারে না তদ্রূপ যে ব্যক্তি বহু শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ যে সাক্ষদানন্দ স্বরূপ পবনাত্মা তাঁহাকে জানিতে না পাবেন তিনি ঐ গন্ধভের ন্যায় কেবল গ্রন্থাদির ভারমাত্র বহন করেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তঃ কৰ্ম্ম শৌচঞ্চ তপো বজ্র স্তুতৈবচ ।

তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয় তাবৎ তিনি মনুপূর্বক বিধি বোধিত অনন্ত কর্ম্ম, শৌচ, তপ, বজ্র ও তীর্থ যাত্রাদি এই সকল চিত্ত শুদ্ধিজনক কার্য্য করিবেন ॥ ৩৮ ॥

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে অহং ব্রহ্মাত্র সংশয়ী ।

চতুর্বেদ ধরোবিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জুন ! দেহ স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও যিনি আমি ব্রহ্ম কি না এত-  
রূপ সংশয়ীচত হয়েন সেই বিপ্র চতুর্বেদবেত্তা হইলেও তিনি পরম সূক্ষ্ম  
ব্রহ্মপদার্থকে প্রাপ্ত হয়েন না । অর্থাৎ হস্ততলে অর্জুপূর্ণ জলপাত্র রাখিয়া  
চলনা করিলে সেই পাত্রস্থিত জল যেমন পাত্রমধ্যে টলটলায়মান হয়  
তদ্রূপ ব্রহ্মতেজোদ্বারা যখন জীবের সুষুম্না নাড়ী মেরুদেশের হিড় মধো  
উরুধোভাবে নৃত্য করিতে থাকে তদ্বারা এতৎ স্থূল দেহের সহিত লিঙ্গ-  
শরীর স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও তৎকালে যিনি আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে  
না পারেন তিনি চতুর্বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞাতা হইলেও পরমসূক্ষ্ম ( আন্দোলন  
রহিত গম্ভীর স্বভাব ) ব্রহ্ম পদার্থকে প্রাপ্ত হয়েন না । ইতি তাৎপ-  
র্য্যার্থ ॥ ৩৯ ॥

গবামনেক বর্ণানাং ক্ষীরং স্ত্রাদেক বর্ণতঃ ।

ক্ষীরবদ্ধশ্যতে জ্ঞানং দেহীনাঞ্চ গবাং যথা ॥ ৪০ ॥

হে অর্জুন ! যেমন গোসকল অনেক বর্ণবিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের  
মুগ্ধ এক বর্ণ হয়, তদ্রূপ জীবের দেহ নানা প্রকার হইলেও জ্ঞানকে অর্থাৎ  
সকল জীবের আত্মাকে একরূপ জানিয়া দর্শন করিবেক ॥ ৪০ ॥

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ

সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং ।

জ্ঞানং নরাণা মধিকং বিশেষো

জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাতর্মূত্র পুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎ পিপাসয়া ।

তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে চান্তে বা নিশি নিদ্রয়া ॥ ৪২ ॥

নাদবিন্দু সহস্রাণি জীব কোটি শতানিচ ।

সর্বঞ্চ ভস্মনিধুতং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৩ ॥

অহং ব্রহ্মেতি নিয়তো যোক্ষহেতু মহাত্মনাম ॥ ৪৪ ॥

হে অজ্ঞান! আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই সামান্য জ্ঞান চতুষ্টয় যেরূপ  
মহুয়াদিগের তরুণ পশুদিগেরও আছে তবে পশু হইতে মহুষ্যের তত্ত্বজ্ঞানই  
অধিকমাত্র; হুতরাং যে সকল মহুষ্য তত্ত্বজ্ঞানবিহীন তাহারা পশুর সদৃশ।  
এসকল মহুষ্যাগণ যেমন প্রাতঃকালে মল মূত্র ভাগপূর্বক মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসা-  
বিত হওতঃ ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মৈথুনাভিলাষ পূর্ণ করতঃ রজনী-  
যোগে নিদ্রায় অভিভূত হয়, তরুণ পশুসমূহও হইয়া থাকে। ফলতঃ যে হেতুক  
শতকোটি জীব ও সহস্র সহস্র নাদবিন্দু নিরন্তর সেই নিরঞ্জন দেবতাতে  
ভস্মসাৎ হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিয়তঃ  
এইরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাকেই মহাত্মাদিগের যোক্ষহেতু বলিয়া জানি-  
বেন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

দেপদে বন্ধ যোক্ষায় নিশ্চয়মেতি মমেতিচ ।

মমেতি বধ্যতে জন্তু নিশ্চয়মেতি বিমুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

হে অজ্ঞান! নিশ্চয় ও মম এই দুই শব্দে জীবের বন্ধ যোক্ষ নিশ্চিত হইয়া  
থাকে। মম অর্থাৎ আমি ও আমার এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের  
কারণ এবং নিশ্চয়ম অর্থাৎ আমি ও আমার এইরূপ জ্ঞানরহিত হইলেই জীব  
বন্ধ বলিয়া কাঁথ হইয়া ॥ ৪৫ ॥

নসোল্ল্যামনী ভাবৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে ।

যদা যাতুাম্মনী ভাবং তদা তং পরমং পদম্ ॥ ৪৬ ॥

যেহেতুক চিত্তের উদ্বনীভাব হইলে অর্থাৎ মহাকারাদি পরিভাষ্য হইলে জীবের দ্বৈতজ্ঞান (যট পট যটাদি সমুদায় মায়িক বস্তুর জ্ঞান) থাকে না অতএব যৎকালে চিত্তের উদ্বনীভাব হয় তৎকালে তাহার সেই অবস্থাকে পরম-পদ বলিয়া জানিবেন । অর্থাৎ যৎকালে জীবের সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত জ্ঞান না থাকে তৎকালে তাহার মনঃ পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদার্থে লীন হওত অংগৈকরস্বরূপ হয় ॥ ৪৬ ॥

ইন্যাম্মুষ্টিভিরাকাশং সুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েতু যং ॥

নাহং ব্রহ্মৈতি জানাতি তস্য মুক্তি ন বিদ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যেমন সুধার্থ ব্যক্তি আকাশে মুষ্টি প্রহার অথবা ভূষ কণন করিয়া অনর্থক ক্লেশভাগী হয় কোন ক্রমেই অন্ন প্রাপ্ত হয়েন না তদ্রূপ যিনি বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে না পারেন তিনি কেবল অধ্যয়ন জনিত অনর্থক ক্লেশভাগী হয়েন কোনক্রমেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৪৭ ॥

সুবোধাম্ববাদে এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণুপূর্ণোক্ত উত্তরগীতার দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত হইল ।



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং

স্বপ্নশচকালো বহুবশচ বিদ্যাঃ।

যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং

হংসো যথা কীরমিনাশ্চ মিশ্রম ॥ ১ ॥

হে অর্জুন ! শাস্ত্র অনন্ত, যেহেতুক অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিতে সক্ষম হয়েন নাই যদিও কোন ব্যক্তি শত সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিয়া সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন, তথাচ সেই সকল শাস্ত্রেব তাৎপর্য বোধগম্য করিতে বহুকাল গত হয় ; তাহাতে অক্টাধিক শতবর্ষজীবী মনুষ্যের যে অত্যুপ সন্ময় আছে তদ্বোধো পীড়াদি নানা প্রকার বিষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব হংস যেমন নীরমিশ্রিত কীর ছইতে নীচ পরিত্যাগ করিয়া কীর পান করে, তদ্রূপ শাস্ত্র সমূহের বাহ্য সারাংশ বুদ্ধিমান লোকের তাহাই উপাসনা করা কর্তব্য ॥ ১ ॥

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।

পুত্রদারাদি সংসারে যোগাত্ম্যাসম্য বিদ্বকুং ॥ ২ ॥

হে অর্জুন ! বেদ পুরাণ ভারতাদি শাস্ত্র সমূহ ও স্ত্রীপুত্রাদিরূপ যে সংসার ইচ্ছার সকলেই যোগাত্ম্যাসের বিদ্বকরী হয় ॥ ২ ॥

ইদং জ্ঞান মিদং জ্ঞেয়ং যৎসর্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।

অপিবর্ষ সহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি ॥ ৩ ॥

হে অর্জুন ! যদি তুমি এই বস্তু জ্ঞান ও এই বস্তু জ্ঞেয় এতদ্রূপে সমুদায় পদার্থ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কর তবে সহস্রাধিক বর্ষ জীবী হইলেও শাস্ত্র সমূহের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না ॥ ৩ ॥

বিজেয়োহকরং সম্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্ ।  
বিহায় সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাং ॥ ৪ ॥

হে অৰ্জুন ! জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়া সেই সম্মাত্র তবিনাশি  
আত্মাকে জ্ঞাত হও এবং সমুদায় শাস্ত্র পাঠ পরিত্যাগ পূৰ্বক সত্য বস্তুর  
উপাসনা কর ॥ ৪ ॥

পৃথিব্যাং যানিতৃতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তকং ।  
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনং ॥ ৫ ॥

হে অৰ্জুন ! পৃথিবীতে যে সকল রমণীয় পদার্থ আছে তাহা কেবল  
জিহ্বা ও উপস্থ এই দুই ইন্দ্রিয়ের নিমিত্তই জানিবে সুতরাং জিহ্বা ও  
উপস্থ এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলে পৃথিবীতে  
অর প্রয়োজন কি ! অর্থাৎ জীবের বৈরাগ্যোদয় হইলেই স্বভাবত ঐ দুই  
ইন্দ্রিয়ের ভোগ রহিত হয় নচেৎ জিহ্বাদি কর্তন করিলেই যে ভোগরহিত  
হইবেক এমত নহে । তিন্যানিত্য বস্তুবিবেকদ্বারা যিনি নিত্য বস্তুকে জানিতে  
পাবেন তিনি আর কি ইচ্ছা করিয়া অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হইবেন ।  
সুতরাং অনিত্য বিবেচনায় তাঁহার সম্বন্ধে ভৃত্ত্বার্থিক পদার্থময় এই বিশ্ব-  
সংসার থাকানা থাকা দুই তুল্য । ইতি তাৎপর্যার্থ ॥ ৫ ॥

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবা পামাণ যুগ্ময়ান্ ।  
যোগীনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৬ ॥

হে অৰ্জুন ! আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ নদাদিরূপ তীর্থস্থানে গমন  
করেন না এবং মৃত্তিকা পামাণাদিময় দেবতাসমূহকেও অর্চনা করেন না ।  
যেহেতুক তাঁহারদিগের দেহমধ্যেই বারাগসাদি সমুদায় তীর্থ ও জিহর  
প্রভৃতি দেবগণ বিরস্তর বিরাজিত আছেন ॥ ৬ ॥

অগ্নিদেবো দ্বিজাতীনাং মুনিনাং হৃদিদৈবতম্ ।  
প্রাতিমা স্বপ্নবুদ্ধিনাং সৰ্বত্র মনদর্শনাম্ ॥ ৭ ॥

হে অৰ্জুন ! যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড-পরায়ণ ব্রাহ্মণবৃন্দের একমাত্র অগ্নিই  
দেবতা হয়েন এবং মুনিগণের অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আত্মা

রূপী দেবতা আছেন এবং অস্পৃশ্য মূর্ত্যগণের সৃষ্টিকারী পাদপাদিময় প্রতিমাই দেবতা হইলেন আর সমদর্শি যোগীগণের সর্বত্রই অর্থাৎ প্রতিমা ও অগ্নিপ্রভৃতি সমুদায় পদার্থেতেই ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন ॥ ৭ ॥  
(আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের মতে তাব নাই ইহার। প্রতিমাদিতে ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না কেবল ছোট্টলালয়ে স্বেচ্ছাদির সহিত মদ্যমাৎসে ব্রহ্ম-দর্শন করেজ্ঞ ।)

সর্বত্রাবস্থিতং শাস্ত্রং ন প্রপণোজ্জনাদ্দিনং ।

জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বা দন্ধঃ সূর্য্য বিমোদিতং ॥ ৮ ॥

যেমন সূর্যোদয় হইলেও অন্ধব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না তজ্জণ জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্ব হেতুক অজ্ঞানাত্ম জীবমূহ সর্বত্র পরিপূর্ণ প্রশান্ত অনা-  
দ্যকো দর্শন করিতে সক্ষম হয় না ।

যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র পরং পদং ।

তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্বত্র সমবস্থিতং ॥ ৯ ॥

হে অর্জুন ! তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষ যেহ বস্তুতে মনোনিবেশ করেন সেই-  
বস্তুতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন যেহেতুক একমাত্র পরমাত্মাই  
সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন ॥ ৯ ॥

দৃশ্যন্তে দৃশিরূপানি গগণং ভাতি নির্মলং ।

অহমিত্যঙ্গরং ব্রহ্ম পরমং বিবু মন্যয়ং ॥ ১০ ॥

হে অর্জুন ! যেমন নির্মল আকাশ ও তরঙ্গিত নান্যরূপাত্মক সমুদায়  
ব্রহ্ম পদার্থপ্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইতেছে তজ্জণ যিনি আমিই সেই অবিনশ্বর  
জ্ঞের পদার্থ বলিয়া জানিতে পারেন তিনি সেই অবায় পরম বিবুকে অর্থাৎ  
পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেন । অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভাসমান হইলে  
বাহ্য পদার্থের ন্যায় যোগিপুরুষ তাঁহাকে অন্তর্কাহো স্পষ্টরূপে দর্শন  
করেন ॥ ১০ ॥

ঐশ্বক্যের আভাস ।

যে ঐশ্বক্যে সর্বব্যাপি পরমাত্মাকে অন্তর্কাহো দর্শন করিতে হয় অধুনা  
ঐশ্বক্যের আভাস। স্পষ্ট করিয়া কহিতেছেন ॥



অহমেক মিদং সৰ্ব্ব মিতি পশ্যৎ পরং সুখং ।  
 দৃশ্যতে তৎ খণ্ডাকারং খণ্ডাকারং বিচিস্তয়েৎ ॥  
 সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বারং বিনির্গতং ।  
 অপবৰ্গস্য নিকৰ্ণাণং পরমং বিমু মব্যয়ং ॥  
 সৰ্ব্বাণ্য জ্যোতি রাকারং সৰ্ব্বভূতাদিবাগিতং ।  
 সৰ্ব্বত্র পরমাত্মানং ব্রহ্মাত্মা পরমাত্মনাং ॥ ১১ ॥

হে অৰ্জুন ! যোগিপুৰুষ নয়ন যুজিত হইয়া আমিই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডময় একত্রেপে পরমসুখরূপ পরমাত্মাকে জানচক্ষুদ্বারা দর্শন করিবেক তাহাতে যৎকালে সেই যোগির আপনাকে খণ্ডাকাররূপে অর্থাৎ সমুদায় আকাশ-গতরূপে দৃষ্ট হইবেক তৎকালে তিনি সেই খণ্ডাকারকেই অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্বগত পরমাত্মার আকারকেই চিন্তা করিবেন। যে হেতুক সেই মোক্ষদ্বার বিনির্গত পরমসূক্ষ্ম অথচ পরিপূর্ণ ও নিকৰ্ণ যুক্তির স্থান যে অবার পরমবিমু তিনি আত্মরূপে জ্ঞানজ্যোতির আকার বিশিষ্ট হইয়া সর্বজীরের হৃদয়কমলে অধিবাস করিতেছেন অতএব এতদ্রূপ পরমাত্মাকেই পরমাত্মা-যোগীগণের ব্রহ্মাত্মা বলিয়া জানিবেন ॥ ১১ ॥

### ব্রহ্মকারের আভাস ।

অধুনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানির পরিশুদ্ধাচরণের কর্তব্যতা কহি-  
 তেছেন ।

অহং ব্রহ্মেতি যঃ সৰ্ব্বং বিজান্নাতি নরঃ সদা ।  
 হন্যাৎ স্বয়মিমান্ কামান্ সৰ্ব্বাণী সৰ্ব্ববিক্রেয়ী ॥ ১২ ॥

হে অৰ্জুন ! যিনি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আমিই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন তিনি যদি সকলের অন্নভোক্তা ও সমুদায় জীববিক্রেয়ী হয়েন তবে তিনি ঐ সমস্ত কদাচরণ অর্থাৎ সর্বান্নভোজন ও সর্বত্রব্য বিক্রয়ের কামনা অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী যদি নিষিকার ভোজনাদি-রূপ কদাচারে রত থাকেন তবে অশুচি ভক্ষণে কুকুরাদির সহিত তাঁহার বিশেষ কি থাকে ? অতএব কদাচারাদি পরিত্যাগ পূর্বক সর্বজন সমীপে দেবতার ন্যায় পূজ্যমান হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানির সর্বত্র কর্তব্য ॥ ১২ ॥

নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ ।  
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনং ॥  
নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা প্রাণিনোহধ্যাত্মচিন্তকাঃ ।  
ক্রতুকোটি সহস্রাণাং ধ্যানমেকো বিশিয়াতে ॥ ১৩ ॥

যেহ স্থানে নিমেষমাত্র বা নিমেষাৰ্দ্ধকালও যোগিগণ অবস্থিতি কবেন সেইহ  
স্থান কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও নৈমিষাবনা তুলা হয় যে হেতুক নিমেষ বা নিমেষ-  
বার্দ্ধকালও যে অধ্যাত্মচিন্তা তাহা সহস্র কোটি যজ্ঞকলাপেকাও বিশেষ কল-  
নীয়ক। হয় ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানান্নান্যদস্তি নির্দেহে পুণ্যপাপকৌ ।  
মিত্রামিত্রং সুখং দুঃখং মিষ্টানিষ্টং শুভাশুভং ॥  
এবং মানাপমানঞ্চ তথা নিন্দা প্রশংসসং ॥ ১৪ ॥

যে যোগী একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত এতদ্ব্যক্ৰান্তে আর কিছুমাত্র দূশা পদার্থ নাই  
এতদ্রূপ জ্ঞাত হইলে তিনি পুণ্য ও পাপ এতদ্ব্যক্ৰান্তেই ত্যজ্যসাৎ কবেন, সুতরাং  
ভাঁহাব সম্বন্ধ শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ ইষ্টানিষ্ট শুভাশুভ মানাপমান ও নিন্দা প্রশংসা  
সকল পদার্থই তুলা হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শতছিত্ত্বাশ্রিতা কন্যা শীতানিবারণং ।  
অচলা কেশবে ভক্তি বিড়ম্বিতৈঃ বিং প্রয়োজনং ॥ ১৫ ॥

শত ছিত্ত্বাশ্রিত কন্যাও যখন শীতানিবারণ কবে অর্থাৎ শীতকালে  
গাত্রাঙ্কাদক ও গ্রীষ্মকালে আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন কেশবে যাঁহার  
অচলা ভক্তি আছে তাঁহার বিত্তবাদিতে প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ জগদীশ্বর সক-  
লকেই যথোপযুক্ত অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু জ্ঞানবিহীন যত্নবাগণ  
তাঁহাতে সম্বন্ধ নাই। অতিরিক্তেব নিমিতে যে ব্যাকুল চিত্ত হয় তত্বজ্ঞানি  
পুরুষের তরুণ হওয়া উচিত নহে ॥ ১৫ ॥

ভিক্ষার্নং দেহ রক্ষার্থং বস্ত্র শীতনিবারণং ।  
অশ্রাদ্ধং হিরণ্যঞ্চ শাকং শাল্যোদনমুখা ॥  
সমানং চিন্তয়েদযোগী যদি চিন্তামপেকতে ॥ ১৬ ॥

হে অর্জুন ! যোগীপুরুষের বিবয় চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই তথাচ যদি চিন্তা অপেক্ষিত হয় তবে তিনি দেহরক্ষার্থ ভিক্ষায়ভোজন ও শীত নিবারণের নিমিত্তে বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং ছীরক হিরণ্য ও শাক শাল্য এই সমস্ত দ্রব্যকে তুল্যরূপে জানিবেন । অর্থাৎ যে হেতুক ভোজনাদি পরিত্যাগ করিলে অচিরে দেহনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে অতএব তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের দেহরক্ষার্থ ভোজনাদি করা তাদৃশ দুঃখাবহ নহে যাদৃশ ছীরক হিরণ্য ও শাক শাল্য প্রভৃতি হেয় উপাদেয় বস্তুতে অভিমান প্রকাশ করিয়া অজ্ঞলোকেরা দুঃখ দুঃখ ভাগী হয় ॥ ১৬ ॥

ভূত বস্তুনাশোচিত্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

হে অর্জুন ! ছীরক হিরণ্যাদি ভৌতিক পদার্থের লাতালাভে বাহার দুঃখ দুঃখ না থাকে তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ; অর্থাৎ তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৭ ॥

সুবোধানুবাদে এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত

উত্তরগীতার তৃতীয়াধ্যায়ে এতদ্

গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ।



## আত্ম-জ্ঞান নির্ণয়।

যাবন্ন কীর্তিতে কর্ম শুভক্লান্ত শুভ মেববা ।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষ নৃণাং কাম্পশটৈরপি ॥ ১ ॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জীবের শুভাশুভ কর্ম কম প্রাপ্ত না হয় তাবৎ শত-  
কাম্প জীবনধারণ করিলেও তাহার মুক্তি হয় না ॥ ১ ॥

যথা লৌহমঠৈঃ পাঠৈঃ পাঠৈঃ স্বর্ণমঠৈরপি ।

তাবদ্বজ্রো ভবেজ্জীবঃ কর্মভিচ্চ শুভাশুভৈঃ ॥ ২ ॥

যে প্রকার পাদদ্বয়ে লৌহশৃঙ্খল থাকুক আর স্বর্ণ শৃঙ্খলই বা থাকুক কোন-  
ক্রম বন্ধনের অন্যথা হয় না তদ্রূপ জীব যে কোন শুভাশুভ কর্ম করেন তদ্বারা  
তিনি বদ্ধ থাকেন কোন প্রকারেই মুক্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ২ ॥

কুর্বাণঃ সততং কর্ম কৃত্বা কষ্ট শতান্যপি ।

তাবন্নলভতে মোক্ষং যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ॥ ৩ ॥

যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান না হয় তাবৎ তিনি নিরন্তর বহুবিধ কর্ম্মমুষ্ঠান ও  
শত শত কষ্টভোগ করিলেও কোনক্রমে মুক্তিফল প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৩ ॥

জ্ঞাতং তত্ত্ব বিচারেণ নিক্ষামেনাপি কর্ম্মণা ।

জায়তে কীণ তমসা বিহুবাং নির্মলাত্মনাং ॥ ৪ ॥

নিষ্কাম কর্ম্মমুষ্ঠান-দ্বারা নির্মলাত্মা প্রাজলোকনিগের মানসাত্মিকার দুরীভূত  
হইলে পশ্চাৎ তত্ত্বমসাদি মহাবাক্য বিচার দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাদি ত্বণপর্য্যন্তং মানস্যা কম্পিতং জগৎ ।

সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাণি তুণপদ্যন্ত যাবতীয় পদার্থময় এই জগৎকে মায়াকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যাশব্দার্থ এবং সেই সর্বব্যাপি পরমব্রহ্মকে একমাত্র সত্যপদার্থ জানিয়াই জীব মুখী হইলেন ॥ ৫ ॥

বিহার্য নামরূপানি নিত্যো ব্রহ্মণি নিশ্চলে ।

পরিমার্জিত তত্ত্বো যঃ স মুক্তো কর্মবন্ধনাং ॥ ৬ ॥

যিনি এই মায়ায় সংসারস্থিত পদার্থসমূহের নাম রূপ পরিভাগ করিয়া সেই নিত্য নিশ্চল নিরাকার ব্রহ্মপদার্থেই তত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই শুভাশুভ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

ন মুক্তির্জপনাক্রোমা ভূপবাস শটৈরপি ।

ঐশ্বর্যবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভূতঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ জপবস্ত্র হোম ও উপবাস আদি করিলেও জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন না কিন্তু আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ এতক্রমে পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাংপরঃ ।

দেহস্থোহপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবঃ মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮ ॥

জ্যেষ্ঠ স্বপ্ন সুস্থাদি অবস্থা ত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ এবং পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য বিশিষ্ট পরাংপর সর্বব্যাপী সত্য পদার্থ অথচ এতদেহস্থিত হইয়াও দেহস্থ নহেন এতক্রমে যিনি আত্মাকে জানেন তিনিই মোক্ষভাজন হইলেন ॥ ৮ ॥

বালকীড়নবৎ সর্বং রূপনামাদি কল্পনং ।

বিহার্য ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কল্পিত এই জগজ্জাত বস্তু সমূহের নামরূপ পরিভাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেন তিনিই জীবমুক্ত হইতে সংশয় নাই। অর্থাৎ ক্রীড়াকালে বালকেরা কর্ম লইয়া কল্পনামায়া পুস্তকাদি নিখাদ পূর্বক এইটি কার্তিক হইল এইটি গণেশ হইল এই একটি মিঠাই হইল বলিয়া যে রূপ ক্রীড়া করে তদ্রূপ এই জগতের সমুদায় বস্তুর রূপ কেবল বিকারমাত্র এবং নাম কেবল বাক্যান্বিতাদি কল্পনা শব্দ, স্মরণ

তাহার সভ্যতা নাই। কিন্তু নামরূপ বিশিষ্ট এই জগৎ যে সভ্য পদার্থে  
অবস্থিত করিয়া সভ্য বস্তুর ন্যায় জামমান হইতেছে, নামরূপকে পরিভাগ  
করিলেই সেই সভ্য পদার্থকে জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ যখন জীব ব্রহ্ম  
দর্শন করেন তখন এই জগতের নাম ও রূপ উত্তর পরিভাগ হয়, অথবা নাম-  
রূপকে পরিভাগ করিলেই জীবের ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। অতএব যিনি  
এই জগজ্জাত বস্তুসমূহের কম্পিত নামরূপকে পরিভাগ করিয়া ব্রহ্মদর্শন  
করেন তিনিই মুক্ত হইবেন ইহাতে সংশয় কি আছে ? ॥ ৯ ॥

মনসা কম্পিতা মূর্তি নৃণাঞ্চৈশ্বাক্ষসাধনী ।

স্বপ্নলক্শেন রাজ্যেন রাজানো মদ্বাবাস্তথা ॥ ১০ ॥

যদি মনোদ্বারা কম্পিতা দেবাদির প্রতিমূর্তিই জীবের মোক্ষসাধিকা হয়  
বল, তবে স্বপ্নকালীন কম্পনা দ্বারা মনুষ্যাগণ যে রাজ্যপ্রাপ্ত হয় উদ্ভারা  
তাহারাও রাজ্য হউক। অর্থাৎ কম্পিত সাকার দেবদেবীর উপাসনাতে চিত্ত  
শুদ্ধ বাতীত জীবের কদাচ মুক্তি লাভ হয় না ॥ ১০ ॥

মুৎ শিলা ধাতু দার্বাদি মূর্ত্যাবিশ্বরবুদ্ধয়ঃ ।

ক্রিশ্যন্তু স্তপসাজ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তিতে ॥ ১১ ॥

যাহারা মূর্ত্তিকা পাষণ্ড ও কাষ্ঠাদি নিম্নিত দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে জগৎ-  
বোধে পূজাদি করে তাহারা এতজুপ তপস্যার দ্বারা অনর্থক ক্লেশভাগী  
হয়, যে হেতুক একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বাতীত কদাচ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারি-  
বেক না ॥ ১১ ॥

অহোরস সমাহৃষ্টা যথেক্টাহার তুণ্ডিতাঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনাশ্চেৎ নিকৃতিস্তে ব্রজন্তি কিং ॥ ১২ ॥

হায় ! সদ্যদি নানারস ভোগদ্বারা হৃষ্টচিত্ত ও যথেক্টাহার দ্বারা পরি-  
পুষ্ট কালবর হইয়াও যদি ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হইবেন তবে তাহারা কোন প্রকারে  
নিকৃতি প্রাপ্ত হইবেক না ॥ ১২ ॥

বায়ু পর্ণকণাতোর প্রাশিনো মোক্ষভাগিনঃ ।

সন্তিচেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১৩ ॥

যদ্যপি বায়ু ও গলিত পত্র ও তণ্ডুলকণা ও জল এতাবদ্বাত্র জব্যাহারি  
জপসাকারিগণ মোক্ষভাজন হয়েন তবে পশু পক্ষি জলচরাদি প্রাণিষাংই  
মুখ হইতে পারে যে হেতুক ইহারাও ঐসকল জব্যাদি আহার করিয়া জীবন  
যাত্রা নির্বাহ ক রতহে । ১৩ ॥

উত্তমো ব্রহ্ম সন্তোষো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ ।

স্তুতিজপোহধমো ভাবো বাহুপূজা ধমাদমা ॥ ১৪ ॥

জীবের ব্রহ্মরূপ যে সন্তোষ তাহাই উত্তম, ধ্যানভাবি মধ্যম, জপ ও  
স্তুতিভাব অধম এবং শোঁচাচার ও বাহ্য পূজাদিকে অধমাদম বলিয়া জানি  
বেন ॥ ১৪ ॥

যোগো জীবাত্মনো বৈক্যং পূজনং শিবকেশনৌ ।

সৰ্ব্বঃ ব্রহ্মৈতি বিহৃষো ন যোগো নচ পূজনং ॥ ১৫ ॥

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঐক্যজ্ঞান তাহাকেই যোগ বলিয়া জানি-  
বেন এবং সদাশিব ও কেশবের যে পূজা তাহাকেই পূজা বলিয়া জানিবেন ।  
কলতঃ যে জানি ব্যক্তির ব্রহ্মাদি সুধুপর্যন্ত সমুদয় পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে  
তাহার আর পূজাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে ।

কিন্তুস্য জপযজ্ঞদৌ স্তুপোভি নিয়মব্রতৈঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমজ্ঞান যাহার চিত্তে নিবস্তুর বিরাজিত আছে তাহার  
আর জপ যজ্ঞ তপ ও ব্রত নিয়মাদিতে প্রয়োজন কি ॥ ১৬ ॥

সত্যং বিজ্ঞানং মীনন্দ যেকং ব্রহ্মৈতি পশ্যতঃ ।

স্বভাবানু ক্ত ভূতস্য কিং পূজা ধ্যান ধারণা ॥ ১৭ ॥

যিনি একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে সচ্চিদানন্দরূপে দর্শন করেন স্বভাবত ব্রহ্ম  
ভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির ধ্যান ধারণা পূজাদিতে আর প্রয়োজন কি ? ॥ ১৭ ॥

ন পাপং নৈবশুক্লতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ ।

নাশি ধোয়ৌ নবা ধ্যাতা সৰ্ব্বং ব্রহ্মৈতি জ্ঞানতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিনেতন তাঁহার সম্বন্ধে আর পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক ও ধাতা ধোয়াদি কিছুই নাই। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানাদির দেহেতে অভিমান না থাকাতে শুভাশুভ কর্ম করিয়াও তিনি তাহাতে বদ্ধ হইবেন না এবং কামনারাহিত্য হেতু তাঁহার শুভাশুভ কর্মের কলরূপ স্বর্গ নরকও হইতে পারে না। অপিচ যখন তিনি ব্রহ্মহইতে অভিন্ন হইয়াছেন তখন তিনি আর কাহার ধ্যান করিবেন এবং ধ্যানই বা কে করিবেক ॥ ১৮ ॥

অন্নমাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুযু ।

কিন্তুশ্চ বন্ধনং কস্মান্মুক্তি মিচ্ছন্তি হৃদিস্তিঃ ॥ ১৯ ॥

এই আত্মা পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সকল বস্তুতেই নির্লিপ্ত, সুতরাং তাঁহার বন্ধন কি, তিনি সর্বদাই মুক্ত আছেন, হৃদুজি লোকেরাই বা কাহা হইতে তাঁহার মুক্তি ইচ্ছা করে ॥ ১৯ ॥

স্ব মায়া রচিতং বিশ্ব মনিতর্ক্যং সূরৈ রপি ।

স্বয়ং বিরাজতে তত্র পরাশ্রিত্য প্রবিষ্টবৎ ॥ ২০ ॥

পরমাশ্রয় স্বীয় শক্তি মায়াদ্বারা বিরচিত এই যে বিশ্বসংসার বাহ্য দেব-গণেরও অবিতর্কনীয় হয় সেই বিশ্বসংসারে পরমাশ্রয় প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় স্বয়ং বিরাজিত আছেন ॥ ২০ ॥

বহিরন্তর্যথা কাশং সর্কেষা মেব বস্তুতঃ ।

তথৈব ভাতি সজ্জপো হ্যাশ্রা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ২১ ॥

যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তুসমূহের বাহ্যভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদায় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে তজ্জপ স্বরূপত এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমাশ্রয় তিনি সত্ত্বরূপে ইহার অন্তর্কাহো অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইছেন ॥ ২১ ॥

ন বালাং নাপি বৃদ্ধতং নাত্মনো যৌবনং জন্মঃ ।

সদৈকরূপ শ্চিদ্রাত্নো বিকার পরিবর্জিতঃ ॥ ২২ ॥



যে হেতুক সেই সচিদানন্দস্বরূপ আত্মা বিকার রহিত হইলেন অতএব তাহার  
বালা যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ত্রিতয় নাই অর্থাৎ বালা যৌবন বার্দ্ধক্যাদি  
অবস্থা এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই হয় আত্মা নির্বিকার হইলেন ॥ ২২ ॥

জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্যং দেহৈশ্চৈব ন চাত্মনঃ ।

পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি মায়াপারত বুদ্ধয়ঃ ॥ ২৩ ॥

জন্ম বিনাশ ও বালা যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাসমূহ এই দেহেরই হয়  
আত্মার নহে। যাহারদিগের বুদ্ধি মায়াযেযদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহারা  
ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না ॥

যথা শরাবতোন্নতং রবিং পশ্যন্ত্যনেকধা ।

তথৈব মায়ায়া দেহে বহুধাত্মান মীক্ষতে ॥ ২৪ ॥

যেপ্রকার একমাত্র দিবাকর নানা শরাবস্থিত জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে  
মহুযোগ্য প্রত্যেক শরাবতে একই সূর্য্যপ্রতিবিম্বিত দেখিতে পায় তদ্রূপ এক  
মাত্র সর্বব্যাপি পরমাত্মাকে মায়াচ্ছন্ন জীব সমূহ নানা দেহস্থিত বুদ্ধিবারিতে  
প্রতিবিম্বিত দেখিয়া অনেক আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ২৪ ॥

যথা সলিল চাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্রূপে বিধৌ ॥

তথৈব বুদ্ধে চাঞ্চল্যং পশ্যত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ২৫ ॥

যে প্রকার সলিল আন্দোলিত হইলে তদ্রূপ চক্ষুপ্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য দৃষ্ট  
হয় তদ্রূপ অজ্ঞানি লোক সকল বুদ্ধিচাঞ্চল্য দর্শন করিয়া আত্মার চঞ্চলতা  
অস্বীকার করে ॥ ২৫ ॥

যটন্তু যাদৃশং ব্যোম যটে ভগ্নেহপি তাদৃশং ।

নক্টে দেহে তথৈবাশ্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ২৬ ॥

যেদ্রুপ যটমধ্যস্থিত আকাশ যটতত্ত্ব হইলে সেই আকাশই থাকে কোন  
রূপে বিকৃত হয় না তদ্রূপ দেহমধ্যস্থিত বে আত্মা দেহ নষ্ট হইলে (তত্ত্বজ্ঞান  
হারা অবস্থা বিনষ্ট হইলে) তিনি তুল্যরূপে বিরাজিত থাকেন। অর্থাৎ

ঘটাকাশ ও মহাকাশ এতদ্ব্যতীত মধ্যে ঘটরূপ একটি উপাধি থাকতে তাহারা ভিন্ন বলিয়া কথিত হয়, ঘট নষ্ট হইলে সে ভিন্নতা আর থাকে না তরুণ আত্মা মহাকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধি থাকতে ভিন্ন বলিয়া কথিত হয়, জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে ঘটতম আকাশের তুল্যরূপে অবস্থিতর ন্যায় আত্মা সনরূপে বিরাজিত থাকেন, অর্থাৎ পূর্বে যেমন ছিলেন এক্ষণেও তরুণ আছেন এবং আগামী কালেও সেইরূপ থাকিবেন । ইতি তাৎপর্যার্থ ॥ ২৬ ॥

আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং লৌকিক সাধনং ॥

জ্ঞানম্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন, যিনি ইহা জানিতে পারেন তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়েন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৭ ॥

ন কর্মণা বিমুক্তঃ স্যান্নমুক্তারাবনেন বা ।

আত্মানাত্মান মাজ্জায় মুক্তো ভবতি নানবঃ । ২৮ ॥

হে দেবি ! জপ বজ্রাদি কর্মদ্বারা অথবা মন্ত্রসাধনাদি দ্বারাও জীবের মুক্তি লাভ হয়না কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্য মুক্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

প্রিয়োহ্যাত্মব সর্কেষাৎ নাক্সানান্ত্যপরং প্রিয়ং ।

লোকেহস্মিনাত্ম সম্বন্ধান্তবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ২৯ ॥

হে মঙ্গলস্বরূপে ! এই আত্মাই জীবগণের পরম প্রিয় পদার্থ হয়েন, আত্মাভিন্ন আর কোন প্রিয়বস্তু নাই, তবে যে পুত্র মিত্র ও স্বর্ণ-রোপাদি বাহ্য পদার্থও লোকের প্রিয় ছুটয়া থাকে তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধহেতু জানিবেন । অর্থাৎ তাহা যদি আত্মসম্বন্ধ হেতু না হইত, তবে আত্ম সম্বন্ধি পুত্রমিত্রাদি ও উদাসীন ব্যক্তিতে সমান প্রীতি থাকিত । ফলতঃ পুত্রমিত্রাদির সহিত কদাচ বিচ্ছেদ হয় কিন্তু আপনার প্রতি প্রীতির বিচ্ছেদ কখনও সম্ভব হয় না, সুতরাং আত্মা পরম প্রিয়পদার্থ হয়েন ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয় ভাতি মায়য়া ॥

বিচার্য্য আত্ম ত্রিতয়ে আট্মত্বৈকোহবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

হে দেবি ! এতদ্ব্যক্টি কেবল মায়াদ্বারা জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন পদার্থে আত্মবিচার করিলে আত্মা আত্মাতেই অবশেষ হয় । অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীবৎ তত্ত্বজ্ঞান না হয় তদবধি ভাহার ছক্কু, কণাদি পঞ্চ জ্ঞানেশ্বরের সহিত মনকে জ্ঞান ও বস্তু স্পর্শরূপ রসাদি বিহয় সমূহকে জ্ঞেয়, এবং আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া বোধ থাকে, পশ্চাৎ পাত্তবিচার দ্বারা এই ত্র্যক্টিগুণিত ব্যব-  
তীয় পদার্থের নাম রূপ পরিত্যক্ত হইলে ঐ জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন পদার্থই সেই এক মাত্র পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় । ইতি তাৎপর্য্যার্থ । ৩০ ।

জ্ঞান মাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয় মাত্মৈব চিদ্রয়ঃ ।

রিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মনিৎ ॥ ৩১ ॥

হে দেবি ! যিনি চেতন স্বরূপ এই আত্মাকেই জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই আত্মনিৎ ॥ ৩১ ॥

এতত্তে কথিতঃ জ্ঞানঃ সাক্ষান্নির্কারণ কারণঃ ।

চতুর্কিধাবদুতানা মেতদেব পরং ধনং ॥ ৩২ ॥

হে দেবি ! সাক্ষাৎ নির্কারণযুক্তির কারণস্বরূপ এই যে জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম ইহাকে কুটীচক বহুদক হংস ও পরমহংস এই চারি প্রকার অবধূত-  
দিগের পরম ধন বলিয়া জানিবেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমহানির্কারণতত্ত্বোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্ম

নির্ণয়সারে জীবনিস্তারোপায়ে শ্রীমদাদ্যা

সদাশিব সম্বাদে আত্মজ্ঞাননির্ণয়ঃ ।

সমাপ্তশ্চারণং গ্রন্থঃ ।

ইতি সর্ব্বতত্ত্বোত্তমোত্তম শ্রীমহানির্কারণতত্ত্বের সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়রূপ জীবনিস্তারোপ-  
পায়ে শ্রীমদাদ্যাশক্তি সদাশিব-সংবাদে আত্মজ্ঞান নির্ণয় নামক গ্রন্থ সমাপ্ত  
কর্ত্তল ।

## আত্মবোধ ।

ভাবয় ভগবান যৎকালে এই অবনিমণ্ডলে প্রাথম্যে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন তৎকালে ভাহারদিগের মনের উপাধিস্বরূপ যে মস্তিষ্ক তাহা জন্মের ন্যায় তরল ও নিম্নল পদার্থ ছিল, একারণ তাহাতে চৈতন্য জ্যোতির প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত; বন্ধারা সকলেই আপনাকে আপনি জানিতে পারিতেন, অর্থাৎ তৎকালে সকলেরই আত্মবোধ ছিল। কালসহকারে বিবিধ পাপবশতঃ মনুষ্যের মস্তিষ্ক অতিশয় মলিন ও পূর্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন হইলে পব কৰ্ম্মে হৃদা প্রতিবিম্বের ন্যায় তাহাতে আব পূর্ণের মত স্পষ্টরূপে চৈতন্য জ্যোতি ভাসমান হইল না; সুতরাং অধিকাংশ লোক অজ্ঞানাত্মকারে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইলেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন বালককালে মনুষ্যের মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ ও কোমল থাকে বলিয়া বিনোপদেশে বালক-বালিকাগণ দুই তিন বৎসরের মধ্যেই মাতৃভাষায় যে প্রকার বুৎপত্তি লাভ করে, দশ বাবে বৎসর বয়ঃক্রম কালে মস্তিষ্কেব কিঞ্চিৎ ভায়াস্তব হইলে শিক্ষকের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পাঁচ সাত বৎসর গুরুতব পরিশ্রম করিলেও অন্য কোন ভাষায় তাহারা তজ্জপ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এতাবতঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে এক মাত্র পাপই মনুষ্য জাতির আত্মবিশুদ্ধিতির প্রধান কাবণ। ফলতঃ মনুষ্যাংগ এতজপ ভ্রবসম্ময় পতিত হইলেও তাহাদিগকে পূর্বসম্ময় সংস্থাপিত কবণজনা সংসর্গদোষ-নিবর্তক জ্ঞাতাচারাদি ষটিত বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সেই সমস্ত শাস্ত্রাদি-কথিত স্মৃতিচরণদ্বারা বাহাদিগের পাপবিনষ্ট হইয়া মন নিম্নল হইয়াছে তাহাদিগের আত্মবোধের নিমিত্তে ভগবান শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধ নামক গ্রন্থ বিচরনে আদিম লোক অবতরণ করিতেছেন।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্ত্যানাং বীতরাগীনাং ।

মুমুক্ষুণামপেক্ষাহর্যমাত্মবোধো বিধীয়তে ॥ ১ ॥

বাহারা তপস্যাচার্য্য পাপক্ষয় করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন এবং বিষয় ভোগের বাসনাও পরিত্যাগ করিয়াছেন যোক্তাভিলাষি এতজপ ব্যক্তিগণের প্রয়োজনীয় আত্মবোধ নামক এই গ্রন্থ বিহিত হইতেছে ॥ ১ ॥

বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাভ্যাসকেও যে মোক্ষসাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তাহা মোক্ষল লাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে আত্মতত্ত্ব জানই তাহার সাক্ষাৎ কারণ ইহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন ।

বোধোহন্য সাধনেভ্যো হি সাক্ষাৎমোক্ষকসাধনং ।

পাকসা বহুবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ২ ॥

কর্ম্মাভ্যাসাদি মোক্ষ সাধনের অন্যান্য যে সকল উপায় আছে তৎসমূহ অপেক্ষা একমাত্র আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষাৎ উপায় হইয়াছে । কেন না অন্নাদি পাকের প্রতি স্থানী কাষ্ঠ জলামিরূপ বহুনিধ কাবণ থাকিলেও বহু ব্যক্তিরেকে যে প্রকার কদাচ পাকসিদ্ধি হয় না সেই প্রকার মোক্ষ সিদ্ধির প্রতি পাক কার্যের স্থানী কাষ্ঠাদির ন্যায় কর্ম্মাভ্যাস প্রভৃতি অন্যান্য কারণ উক্ত থাকিলেও বহিরূপ আত্মজ্ঞান বতিরেকে কদাচ মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ২ ॥

কর্ম্মাভ্যাসদ্বারা কেন মোক্ষ লাভ হইতে পারে না অধুনা তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন ।

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ ।

বিদ্যাঃবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজন্তিমিরসংঘবৎ ॥ ৩ ॥

কর্ম্ম এবং অবিদ্যা এতদ্ব্যভয়ের পরস্পর বিরোধিতা না থাকা প্রযুক্ত কর্ম্ম কদাচ অবিদ্যাকে তিস্তি করিতে সক্ষম হয় না । কিন্তু আলোক একে অন্ধকার এতদ্ব্যভয়ের পরস্পর বিরোধিতা থাকাতে আলোক যে প্রকার অন্ধকারকে বিনষ্ট করে তদ্রূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এতদ্ব্যভয়ের বিরোধিতা থাকাপ্রযুক্ত বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় ॥ ৩ ॥

যদি কেহ বিবেচনা করেন যে অবিদ্যাকে বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি ? অতএব কহিতেছেন ।

পরিচ্ছিন্ন ইবা জ্ঞানাত্মশেষে সতি কেবলঃ ।

স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেধাপায়েহং শুভানিব ॥ ৪ ॥

যে প্রকার অৰ্ধশূন্যমণ্ডল মেঘসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে স্থানে স্থানে তাহার জ্যোতিঃ ঋণ ঋণের ন্যায় হইয়া প্রকাশিত হয় কিন্তু মেঘাবলি অপগত হইলে পুনর্বীর সেই শূন্যমণ্ডল অৰ্ধরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে তজ্জপ যদবধি জীবের অবিদ্যা । ( অজ্ঞান ) থাকে তদবধি অৰ্ধ আত্মতত্ত্ব এই অবিদ্যাহেতু ঋণ ঋণের ন্যায় প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তুমি আমি তিনি উনি ও ষোটক পক্ষী মৎস্য প্রভৃতি পৃথক পৃথক জীবাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলে উপাধিশূন্য স্বয়ং আত্মা অৰ্ধরূপে প্রকাশিত হইবে ॥ ৪ ॥

যদি বল বেদান্তমতে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ ত্রয় যাবতীয় বস্তু অবিদ্যাকল্পিত সুতরাং বিদ্যাও মায়াকার্য্য বলিয়া পরিগণিতা আছে; এতাবতঃ বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যানাশ সম্ভব হইলেও মায়াকার্য্য বিদ্যামতে কি প্রকারে জীবের মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব সেই অবিদ্যা কার্য্য বিদ্যা যে প্রকারে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে অধুনা তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন ।

অজ্ঞান কলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাচ্ছিন্নির্মূলং ।

কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতরেণুবৎ ॥ ৬ ॥

যে প্রকার নির্মূলী বীজের রেণু মলিন জলের মালিন্য সমুদায় বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ প্রাপনি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় তজ্জপ জ্ঞানাভ্যাস হেতুক অজ্ঞান কলুষরূপ জীবত্ব ভ্রান্তিকে বিনষ্ট করিয়া আত্মতত্ত্বকে বিশেষরূপে নির্মূল করতঃ জ্ঞানরূপ বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৫ ॥

যদি বল বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলে পর সেই বিদ্যা কাহার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা বোধগম্য হইতেছেন না। অতএব কহিতেছেন যে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি বস্তু প্রকার মায়াকার্য্য আছে সেই সংসাররূপ সমুদায় মায়াকার্য্যই মিথ্যা ইহা জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয় ॥

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বेषাদি সঙ্কুলঃ ।

স্বকালে সত্যবস্তু্যতি প্রবোধেহসত্যবদ্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥

যেহেতুক রাগদ্বেষাদিমুক্ত এই সংসার স্বপ্নতুল্য, অর্থাৎ স্বপ্ন যে প্রকার আত্মাধিক্যানে অন্তঃকরণের ভ্রান্তি দ্বারা বিবিধরূপে কল্পিত হয় এই সংসারও সেই প্রকার ভ্রান্ত্যধিক্যানে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অতএব আত্মিক কল্পনা ধারণ স্বপ্নকালেই সত্য ও জাগ্রৎকালে অসত্যরূপে ভাসমান হয়

সেই প্রকার এই সংসারও অজ্ঞানাবস্থায় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অসত্য রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যদবধি ভ্রমাত্মক বস্তুর অধিষ্ঠান ভক্তের জ্ঞান না জন্মে তদবধি যে ভ্রম নিবৃত্তি হইতে পারে না অথবা তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন ।

তাবৎ সত্যং জগদ্ভ্রান্তি শুক্লিকা রজতং যথা ।

যাবন্নজ্ঞাত্যেতে ব্রহ্ম সৰ্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং ॥ ৭ ॥

যে প্রকার শুক্লিতে রজত ভ্রম হইলে যে পদার্থ শুক্লিজ্ঞান না জন্মে তাবৎ তাহার শুক্লিতে রজত বলিয়া বোধ থাকে পশ্চাৎ শুক্লিজ্ঞান হইলে রজতের অসত্যতা প্রতীতি হয় সেই প্রকার যদবধি সমস্ত বিশ্বজ্ঞানের আধার স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হয় তদবধি এই সংসার সত্য-রূপেই ভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অথবা সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে যে প্রকারে এই বিশ্ব মায়া-দ্বারা কল্পিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন ।

মচ্চিদানন্দস্যাত্মে নিত্যোবিষ্ণো নিকম্পিতাঃ ।

ব্যক্তয়োবিবিধাঃ সৰ্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥

যে প্রকার সুবর্ণপিণ্ডে কটক কুণ্ডল হার কেম্বাদি অলঙ্কার সমূহ স্বর্ণ-কার দ্বারা কল্পিত হয় সেই প্রকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থে বিবিধ প্রকারে ভাসমান এই জগৎ সমুদায় মায়াদ্বারা বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

যদি বল অলঙ্কার সমূহ ভিন্ন ভিন্নরূপে দৃষ্ট হইলেও তৎসমূহকে যে প্র-কার স্বর্ণ বলিয়া বোধ হয় সংসার সমূহকে তদ্রূপ একমাত্র পদার্থ বলিয়া ঐক্যনা হয় কেন? অতএব অতএব অথবা তাহার ভিন্নভিন্নরূপে প্রতীত হইবার হেতু কহিতেছেন ॥

যথাকালো হ্রস্বীকেশো নানোপাধি গতো বিভুঃ ।

তদ্বদান্ভিন্নবস্ত্ৰাতি তন্নাশাদেকবস্তবেৎ ॥ ৯ ॥

যে প্রকার আকাশ একরূপে বস্ত্র হইলেও ষট পট ষটাদি নানা প্রকার উপাধিগত হইয়া উপাধির বিভিন্নতা হেতু ষটাকাশ পটাকাশ ও ষটাকাশ-

নির্ভিত্তিরূপে প্রতীতির বিষয় হয় এবং সেই সমস্ত উপাধির মাধ্যম হইলে পর পূর্বলিঙ্গ আকাশপদার্থ একত্বপেই থাকে ওজন সর্বোচ্চের প্রবর্তক সর্ববাপি যে পরমাণু তিনি দেহতা মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ উপাধিগত হইয়া তির্যক্ রূপে প্রতীতির বিষয় করেন এবং সেই সমস্ত উপাধির মাধ্যম হইলে পর পূর্বের মাধ্যম একত্বপেই থাকেন ৷ ১০ ৷

মানোপাধিবশাদেবং জাতিনামাশ্রয়াবয়ঃ ।

আত্মান্যারোপিতান্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদবৎ ॥ ১০ ॥

যে প্রকার বিশেষত্ব বস্তু সংযোগে জন্মেতে মধুরাদি রস ও নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ প্রভৃতি আরোপিত হয় সেই প্রকার নানা উপাধি বস্তুত আত্মাতে জাতি মাত্র ও আশ্রয় প্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অনুনা আত্মার দেহাদি উপাধি নিরূপণ করণার্থ প্রথমতঃ স্কুল দেহের বিবরণ কহিতেছেন ।

পঞ্চীকৃত মহাভূতসমুদয়ঃ কৰ্ম্মসঞ্চিতঃ ।

শরীরঃ সুখঃখানাং ভোগানতনুচ্যতে ॥ ১১ ॥

পঞ্চীকৃত অর্থাৎ একত্ব ভূত প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত অবস্থিত মহাভূত হইতে জীবের প্রাক্তন কদম্বশতঃ উপর এতৎ স্কুল দেহ সুখ দুঃখ ভোগের আশ্রয়রূপে কথিত হয় ॥ ১১ ॥

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধি দশোজ্জ্বর সমাহৃতঃ ।

অপঞ্চীকৃতভূতোখং সূক্ষ্মাকং ভোগসাধনং ॥ ১২ ॥

প্রাণ অপান বায়ু উদান সমান এই পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এবং জ্ঞেয় ভূত চক্ষুঃ শ্রীতি প্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানোজ্জ্বর ও বস্তু পদ আসা ও বস্তু লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্মোজ্জ্বর সাকল্যে এই সমুদয় অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মাকং ভূতনির্মিত সূক্ষ্ম শরীর জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন ॥ ১২ ॥



সম্প্রতি কারণশরীর নির্দেশ। পূর্বক আত্মতত্ত্বকে উক্ত, উপাধিহরের  
বিশদ্রীত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন ।

অনাব্যবস্থানিকাকাচা কারণোপাধি রূচ্যতে ।

উপাধিত্রিতরাদন্যমাত্মানববধারয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনাদি অথচ নির্বচন করণাশকা। যে অবিদ্যা তাহাই কারণদেহ বলিয়া  
কথিত হয় তৎকাল আত্মতত্ত্বকে উক্ত উপাধিহর হইতে আর্থাৎ স্কুল স্বক্য ও  
কারণ এই তিন দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ১৩ ॥

উপাধিহর হইতে অস্তাব বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া সম্প্রতি তাহার  
পঞ্চকোষ-বিলকণতা কহিতেছেন ।

পঞ্চকোষাদিবোগেন ওত্তমর ইব স্থিতঃ ।

শুদ্ধাত্মানীলঃ প্রদিসে গেন স্ফটিকো যথা ॥ ১৪ ॥

যে প্রকার শুদ্ধস্বভাব স্ফটিক নীল পীত লোহিতাদি বস্তুরযোগেহু সেই  
বস্তুর নীলতাদি বর্ণধারণ করে তদ্রূপ অন্নময় প্রকৃত পঞ্চকোষাদির যোগ  
হেতু আত্মা তত্ত্বময় হুলা হইয়া থাকেন । পঞ্চকোষের নাম যথ-অন্নময়-প্রাণ  
ময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় কোষ । তদ্ব্যতীত পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নবিকার  
হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারা পরিচালিত হয় যে স্কুলদেহ তাহাকেই অন্নময়  
কোষ বলা যায় । যেন না কোষ যে প্রকার খড়্গাদিকে আচ্ছাদন করে  
অজানবস্তুর এতৎ স্কুল দেহও সেই প্রকার আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া  
থাকে এতদ্রূপিত তাহা কোষ বলিয়া কথিত হয় । এই অন্নময় কোষধর্মের  
অধ্যাসে আমি স্কুল আমি হুল আমি দীর্ঘ ইত্যাদি দেহধর্ম আত্মাতে  
আবোধিত হইয়া থাকে । দেহেজিয়ারদির চেষ্টাসাধন প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বস্তু  
পদাদি পঞ্চ কর্মজিয়ারের সহিত প্রাণময়কোষ বলিয়া কথিত হয় । এই প্রাণ-  
ময়কোষধর্মের অধ্যাসে আমি কার্য করিতেছি আমি স্তুতিত আমি পিপা-  
সিত এতদ্রূপ প্রাণময় আত্মাতে আবোধিত হইয়া থাকে । শ্রোত্রাদি পঞ্চ  
জ্ঞানেজিয়ারের সহিত মনকে মনোময় কোষ বলা যায়, এই মনোময় কোষ  
দ্বারা অসংলগ্ন আত্মার সংশ্লষবশিষ্টতা অধ্যাস হয় । এক্ষণে পঞ্চ জ্ঞানে-  
জিয়ারের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞান-ময় কোষ বলিয়া অভিহিত হয়, একদ্বারা আমি  
কর্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি রূপ বুদ্ধিধর্ম আত্মাতে আবোধিত হইয়া  
থাকে । আনন্দময় কোষ কারণশরীর (অবিজ্ঞা) এতদ্বারা সাধন্য প্রি-  
যোধ-রহিত আত্মাতে প্রিয়বোধ বিশিষ্টতা আবোধিত হয় ॥ ১৪ ॥

অনুনা প্রাপ্তক পঞ্চ কোষ হইতে আত্মাকে পৃথকরূপে বিবেচনা করিবার উপায় করিতেছেন ।

বপুস্ত্ববাদিভিঃ কোষৈযুক্তঃ যুক্ত্যবধাততঃ ।

আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাদ্ভুলং যথা ॥ ১৫ ॥

যে প্রকার অবধাত দ্বারা ধান্য প্রভৃতির ভূমিদি ভাগ করিয়া শুদ্ধ ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ করা যায়, সেই প্রকার যুক্তিরূপ অবধাত দ্বারা আত্মার দেহাদি কোষরূপ ভূমিাদিকে পরিভাগ করিয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে বিবেচনা করিবেন । সে যুক্তি এইরূপ, এতদেহ আত্মা নহে যেহেতু ইহা জড় স্তব্ধাৎ অনিত্যাদিগত, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও মরণের পরে তাহার অস্তিত্ব হয় । এবং এতৎ প্রাণ সমূহও আত্মা নহে যেহেতু বায়ু স্তব্ধাৎ জড়াদিগত । অপর এতৎ মনও আত্মা নহে যেহেতু কামক্রোধাদি বৃত্তি দ্বারা তাহার বিকার জন্মে । এবং বুদ্ধিও আত্মা নহে যেহেতু তাহা অযুক্তিকালে অসীম কারণীভূত অবধাতে লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং প্রাণের উৎপত্ত্যাদি অবস্থা দৃশ্যিষ্ট প্রযুক্ত বুদ্ধিকে কোনরূপে আত্মা বলা হইতে পারে না । এবং আনন্দময় কোষরূপ কারণশবীরও আত্মা নহে যেহেতু তাহা সমাধিতে নীল হয় স্তব্ধাৎ কণবিশ্বংশী । অতএব এতৎ পঞ্চকোষ হইতে তির্য ও তদ্বিশ্রীত লক্ষণাক্রান্ত অথও চিদানন্দ আত্মশব্দের বাচ্য হয়েন ॥ ১৫ ॥

আত্মার পঞ্চকোষ-বিলক্ষণতা উক্ত করিয়া অনুনা তাহার সর্বগতত্ব বিষয়ক আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন ।

সদা সর্বগতোপায়াত্মা ন সর্বত্রাবভাগতে ।

বুদ্ধাবেবাবভাগেত স্বেচ্ছেনু প্রতিবিষয়ৎ ॥ ১৬ ॥

যে প্রকার স্বরূপাদি প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্তুতে প্রকাশিত না হইয়া জলাদি স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রকাশিত হয় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সর্বগত হইলেও সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েন না, কারণ বুদ্ধি বাতীত অনিদ্ভাক্ষিত অন্যান্য সর্বপদ র্থই মলিন অতএব তাহা কেবল বুদ্ধিতেই প্রতিভাসমান হয় ॥ ১৬ ॥

অনুনা আত্মার প্রভুত্ব ও সর্বসাক্ষিত্ব নিরূপণ করিতেছেন ।

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভোগ্যবিলক্ষণং ।

ভক্ত্যতি সাক্ষিনং বিদ্যানাত্মানং রাজবৎ যজ্ঞা ॥ ১৭ ॥ ৮.

যে প্রকার রাজার কন্যাদার কন্যাপার রাজপুত্রবোরা যে সকল কর্তৃ  
করে তাহাতে একমাত্র রাজারই প্রভুত্ব থাকে, সেই প্রকার দেহেন্দ্রিয়গণ  
যে সমুদায় বাণীর সম্পন্ন করে তাহাতে কেবল আত্মারই একমাত্র প্রভুত্ব  
আছে, আত্মা না থাকিলে তাহার কেহই স্বয়ং বাণীরে কন্যাপার হইতে  
পারে না । অতএব আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় মন এতৎ বুদ্ধি ও ক্রিয়াক্রান্ত এতৎ  
সদন্ত হইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ও ঐ সমস্ত বিষয়ের সাক্ষিকরূপে জান  
করিবে ॥ ১৭ ॥

অনুমা আত্মার কর্তৃত্বশূন্যতা বর্ণনা করিতেছেন ।

ব্যাপৃতেষ্মিহিহ্মিয়ম্মাত্মা ব্যাপারীবা বিবেকিনাং ।  
দৃশ্যতেহজ্ঞেযু ধাবৎশু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮ ॥

যে প্রকার যে সমূহ ধাবমান হইলে অজ্ঞানলোকের চক্ষুকে ধাবমানরূপে  
বিবেচনা করে ওজপ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ স্বয়ং বিষয়ে ব্যাপৃত হইলে অবি-  
বেকিগণ আত্মতত্ত্বকেই ব্যাপারশালীরূপে বিবেচনা করে ॥ ১৮ ॥

যদি বল ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং বিষয়ে ব্যাপৃত হইলে আত্মার প্রভুত্ব কি  
প্রকারে থাকে অতএব কহিতেছেন ।

আত্মচৈতন্যমাত্মিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোদিভঃ ।  
স্বকীর্ত্ত্যর্থেনু বর্ত্তন্তে সুর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৯ ॥

যে প্রকার লোকসমূহ সূর্য্যের আলোককে আশ্রয় করিয়া স্থায়ী কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হয় সেই প্রকার আত্মচৈতন্যকে আশ্রয়পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি  
ইহারা স্বয়ং বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যদি বল দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মা না হইলে আমি স্থূল আদিক্রূপ আমি করি  
একপূর্ত্তান কেন হয় । অতএব বরিতেছেন ।

দেহেন্দ্রিয়গুণানু কৰ্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি ।  
অব্যস্যাতেহবিবেকেন গগণে নীলতাদিবৎ ॥ ২০ ॥

যে প্রকার প্রকৃত তত্ত্বের অজ্ঞান বলতঃ যেখানু নির্মল আকাশে  
নীলতাবির আরোপ হয় ওজপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেও অবিবেকতার  
দেহেন্দ্রিয়াদির ওণ ও কর্তৃ সকল আরোপিত হইয়া থাকে । ২০ ॥

অজ্ঞানান্ধানিলোপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চাশ্রয়িণি ।

কম্পাতে হৃদগতে চক্রে চলনাদিবধাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

যে প্রকার জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত চক্রে বওলে জলের চলনাদি কল্পিত হয় অর্থাৎ যে প্রকার জল আন্দোলিত হইলে তদ্বদ্ব্যবস্থা চক্রে প্রতিবিম্ব সচকল দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু অস্তরঙ্গলোপাধির কর্তৃত্বাদি আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

অনুনা অস্তরঙ্গলগ্নরাগেহাদির অনাস্তবধ্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন ।

রাগেচ্ছা সুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ গত্যাঃ প্রবর্ততে ।

সুসুপ্তৌ নাস্তি তন্মাত্রে তস্মাদ্বুদ্ধেস্ত নাস্তনঃ ॥ ২২ ॥

যেহেতু বস্তুদির জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদ্ব্যবস্থা অবস্থাতে বুদ্ধির বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অহরাগ ইচ্ছা ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকলই থাকে কিন্তু সুসুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধিহীন কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে প্রস্তাবিত সুখ দুঃখাদি কিছুই থাকে না, অতএব তৎসমুদকে বুদ্ধির গুণ বলিয়া জানিবেন ; আত্মার গুণ নহে ॥ ২২ ॥

অনুনা আত্মার অরূপ বর্ণনায় পূর্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ় করিতেছেন ।

প্রকাশোহর্কস্ত তোরস্ত শৈত্যনাগ্নৈর্ষথোক্ষতা ।

স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্মলতাজ্ঞনঃ ॥ ২৩ ॥

যেপ্রকার স্বর্ষের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শীতলতা ও অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা সেই প্রকার, আত্মার স্বভাব সত্য জ্ঞান আনন্দ ও নিত্য নির্মলতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৩ ॥

যদি বল আত্মার সত্য জ্ঞান আনন্দাদি ভিন্ন অন্য কোন স্বভাব নাই থাকিলে “ আমি জানি, এই বাক্যে জ্ঞানের ” আদি, এইরূপ অভিসারাবগাহিত কি হেতু প্রতীতি হইয়া থাকে । অতএব কহিতেছেন ।

আত্মনঃ সচ্চিদংশচ বুদ্ধে হৃদিত্তিরিত্তিহ্মনঃ ।

গংযোজ্য চাবিবেকেন জ্ঞানাতীতি প্রবর্ততে ॥ ২৪ ॥

জীব, জন্মের সচিদ্রূপ অর্থাৎ সত্যরূপ জ্ঞানাত্মক এবং বুদ্ধির স্বভাবরূপ অতীত এই দুই পদার্থকে অব্যবহৃত সৎযোগ কতক "আমি জানি" এই বাক্য কহিতে প্রযুক্ত হয় ॥ ২৪ ॥

আত্মনোবিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধ্যবোধোদজাঙ্কিতি ।

জীবঃ সর্বমলং জাত্ব জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহুতি ॥ ২৫ ॥

অপিচ আত্মার বিক্রিয়া নাই ও বুদ্ধির জ্ঞান নাই কিন্তু জীব ঐ উভয়কে মিলিত জানিয়া আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভাবিয়া মুগ্ধ হয় ॥ ২৫ ॥

যদি বল জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় অবিদ্যা-কল্পিত হইলে সংসারানির ভয় কি, অতএব কহিছেন ।

রজ্জুসর্ববদাস্ত্রানং জীবোজ্ঞাতা ভয়ং বহেৎ ।

নাহং জীবঃ পরাশ্রয়তি জ্ঞানক্ষেপ্তিভয়োভবেৎ ॥ ২৬ ॥

যে প্রকার অবিবিড় অন্ধকারস্থিত রজ্জুখণ্ডে পুরুষবিশেষের দৃষ্টাৎ সর্প বলিয়া বোধ হইলে বিবেচনাদ্বারা যাঁহ তাহার স্বার্থ তত্ত্ব অববোধ না হয় তাবৎ দ্বন্দ্বমূলিক ভয়ের নিবৃত্তি হয় না, সেই প্রকার অতরস্বরূপ আত্মাতে জীবন্ত আরোপিত হইলে সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয় পশ্চাৎ ভদ্ভমস্যাণি মহাবাক্য দ্বারা সে যখন জানিতে পারে যে আমি জীব নহি কিন্তু পরমাত্মা তখন সেই পরমাত্মতত্ত্ব জানিবেহু তাহার কল্পিত জীবত্বের বিনাশ হইলে ভূতরাং আর ভয় থাকে না ॥ ২৬ ॥

যদি বল সচিদ্রূপস্বরূপ আত্মা যদি দেহবোধে আছেন তবে কি বিমিশ্রে ভাৱকে জানিতে পারে যায় না, অতএব কহিতেছেন ।

আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধাদীনৌজ্জিরাণি হি ।

দীপোপটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥ ২৭ ॥

যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপ ঘটাদি সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে কিন্তু ঘটাদি বস্তুসমূহ প্রদীপকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই প্রকার আত্মা জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমুদায়কে প্রকাশ করেন কিন্তু জড়স্বভাব উক্ত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি তাহা ত্তি প্রকাশিত করেন না ॥ ২৭ ॥

অবোধে নানবোধেচ্ছা বোধরূপভঙ্গ্যস্বয়ং ।

নদীপন্যান্যদীপেচ্ছা তথা স্বাক্ষপ্রকাশনে ॥ ২৮ ॥

অপিচ যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপের অবয়ব প্রকাশের নিমিত্তে অন্য দীপের অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার স্বাক্ষার স্বরূপ জানিবার নিমিত্তে জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন নাই যে হেতু স্বাক্ষা স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

অনুনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভের উপায় করিতেছেন ।

নিবিন্দ্য লিখিলোপাধিন্নেতি নেতীতি বাক্যভঃ ।

বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্য জ্যোতিঃশরমায়নঃ ॥ ২৯ ॥

ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে, এতদ্রূপ অস্বাভাবিক পূর্বোক্ত দেহ-  
প্রিয়াদি সমস্ত উপাধিকে নিবেদন করিয়া তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই পরমাত্মা তুমি  
এই মহাবাক্যদ্বারা সমস্ত নিবেদন অবধাভূত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার  
একাকৈ জ্ঞাত হইবেন ॥ ২৯ ॥

আত্মাদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্ধিদবৎ স্বয়ং ।

এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ভ্রমো ত নিশ্চলঃ ॥ ৩০ ॥

অবিভ্রানিষ্মিত শরীরাদিদৃশ্য অর্থাৎ ভেদ পার্থক্য সকল জলবুদ্ধির তুল্য  
নহয় কিন্তু ইহা হইতে বিকল্প লক্ষণাক্রান্ত নির্মল ব্রহ্মপদার্থস্বরূপ “আত্মা,”  
এইরূপ জ্ঞান করিবে ॥ ৩০ ॥

দেহান্যদ্বায়মে জন্মজরামৃত্যুদায়কঃ ।

শব্দাদিবিবর্তনৈঃ সঙ্কোচনিরীকৃত্যতত্ত্বা ন চ ॥ ৩১ ॥

যে হেতু আমি দেহ হইতে ভিন্ন অতএব আমার জন্ম, জরা, ক্লেশাদি বা  
লয় প্রভৃতি নাই এবং ইন্দ্রিয় শূন্য হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ইত্যাদি সকল  
বিবর্তনের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই ॥ ৩১ ॥

অমনজ্ঞস্ব মে হঃস্বরূপদেবভয়াদয়ঃ ।

অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি প্রতিপাদনং ॥ ৩২ ॥

এক অঙ্গার ঘনঃ শূন্যতা প্রযুক্ত রাগ ঘেব ও তর প্রকৃতির সন্তান নাই  
বে হেতু অবিভে আত্মা অপ্রাণ অমনা ও অহং এই প্রকার শাসন মুক্ত  
হয় ১৩২ ।

নিগুণৈকিষ্কিয়োনিত্য নিরীকণ্য নিরঞ্জনঃ ।

নিরীকারো নিরাকারো নিত্য মুক্তোহস্মি নির্যা লঃ ॥ ৩৩ ॥

কলতঃ আমি যে পাছার্থ তাহা নিগুণ ও নিক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্প  
রহিত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যা মালিন্যবর্জিত ও বিকার বিহীন ও আকার  
শূন্য এবং নিত্যমুক্ত ও নির্মলস্বরূপ । ৩৩ ।

অহমাকাশবৎ সূর্যবহিরন্তর্গতোহুচ্যুতঃ ।

সদা সর্বসমঃ শুদ্ধোনিঃসঙ্কো নির্যাসোহচলঃ ॥ ৩৪ ॥

আমি আকাশের ন্যায় সকল বস্তুর বাহ ও অন্তর্গত এবং হৃদিরহিত ও  
সর্বকালে সকল বস্তুতে সমভাবে স্থিত অথচ শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ এবং মালিন্য-  
রহিত ও অচল অর্থাৎ অরূপ বা স্বভাব হইতে চলিত নাই । ৩৪ ।

নিত্যশুদ্ধ বিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দময়ত্বং ।

সত্যং জ্ঞানমন্তত্বং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥ ৩৫ ॥

অপিচ যেহে এক নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ও দ্বিতীয় অখণ্ডানন্দস্বরূপ অথচ  
সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন তাহাও আমি । ৩৫ ।

অন্য পুৰ্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান প্রকারকে উপসংহরণ করিতেছেন ।

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ত্রৈলোক্যস্মীতি বাসনা ॥

হরত্যবিদ্যাবিক্বেপান্ রোগানি ব রসারণং ॥ ৩৬ ॥

প্রাণক প্রকারে নিরন্তর চিন্তা করিতে আ ম ব্রহ্ম এই প্রকার সংস্কার  
জাত হইয়া অবিদ্যাবিক্বেপস্বরূপ সংসারকাৰ্য্য সমূহকে হরণ করে যে প্রকার  
রসারণ নাবক ঐষ রোগনিচরকে হরণ করিয়া থাকে । ৩৬ ।

বিবিক্রুদে শ আশীনো বিরাগো বিজিতৈস্তরঃ ।

ভাবৈরেদেকযাজ্ঞানং তমন্তমনাক্ষয়ীঃ ॥ ৩৭ ॥

নির্জ্ঞান স্থানে উপদেশন পূর্বক বিষয়ভোগাদিতে অমরাগশূন্য ও ভিত্তি-  
স্ত্রিয় হইয়া অন্য বুদ্ধি পরিভাগ পুরঃসর সেই অন্তর্বাহিত এক আত্মাকে  
ভাবনা করিবে ॥ ৩৭ ॥

আত্মান্যোবাখিলং দৃশ্যং প্রবিল্যপ্য ধিয়া স্মৃধীঃ ।

ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্মলাকাশবৎ সদা ॥ ৩৮ ॥

স্মৃধী ব্যক্তি বুজিবারা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে আত্মাতে লয় করিয়া নির্মল  
আকাশের ন্যায় একমাত্র আত্মাকে সর্বদা ভাবনা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

অধুনা নির্বিকল্প সমাধি কথিতহেতেন ।

রূপবর্ণাদিকং সর্বং বিহার পরমার্থবিশং ।

পরিপূর্ণচিদানন্দ স্বরূপেনাবতিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥

পরমার্থজ ব্যক্ত সমুদায় নস্তব রূপ বর্ণাদি পরিভাগ করিয়া পরিপূর্ণ  
জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করিবেন ॥ ৩৯ ॥

জাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাঅনি ন বিদ্যতে ।

চিদানন্দ স্বরূপত্বাদীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০ ॥

পরমাত্মাতে জাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতরূপ প্রভেদ না থাকিতে যনোদ্বারা  
কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হইবেন না কিন্তু তিনি জ্ঞান, নন্দস্বরূপত্ব হেতু  
স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইবেন ॥ ৪০ ॥

এবমাআরনৌ ধ্যানমথনে সততং ক্রতে ।

উণিবগতিজ্জু তদালং সর্বজ্ঞানেন্দ্রনং দহেৎ ॥ ৪১ ॥

এবপ্রকার আত্মরূপ অগ্নিজনক কার্কে সর্বদা ধ্যানরূপ মধনক্রিয়া  
করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদ্ভিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ  
করে ॥ ৪১ ॥

আরুণেনৈব বোধেন পূর্বস্বতং তিমিরে হতে ।

তত আণির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাশুমানিন ॥ ৪২ ॥



স্বর্ঘ্য যে প্রকার উদয়ের পূর্বে স্বকীয় কিরণের অকণ্ঠ্যদ্বারা তমোনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় করেন সেই প্রকার জ্ঞানচ্ছটা দ্বারা অজ্ঞান-ভিম্বির বিনাশ করিয়া তদনন্তর স্বয়ং অজ্ঞা আবির্ভূত করেন ॥ ৪২ ॥

যদি বল প্রাপ্ত আত্মার পুনঃ প্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয় অতএব কহিতেছেন।

আত্মাতু নততং প্রাপ্তোহপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যায়া।

উন্নাশে প্রাপ্তবদ্ব্যতি স্বকণ্ঠ্যভরণং যথা ॥ ৪৩ ॥

যে প্রকার কোন ব্যক্তির স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ কোন কারণে বশতঃ বিস্মৃতি হইলে তৎকালে তৎসংস্কৃত্তে তাহা তপ্রাপ্তবৎ বোধ হয় পশ্চাৎ উন্নাশে স্মরণ করিলে প্রাপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি বিবেচনা করে তদ্রূপ আত্ম-ভব সর্গদা প্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যা-হেতু অপ্রাপ্তের ন্যায় করেন কিন্তু সেই অবিদ্যার নাশ হইলে তিনি পুনঃ প্রাপ্তবৎ ভাসমান হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

যদি বল আত্ম-ভব সর্গদা প্রাপ্ত হইয়াও অপ্রাপ্তের ন্যায় কেন করেন অতএব কহিতেছেন।

স্থাগৌ পুরুষবদ্ব্যন্ত্য কৃত্য ত্রন্ধণি জীবতা।

জীবন্ত্য তাত্ত্বিকৈ রূপে তস্মিন্দৃষ্টে নিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

যে প্রকার অন্ধকারচ্ছন্ন রজনীতে কোন মনুষ্য ভ্রান্তি দ্বারা স্থাগুতে (মুড়াগাছে) পুরুষ বুদ্ধি বরে পশ্চাৎ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে পুরুষ জ্ঞান রহিত হইয়া স্থাগু বলিয়া তাহার বোধ জন্মে, সেই প্রকার অবিদ্যা দ্বারা ত্রন্ধণে জীবত্বকৃত হয়, কিন্তু জীবের যথার্থিক স্বরূপ সেই ত্রন্ধণতত্ত্ব সাক্ষাৎ কৃত হইলেই স্থাগুতে পুরুষ-ভ্রান্তির নিবৃত্তির ন্যায় ত্রন্ধণে জীবত্ব ভ্রান্তি নিবৃত্তা হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

তত্ত্বস্বরূপানুভবানুপন্নং জ্ঞাননঞ্জমা।

অহং যমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্ভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫ ॥

যে প্রকার দিক্ভ্রাদি জ্ঞান হইয়া থাকে দিগ্ভ্রমাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে সেই প্রকার তত্ত্বস্বরূপ অনুভবজনা যে জ্ঞান জন্মে তাহা অচিরে “আমি ও আমার,” এতদ্রূপ অজ্ঞানকে বিনাশ করে ॥ ৪৫ ॥

অধুনা সবিকল্প সমাধিঃ কঃ ভেদেহেন ।

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাভ্যন্যোবাবিলং জগৎ ।

একঞ্চ সৰ্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুৰ্বা ॥ ৪৬ ॥

সম্যক্ অমৃতববিলিষ্ট যে যোগী তিনি স্বকীয় আত্মাতে এই অখিল সংসারকে এবং সমস্ত সংসারে এক আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করেন ॥ ৪৬ ॥

আত্মবেদং জগৎ সৰ্ব্বং আত্মনোহন্যত্র কিঞ্চন ।

মৃদোষদ্বং ঘটাदीनि স্বাত্মনাং সৰ্ব্বমীক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

যে প্রকার বৃত্তিকানির্মিত ঘটাদিরাবাদি বস্তুতে একমাত্র বৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই তদ্রূপ আত্মাই এই সমস্ত জগৎ, আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই এতজ্ঞপে তত্ত্বজ ব্যক্তি সৰ্ব্বদে পরিপূর্ণ একমাত্র আত্মাকে দর্শন করেন ॥ ৪৭ ॥

অধুনা জীবমুক্ত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন ।

জীবমুক্তস্ত তদ্বিহীন পূৰ্ণোপাধিগুণঃ সত্যজ্ঞঃ ।

সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজ্যে ভ্রমরকীটবৎ ॥ ৪৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানি জীবমুক্ত পুরুষ দেহেজিয়াদি উপাদির পূৰ্ণ গুণসমূহ পরি-  
ভোগ করেন এবং তৈলপায়ী (অশুনা) যে প্রকার প্রাগাঢ় চিন্তা দ্বারা  
ভ্রমর কীট তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার তিনি সৰ্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা সচ্চিদানন্দ-  
রূপতা প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৮ ॥

তীত্বা মোহানবং হরা রাগদ্বৈষাদি রাক্ষসান্ ।

যোগী সৰ্ব্বসমায়ুক্ত আত্মারামোবিরাজতে ॥ ৪৯ ॥

ভগবান শ্রীশ্রী যে প্রকার সমুদ্র উল্লঙ্ঘ্যপূৰ্ণক রাক্ষসসমূহকে বিনাশ  
করত জ্বলদ অমাত্য সমায়ুক্ত হইয়া বিরাজমান ছিলেন সেই প্রকার যোগি  
ব্যক্তি মোহসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বৈষাদি রাক্ষসসমূহকে বিনাশ করত  
জ্ঞান বৈরাগ্যাগাদি জ্বলদ অমাত্য সমায়ুক্ত আত্মারাম হইয়া বিরাজিত  
হইবেন ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যানিত্য সুখাসক্তিঃ হিত্বাত্মস্থখনিরূতঃ ।

যটনদাপবৎ শব্দদৃশ্যের প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥

যোগী ব্যক্তি বাহ্য আনন্দ সুখবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগে করিয়া আত্মস্থখে নিবৃত্ত হইত যটনদাপবৎ দীপপ্রভাব ন্যায় অন্তরেই প্রকাশ-  
মান থাকেন ॥ ৫০ ॥

উপাধিস্থোপি তদ্ব্যবস্থানির্লিপ্তোব্যোমবান্মুনিঃ ।

সর্ববিষমুচ্যতে তদৈক্যেনৈকো বায়ুবৃচ্চরেৎ ॥ ৫১ ॥

মননশীল ব্যক্তি উপাধিস্থিত হইয়াও উপাধি ধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয়েন না  
এবং সর্বজ্ঞ হইয়াও মুচবৎ থাকেন এবং সর্ববিষয়ে আসক্তিহীন হইয়াও  
বায়ুবৎ অসঙ্গরূপে বিচরণ করেন ॥ ৫১ ॥

উপাধিবিলয়াদ্বিকৌ নির্বিশেষঃ বিশেষ্মুনিঃ ।

জলে জলং বিস্রজ্যোন্নি তেজস্তেজসি বা যথা ॥ ৫২ ॥

পাত্রাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে যে প্রকার জলে জল আকাশে আকাশ  
ও তেজে তেজঃ প্রবিষ্ট হয় সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তির উপাধি পরমে-  
ষ্মরে বিনীন হইলে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মাদিার্থে প্রবেশ করেন ॥ ৫২ ॥

যদি বল ব্রহ্মতে তাদৃশ লয় হইতে লোকের প্ররতি হইবে কেন, কারণ  
যাহাতে কোন প্রকার লাভ বা সুখ থাকে তাহাতেই লোক সকল প্ররৃত্ত হয়  
অতএব কহিতেছেন ।

যজ্ঞানান্নাপরোলাভো বৎসুখখান্নাপন্নং সুখং ।

যজ্ঞানান্নাপন্নং জ্ঞানং তদ্ব্যবস্থাবধারণশেৎ ॥ ৫৩ ॥

যে লাভ হইতে অপর কোন লাভ নাই ও যে সুখ হইতে অপর কোন  
সুখ নাই এবং যে জ্ঞান হইতে অপর কোন জ্ঞান নাই তাহাকেই ব্রহ্ম  
বলিয়া অবধারণ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ হইতে অপর কোন লাভাদি  
গরিষ্ঠ নহে এতাবত তাহাতে অবশ্যই লোকের প্ররতি হইবে ॥ ৫৩ ॥

যদুচ্চৈ নাপরং দৃশ্যং যদুচ্চৈ ন পুনর্ভবঃ ।

যজ্জ্ঞাত্ব নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মৈত্যবধারণে ॥ ৫৪ ॥

অগিচ যাহাকে দর্শন করিলে অপর কিছু উচ্চৈষা থাকে না ও যাহা হইলে পুনর্ভাব আর কিছু হইতে হয় না এবং যাহাকে জানিলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যক নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৪ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধনঞ্চ পূর্ণং মচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ॥

অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মৈত্যবধারণে ॥ ৫৫ ॥

এক যিনি তির্য্যক ও উর্দ্ধাধঃ সর্বত্র সত্তা জ্ঞান ও আনন্দদ্বারা পরিপূর্ণ অথচ অদ্বিতীয় অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নাই এবং যিনি অনন্ত ও নিত্য ও এক অর্থাৎ যিনি স্বজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু বর্জিত তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৫ ॥

অতদ্ব্যাপ্তিরূপেণ বেদাত্মৈলক্ষতেহদ্বয়ং ।

অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মৈত্যবধারণে ॥ ৫৬ ॥

কলত যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাপ্তি অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এতদ্রূপে সমস্ত প্রপঞ্চ পদার্থ নিষেধ করিয়া স্বয়ং যাহা বিধিক্রম হয় তদ্রূপে লক্ষিত হয়েন এবং যাহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় নাই ও যিনি নির-  
বাক্ত্র আনন্দস্বরূপ এবং এক অর্থাৎ যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলব্ধিশ্রিতাঃ ।

ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনোভবাঃ ॥ ৫৭ ॥

সেই অখণ্ডানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দলেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি  
দেহিগণ স্ব স্ব উপাধির ভারতয়া দেহ হ্রস্বাধিকরূপে আনন্দিত হয়েন ॥ ৫৭ ॥

তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদর্থিভঃ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম কীরে সর্পির্নিবোধিলে ॥ ৫৮ ॥

ଯେହେତୁ ସେହି ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଆହେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉନ୍ନତରାହି ଅବିତ ହୁଏତେ ସେହି ହେତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଂଶେ ହୁଏତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାକେ ସେହି ପ୍ରକାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଂଶ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଗତ ହୁଏତେ ॥ ୫୮ ॥

ଅନନ୍ତଶୂନ୍ୟମହାଶୂନ୍ୟମଦୀର୍ଘଜୟବ୍ୟାସଃ ।

ଅରୂପଶୂନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ୟତଦ୍ବ୍ରହ୍ମେତ୍ୟବଧାରୟେ ॥ ୫୯ ॥

ସେ ବସ୍ତୁ ନୂଆ ଓ ଖୁଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ମଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଜନା ଓ ବିନାଶଶୀଳ ନହେ ଏବଂ ରୂପ ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଦିଧାନବିଶିଷ୍ଟ ଓ ନହେ ତାହାକେହି ବ୍ରହ୍ମ ବଳିଆ ଅବଧାରଣ କରିବେନ ॥ ୫୯ ॥

ସନ୍ତାପା ଭାସ୍ତ୍ରତେହକାଦିର୍ଭାସ୍ତ୍ରସଦ୍ଭୁବ ଭାସ୍ତ୍ରତେ ।

ସେନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମିଦଂ ଭାତି ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମେତ୍ୟବଧାରୟେ ॥ ୬୦ ॥

ସାହାର ପ୍ରଭାବହେତୁ ହୃଦ୍ୟାଦି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଧିନି ଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶା ହୃଦ୍ୟାଦିହାରୀ ପ୍ରକାଶିତ ନହେନ ଓ ସାହାର ପ୍ରକାଶ ହେତୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକେହି ବ୍ରହ୍ମ ବଳିଆ ଅବଧାରଣ କରିବେନ ॥ ୬୦ ॥

ଅସ୍ତ୍ରମସ୍ତୁର୍ବିବ୍ୟାପ୍ୟା ଭାଗରନ୍ଧିଧିଲଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବେ ।

ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶତେ ବହି ପ୍ରତକାୟମପିଠବେ ॥ ୬୧ ॥

ସେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ରତପ୍ତ ମୌର୍ଦ୍ଧାପିଠେର ଅନ୍ତର୍ବାହେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାକିଯା ତାହାକେ ପ୍ରକାଶ କରତ ଆପନିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଂଶେର ଅନ୍ତର୍ବାହେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଯା ଅଧିକ ସଂସାରକେ ପ୍ରକାଶନପୂର୍ବକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ରହିଯାହେନ ॥ ୬୧ ॥

ଜଗଦ୍ବିଳକ୍ଷଣଃ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣୋତ୍ତମଃ କ୍ଷିପ୍ତଃ ।

ବ୍ରହ୍ମାନ୍ୟସ୍ତାସତେ ମିଥ୍ୟା ସଧରା ଧର୍ମଦ୍ରବୀଢ଼କା ॥ ୬୨ ॥

ଜଗତ୍ ହୁଏତେ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷକ୍ରାନ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମମର୍ତ୍ତ୍ୟାଂଶ, ଭିନ୍ନ ଅପର କିଛିନାହିଁ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ; ତବେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହୁଏତେ ଭିନ୍ନ ସେ କିଛି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ଜଳ-ହୁଳାହାଲେ ଧରୀଚକାର ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ॥ ୬୨ ॥

দশতে প্রসূতে যতদ্ ব্রহ্মণোহন্য বিদ্যতে ।

তত্ত্বজ্ঞানার্হ তত্ত্ব জ্ঞা সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ॥ ৬৩ ॥

যে কোন বিষয় দর্শন বা ভবন করিতেছি তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, কেননা তত্ত্বজ্ঞানহেতু সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অদ্বয়রূপে প্রকাশিত হয়েন ॥ ৬৩ ॥

সর্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুঃ নির্বীকতে ।

জ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ ॥ ৬৪ ॥

জ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি নহা ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে সর্বগভরূপে দর্শন করেন অজ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিতে পারে না ; যে প্রকার অন্ধব্যক্তি স্বর্ষ্য-কিরণকে দেখিতে পায় না সেইরূপ ॥ ৬৪ ॥

প্রবণাদিভিরুদীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ ।

জীবঃ সর্বমলান্মুক্তঃ সর্বদং দীপ্যতে স্বয়ং ॥ ৬৫ ॥

যে প্রকার বহ্নিতপ্ত স্ববর্ণ, সমুদায় মালিন্য হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জল কান্তি ধারণ কবে সেই প্রকার প্রবণাদি দ্বারা উদীপ্ত জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্তৃক পরিতাপিত হওত জীব পদার্থ সমুদয় বল হইতে মুক্ত হইয়া দ্যোতমান হয় ॥ ৬৫ ॥

হৃদাকাশোদিতোহাত্মবোধতানুস্তমোহিপহং ।

সর্বব্যাপী সর্বধারী ভাতি সর্ব প্রকাশতে ॥ ৬৬ ॥

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-বিনাশকারি আত্মবোধরূপ স্বর্ক হৃদয়কাশে উদ্ভিত হইয়া সর্বব্যাপী ও সর্বধারিরূপে প্রকাশিত হয়েন ও সর্ববস্তুরূপে প্রকাশ করেন ॥ ৬৬ ॥

দিগেদশকালাদানপক্ষ সর্বগং শীতাদিহ্রস্বিত্য

সুখং নিরঞ্জনং ।

যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিকুরঃ সসর্ববিৎ

সর্বগতোহয়তো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

যে ব্যক্তি দিক্ দেশ কালাদি অপেক্ষাকৃত ও সর্বগত এবং শীতাদি  
দুঃখাপহারক অথচ নিজা সুখরূপ মনোযৌত স্বকীয় আত্মরূপ তীর্থেতে  
বিশেষরূপে নিষ্ক্রিয় হইয়া তজ্জন করেন সেই ব্যক্তি সর্বজ ও সর্বগত  
হইয়া অমৃত হন ৫৬১ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস পরিতোজকাচাৰ্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য

বিরোচিতমাত্মবোধ প্রকরণঃ

সম্পূর্ণঃ ।

পরমহংস ও পরিতোজক সাতুল আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বর্জক  
বিরচিত এতদন্ত আত্মবোধ প্রকরণ সম্পূর্ণ হইল ।

নাহং দেহো নেদ্রিয়ান্যং তরঙ্গং,  
নাহকারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ ।  
দারাপত্য ক্ষেত্র বিত্যাদি দূরে,  
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যাগত্মা শিরোহং ॥ ১ ॥

আমি দেহ নহি এবং ইন্দ্রিয় বা দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-কার্যও নহি এবং  
অহকার ও প্রাণ অপান বায়ন উদমান সমান এই পঞ্চ প্রাণ কিছা বুদ্ধিও  
নহি ; দারা পুত্র ক্ষেত্র বিত্যাদি বাহ্য পদার্থ যূহ দূরে থাকুক সকলের  
সাক্ষিস্বরূপ যে নিত্য প্রত্যাগত্মা অর্থাৎ জীবাশ্মার সহিত মিলিত পরমাত্মা  
সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মাই আমি হই ॥ ১ ॥

রজ্জুজ্ঞানস্থ্যতি রজ্জু যথাহি,  
গাত্ম জ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ ।  
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জুঃ,  
জীবনাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোহং ॥ ২ ॥

যে প্রকার আত্মজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় তাদৃশ সর্বব্যাপি পরমা-  
ত্মাতে মনুষ্যের জীবভ্রান্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু কোন অভ্রান্ত লোকের বাক্য-  
দ্বারা সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যে প্রকার সেই রজ্জুকে যথার্থ রজ্জু বলিয়া  
বোধ হয় তদ্রূপ গুরুবাক্যদ্বারা আত্মজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমি জীব নহি কিন্তু  
সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের রোধ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মজোনান্যং কিঞ্চিদন্তীহ বিশ্বং,  
সত্যং বাহ্যং বস্ত্ত মায়ো শক্লিগুং ।  
আদর্শানুভূতমমানস্য তুল্যং,  
ময্যৈষেতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোহং ॥ ৩ ॥



এই শাস্ত্রশাস্ত্রান বিংশসংসারে একমাত্র আশাভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই তবে যে মায়িক বাহ্য বস্তুসমূহ সত্যপদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে তাহা কেবল দর্পণভাগত প্রতিবিম্বের ন্যায় মায়াকল্পিত বলিয়া জানিবেন। ফলতঃ যেহেতুক একমাত্র অবৈতন্যরূপ আশাতেই সেই সমস্ত বৈতন্য প্রকাশিত হইতেছে অতএব আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৩ ॥

আভাভীদং বিশ্বমাত্মন্য সত্যং,

সত্যজ্ঞানানন্দ রূপে বিমোহাৎ ।

নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবস্তুর মতঃ,

শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোহং ॥ ৪ ॥

যে প্রকার নিদ্রামোহদ্বারা স্বপ্নেতে নানা প্রকার অসত্য পদার্থও সত্যের ন্যায় ভাসমান হয় তদ্রূপ মায়ামোহদ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাতে এই মায়িক বিশ্বসংসার সত্য বস্তুর ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ যেহেতুক মোহাদিশূন্য সর্বব্যাপি একমাত্র পরমাত্মাই সত্য পদার্থ হইলে অতএব আমিহইতে অভিন্ন প্রযুক্ত আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

নাহং জাতো ন প্রসূক্তো ন নষ্টো,

দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্বধর্ম্মাঃ ।

কর্তৃত্বাদি চিন্ময়ম্যাস্তি নাহং

কারণ্যব হ্যাঅনো মে শিবোহং ॥ ৫ ॥

আমি কখন জাত বুদ্ধ অথবা মৃতও হই নাই কেননা জন্ম জরা মৃত্যু এই তিন অবস্থা এই পার্শ্বভৌতিক দেহেরই হয় তাহাকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। বিশেষতঃ সমুদায় কর্তৃত্বাদি শক্তি যেহেতুক সেই চেতনময় আত্মাই আছে জীবত্বরূপ অহঙ্কারের নাই অতএব জীবত্ব ভ্রান্তি বিনষ্ট হওয়াতে আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

নাহং দো জন্ম মৃত্যুঃ কুতোমে,

নাহং প্রাণঃ সূক্ষ্মপিপাসে কুতোমে ।

নাহং চিত্তং শোকমোহে কুতোমে,

নাহং কৰ্ত্তা বন্ধমোকৌ কুতোমে ॥ ৬ ॥

আমি দেহ নহি অতরাং আমার জন্ম মৃত্যু কিরূপে থাকিবেক? আমি  
প্রাণ নহি অতএব আমার ক্ষুৎপিপাসা কিরূপে হইবে? আমি চিত্ত নহি  
অতরাং আমার শোক মোহ থাকিকার বিষয় কি? আমি কর্তা নহি অতএব  
আমার বন্ধ মোক্ষ কিরূপে সম্ভব হইবে? ১৬ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছ্রীচরণ্য বিরচিত  
আত্মবটক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

—|\*o\*o\*|—

## অর্থকী বৈদ্যাস্তর্গত নিরালম্বোপনিষদ্ ।

ভরদ্বাজ উবাচ । ভরদ্বাজ মুনি কহিয়াছিলেন ।

১ প্রশ্ন । কিং ব্রহ্মেতি । ব্রহ্ম কি ?

ব্রহ্মোবাচ । ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন ।

উত্তর । অচিন্ত্যোপাধি বিনিমুক্ত মনাদাস্তং শুদ্ধং শাস্তং নিগুণং নির-  
বয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম ।

অসার্বাঃ । অচিন্ত্যোপাধি বিনিমুক্ত ( দৈশ্বরীয় মায়ারূত নহেন ) আদ্যাস্ত  
রহিত, শুদ্ধ ( কর্তৃত্বাদি অহঙ্কারশূন্য ) শাস্ত ( রাগদ্বेषাদি রহিত ) নিগুণ  
( সত্ত্ব রজঃ তমো ঐগাতীত ) নিরবয়ব ( শরীররহিত ) নিত্যানন্দ ( হ্রাস-  
স্তম্ভ শূন্যস্বরূপ ) অখণ্ডৈকরস ( নিত্যস্বাদ নিত্য জ্ঞানাদির কখনই খণ্ডন নাই )  
অদ্বিতীয় ( দ্বিতীয়রহিত ) এই সকল বাক্যের দ্বারা যে চৈতন্য অন্বেষিত  
হুয়েন তিনিই ব্রহ্ম ।

২ প্রশ্ন । কিং সর্বলং ব্রহ্ম । সর্বল ব্রহ্ম কি ?

উত্তর । অব্যাক্তাস্তহ, দহঙ্কার পৃথিব্যাপ্ত তেজো বায়্বাকাশাত্মক তেন  
ব্রহ্মরূপেণাণ্ডকোষণে কণ্ঠ জ্ঞানার্থ রূপতয়া ভাসমানং সকল শক্তি পূর্ণ-  
হিতং সর্বলং ব্রহ্ম ।

অসার্বাঃ । প্রকৃতি জীবাত্মা মহত্ত্ব অহঙ্কারাদি পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু  
আকাশ এবং নানা কণ্ঠ ও নানা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত সর্বশক্তিবিশিষ্ট যে  
তত্ত্বব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড তাহাই সর্বল ব্রহ্ম ।

৩ প্রশ্ন । ক দৈশ্বর্যঃ । দৈশ্বর্য কে ।

উত্তর । ব্রহ্মদেহে প্রকৃতি শক্ত্যভিলেপমাত্রিভা লোকানু দূর্ভাব্যাবি-  
ভেদ প্রবিশ্য ব্রহ্মাদোনাং বুদ্ধাদীজিয় নিমন্তুদাদীশ্বর্যঃ ।

অন্ত্যর্থঃ । ব্রহ্মই স্বয়ং নিজ প্রকৃতি শক্তির লেশকে আশ্রয় পূর্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামী (অন্তরে গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তানন্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক ব্রহ্মাদি জগৎস্থ বাবৎ ব্যক্তির দৃষ্টি প্রকৃতি ইচ্ছিয়গণের নিয়ন্তা যিনি তিনিই দৈবত্ব ।

৪ প্রশ্ন । কো জীবঃ । জীব কে ?

উত্তর । ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম । বিষ্ণু বিশেষেশ্বাদি নামরূপ দ্বারা হৃদিতাধ্যাসবশাৎ স্থূল জীবাঃ সোমমেকোপি দেহাহং ভেদবশাদংশা বহবো জীবাঃ ।

অন্ত্যর্থঃ । ব্রহ্মই স্বয়ং ব্রহ্ম । বিষ্ণু শিব ইত্যাদি নামরূপ দ্বারা অহং (চতুর্মুখ রক্তাঙ্গ ব্রহ্মা আমি, চতুর্ভুজ শ্যামাঙ্গ বিষ্ণু আমি, পঞ্চমুখ শ্বেতাঙ্গ শিব আমি ও সহস্রচক্ষু গৌরাজ ইন্দ্র আমি) এইরূপ অধ্যাসবশতঃ অর্থাৎ এতদ্রূপ চিন্তাযুক্ত হইলেই স্থূল জীব হয়েন । জগতের নামাদেহে নানা অঙ্কার বশে নানা জীব সেই একমাত্র স্থূল জীবেরই অংশরূপে প্রকাশ পাইতেছে ।

৫ প্রশ্ন । কা প্রকৃতিঃ । প্রকৃতি কে ?

উত্তর । ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্মাণসমর্থ্য বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ ।

অন্ত্যর্থঃ । ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ যে বিচিত্র নির্মাণসমর্থ্য বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি তিনিই প্রকৃতি ।

৬ প্রশ্ন । কঃ পরমাত্মাঃ । পরমাত্মা কে ?

উত্তর । দেহাদেঃ পরম্যাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা ।

অন্ত্যর্থঃ । দেহাদি বাবত্তীর্ণ মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই পরমাত্মা ।

৭ প্রশ্ন । কে ব্রহ্মাদিভ্যঃ । ব্রহ্মাদি ইহঁরা কে ?

উত্তর । স ব্রহ্মা স শিবঃ সোম্কারঃ স ইন্দ্রঃ স বিষ্ণু স কজঃ তৎ মনঃ স সূর্য্যঃ স চন্দ্রমঃ তে ছরঃ তে পিশাচাঃ তে জীবাঃ তাঃ প্রিমাঃ তে পঞ্চাননঃ তদিতর সর্বমিদং ব্রহ্মণো নাস্তি কিঞ্চন ।

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই স্বরূপ প্রকাশমান ব্রহ্মা এবং তিনিই শিব, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই মনঃ, তিনিই বৃষা, তিনিই চন্দ্র, তিনিই সকল দেবতা; তিনিই সকল পিশাচগণ, তিনিই সকল জীব, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই পশ্বাদিসমূহ, তিনিই সকল বস্তু। এই জগতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই।

৮ প্রশ্ন। কা জাতিঃ। অর্থাৎ জাতি কি?

উত্তর। চর্য্যরক্তবসামাংস মজ্জান্নি খাতুনীতাকানি জাতিরাত্মনো ব্যবহারোপকল্পিতা।

অর্থাৎ চর্য্য রক্ত বসা মাংস মজ্জা অস্থি শুক্র এই সপ্ত খাতু নির্মিত দেহে লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত জীবাত্মার জাতি কল্পনা যাত্র।

৯ প্রশ্ন। কিমকর্য্য। অর্থাৎ অকর্য্য কি?

উত্তর। ইন্দ্রিয় ত্রিযমাণং নাহকারাকার ইত্যাত্মনিষ্ঠতয়া তত্ত্বং কর্য্য অকর্য্য।

অর্থাৎ সমুদায় কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ করিয়া থাকে আমি কিছুই করি না এতদ্রূপ পরমাত্মনিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তির কৃত যে কর্য্য তাহাই অকর্য্য।

১০ প্রশ্ন। কিং কর্য্য। অর্থাৎ কর্য্য কি?

উত্তর। বর্জ্জত্ব ভোক্তৃত্বাহকার স্বরূপ বন্ধনং জন্মাদি কর্য্য নিত্য নৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত তপোদানেষু কলামুসন্ধানে বৎ তৎ কর্য্য।

অর্থাৎ আমি কর্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহকারস্বকণ যে বন্ধন, তাহার কারণ এবং জন্ম মৃত্যুর কারণ নিত্য নৈমিত্তিক যাগব্রত তপস্যা দান ইত্যাদি কর্ম্মেতে যে কলের অমুসন্ধান তাহার নামই কর্য্য।

১১ প্রশ্ন। কিং তপঃ। অর্থাৎ তপ কি?

উত্তর। ব্রহ্ম সত্যং জগদ্বিশ্বোতি অপরোক্ষ জ্ঞানং অখিল ব্রহ্মদৈব্য-স্বর্ঘ্য শান্তি সৰূপবীজ সন্ন্যাসগুণঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ বিশ্বা এতদ্রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাদি বিখিল ঐশ্বর্ঘ্য নিরুতিরূপ মানসপূর্জক যে সন্ন্যাস তাহাই তপ।

১২ প্রশ্ন । কিমাত্মরমিতি । আত্মরিক তপ কি ?

উত্তর । অত্যাশ্রয় রাগদেবাহকাপেতং হিংসা দম্বযুক্ত তপ আত্মরং ।

অর্থাৎ অধিক রাগ দেব অহংকার ও হিংসা দম্বযুক্ত যে তপস্তা তাহাই আত্মরিক তপ ।

১৩ প্রশ্ন । কিং জ্ঞানমিতি । জ্ঞান কি ?

উত্তর একাদশোক্তায় নিগ্রহেণ সদগুরুপাসনয়া শ্রবণ মনননিদিধ্যাসন দিকৃদৃশ্য প্রকারং সর্বং নিরস্ত্য সর্বাস্তরস্বং ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারমুত্তমো জ্ঞানঃ ।

অর্থাৎ শ্রোত্র ভৃকৃচ্ছুঃ জিহ্বা শ্রবণ ও বক্তৃপানি পাদ পায় উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ পূর্বক সদগুরুর উপাসনা দ্বারা শ্রবণমনন নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট পট মঠাদি বাবভৌয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া ততৎ বস্তুর বাস্তবাস্তরস্বত্ব এক মাত্র সর্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্যপদার্থ নাই এতরূপ অমুত্তমাত্মক যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার তাহার নাম জ্ঞান ।

১৪ প্রশ্ন । কিমজ্ঞানং । অজ্ঞান কি ?

উত্তর । রজ্জু সর্প জ্ঞানবিবাদিতীয়ে সর্পাকৃষ্টাতে সর্বময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তিষ্ঠাণ্বানর স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধমোক্ষাদি নানা কল্পনায় জ্ঞানমজ্ঞানঃ ।

অর্থাৎ যে প্রকার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তদ্রূপ সর্বব্যাপী একমাত্র সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থে পশু পক্ষী স্ত্রীমরবাদি এবং স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম ও বন্ধ মোক্ষাদি সমুদয় বিষয় সন্নিপাত আছে অতএব দেব মনুষ্যাদি কল্পিত বস্তুকে সত্য পদার্থ বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহারই নাম অজ্ঞান ।

১৫ প্রশ্ন । কঃ সংসারঃ । সংসার কি ।

উত্তর । অনাদ্যবিদ্যা বাসনা জাতোহং মৃতোহহমিত্যাदि যড়্ভাব বিকারঃ সংসারঃ ।

অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যা বাসনাদ্বারা ( অইৎবুদ্ধিতে ) আমি জাত হইলাম আমি মৃত হইলাম ইত্যাদি যড়্ভাববিকারের নাম সংসার ।

১৬ প্রশ্ন। কো বন্ধঃ। অর্থাৎ বন্ধনকি।

উত্তর। পিতৃ মাতৃ সহোদরপিতৃ গৃহারামাদি কৈত্রাদি সংসাররূপ সংকল্পোবন্ধঃ কামাদি সংকল্পে কর্তৃত্বাদাহকার শক্ত। লজ্জা ভয় ঞ্জ সংশ-  
য়াদি সংকল্পো দেব মনুষ্যাদিরূপ নানা যজ্ঞ ব্রত দান নানা কর্ম সংকল্পো  
অদার্কীভা যোগাভাস সংকল্প, সংকল্পমাত্রং বন্ধঃ।

অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ সম্বন্ধ ও গৃহ উপবন কৈত্র বিভাদিরূপ যে সংসা-  
রবরণের সংকল্প তাহাই বন্ধন এবং কর্তৃত্বাদি অহকার শক্তি লজ্জা ভয় ঞ্জ  
সংশয় প্রভৃতিকে কামাদি সংকল্প কহা যায় এবং দেবতা মনুষ্যাদিরূপ নানা  
যজ্ঞ ও ব্রত দানাদি কর্মসংকল্প বলিয়া কথিত হয় এবং আসন নিয়ম যম  
প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি এই অর্কাঙ্ক যোগ সাধনের নাম  
যোগাভাস সংকল্প, এতদ্রূপ সমস্ত সংকল্পকেই বন্ধন বলিয়া জানিবেন।

১৭ প্রশ্ন। কো মোক্ষ ইতি। অর্থাৎ মোক্ষ কি।

উত্তর। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদি নিত্য সংসার সমস্ত সংকল্পকরো  
মোক্ষ।

অর্থৎ। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারদ্বারা নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য  
সংসারের সমুদায় সংকল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহাই মোক্ষ।

১৮ প্রশ্ন। কি মুখং। মুখ কি।

উত্তর। সচ্চিদানন্দরূপতয়া জ্ঞাননন্দাবস্থা মুখং মুখং।

অর্থাৎ। সচ্চিদানন্দের স্বরূপ জানিয়া আনন্দ বস্তুর থাকায় যে মুখ হয়  
তাহাই মুখ।

১৯ প্রশ্ন। কিং হুঃখং। হুঃখ কি।

উত্তর। অনাত্ম বস্তু সংকল্প এবং হুঃখং।

অর্থাৎ পরকীয় বস্তুর প্রতি যে মানস করণ তাহাই হুঃখ।

২০ প্রশ্ন। কঃ স্বর্গ। স্বর্গ কি।

উত্তর। সংসার স্বর্গঃ।

অর্থাৎ সংসারের নাম স্বর্গ।

২১ প্রশ্ন । কো নরকঃ । নরক কি ?

উত্তর । অসৎ সংসার বিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ ।

অর্থাৎ অত্যন্ত সংসারায়ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরকঃ ।

২২ প্রশ্ন । কিং পরমপদং । পরমপদ কি ?

উত্তর । প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদেঃ পরতরং সচ্চিদানন্দমবিতীয়ং সর্বগাণাং  
কিনং সর্বগতং নিত্যানুক্ত ব্রহ্মরূপং পরমং পদং ।

অর্থাৎ প্রাণ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদির অতীত যে সচ্চিদানন্দ অবিদীয় সর্ব  
সাক্ষী সর্ব সম ও নিত্যানুক্ত ব্রহ্মারূপ পদ তাহাই পরমপদ ।

২৩ প্রশ্ন । ক উপাস্তঃ । উপাস্ত কে ?

উত্তর । সর্বশরীরস্থ চৈতন্য প্রাপকো ঐককপাস্যঃ ।

অর্থাৎ যে ঐকশরীরস্থ চৈতন্য প্রাপ্ত করান তিনিই উপাস্ত ।

২৪ প্রশ্ন । কো বিদ্বান্ । বিদ্বান্ কে ?

উত্তর । সর্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্ ।

অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণস্থ নিত্যজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে বিলক্ষণ  
রূপে জানেন তিনিই বিদ্বান্ ।

২৫ প্রশ্ন । কো মূঢ়ঃ । মূঢ় কে ?

উত্তর । কহীত্ব ভোক্তৃ ভ্রাতৃহস্তার তরণারঢ়ঃ মূঢ়ঃ ।

অর্থাৎ যিনি আমিই কর্তা আমিই ভোক্তা ইত্যাদিরূপ মহা অহঙ্কার  
পদ বিশিষ্ট হয়েন তিনিই মূঢ় ।

২৬ প্রশ্ন । কঃ সন্ন্যাসী । সন্ন্যাসী কে

উত্তর । অস্বরূপাবস্থায়াং সর্বকর্ম কলত্যাগী সন্ন্যাসীতি ।



অর্থাৎ যিনি সর্ববস্তায় সর্বকর্মের ফলভাগী করেন তিনিই সন্ন্যাসী ।

২৭ প্রশ্ন । কিং প্রোহং । প্রোহ কি ?

উত্তর । দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদরহিতং চিহ্নাত বস্তু প্রোহং ।

অর্থাৎ দেশকালাদি বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদবাহিত যে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বস্তু তাহাই প্রোহ ।

২৮ প্রশ্ন । কিমপ্রোহং । অপ্রোহ কি ?

উত্তর । দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদরহিতং স্বরূপং বাতিরিক্ত মায়াময়ং মনোবুদ্ধীক্ষিপ্তগোচরং জগৎ সত্যং ইত্যর্থ চিন্তনং অপ্রোহং ।

অর্থাৎ দেশকালাদি বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিত যে আপন স্বরূপঃ তদ্ব্যতিরিক্ত মায়াময় মন ও বুদ্ধীক্ষিপ্ত গোচর এই জগৎ সত্য পদার্থ এতজপ যে চিন্তা করা তাহাই অপ্রোহ ।

২৯ প্রশ্ন । কঃ সমাধি সমাধি কে ?

উত্তর । সর্বসমনাৎ পরিত্যজ্য নিরুপো নিরুক্তকারো ভূত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠ শরণ-  
মধিগম্য তত্ত্বমজ্ঞাদি মহাবাক্যার্থে নিশ্চিন্তা নিরীকল্প সমাধিনা স্বতন্ত্র  
সময়চরিত স মুক্তঃ স পূজ্যঃ স পরমহংসঃ সোদধৃতঃ স ব্রাহ্মণঃ স সত্য  
সান্নি স সর্ববিৎ ।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্বক সমতা ও অহংকাররহিত হইয়া  
ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শরণাগত করেন এবং তত্ত্বমজ্ঞাদি মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয়  
করিয়া নিরীকল্প সমাধির অনুধোনে নিয়ত একাকী অবস্থান করেন তিনিই  
মুক্ত তিনিই পূজ্য তিনিই পরমহংস তিনিই অবধূত তিনিই ব্রাহ্মণ তিনিই  
সত্যস্বরূপ এবং তিনিই সর্বজ্ঞ ।

৩০ প্রশ্ন । কো ব্রাহ্মণঃ । ব্রাহ্মণ কে ?

উত্তর । ব্রহ্মবিৎ স এষ ব্রাহ্মণঃ ।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ ।

ইতি উপনিষদ্ সমাপ্তঃ ।

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকদ্বারা ভগবান জীকৃষ্ণ অর্জুনকে এতদ্রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে “হে অর্জুন! দেহযজ্ঞে আরও এই জীব সকলকে মায়াজ্ঞান দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া দেহের তাহারদিগের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন।” যথা—দেহরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু জীভিঃ । ভ্রামন্ত সর্বভূতানি যজ্ঞারূঢ়ানি মায়য়া । ভগবদ্গীতঃ । যদিও ঈশাকার বহাশ্রয়েরা ভগবদ্ভক্ত মায়াজ্ঞান ভ্রমণের স্পষ্টার্থ প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়া স্বরূপার্থ গোপন করিয়াছেন তথাচ এখানে সেই মায়াজ্ঞান ধ্যানের স্বরূপ ব্রহ্মসত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া না লিখিলে ষট্‌চক্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহই তাহার কল ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন না।

যে প্রকার পাঁচনরী সাতনরী বা বত্রিশনরী হারের প্রত্যেক নরের পুরোভাগে একই ধ্যানি ধামি থাকে যাহাকে ধুকধুকি কহা যায় সেই প্রকার জীবের দেহা পিঙ্গলানাড়ী যেই স্থানে মিলিত হইয়া একত্র হয় সেইই স্থান ধ্যানের নাম চক্রাকার হইয়া নিরন্তর যে ধুকধুক ও প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করে তাহাকেই মায়াজ্ঞান কহা যায় বোধ হয় প্রাচীনকালে পণ্ডিতগণ দেহা পিঙ্গলানাড়ীর মিলিত স্থানরূপ সেই মণ্ডলাকারটি ধুকধুক করে লিয়া পাঁচনরী প্রভৃতির ধামিকে ধুকধুক নাম প্রদান করিয়া থাকি-  
নি ।

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন যে জীবের দেহ যথো কোন প্রকার চক্র বর্ণায়মান হয় না, তবে তাঁহার প্রতি জিজ্ঞাসা এই যে, জীবের দেহ যথো যদি কোন প্রকার চক্রবর্ণায়মান না হয় তবে জরায়ুজ অণুজ স্বেদজ ও উত্তীজ এই চতুর্বিধ প্রাণিজাতির দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ গোলাকার হয় কেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন মস্তকাদি জীবগণের হস্ত পদ উক বক্ষঃ নিত্য গলা মস্তক অঙ্গুলী ও নাড়ী প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোলাকার। স্বকের স্তন্য শাখা প্রশাখা বৃন্ত ও ফল পুষ্পাদি গোলাকার। পাক্ষিক মৎস্য সর্পাদির অণুসমূহ গোলাকার। পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রসমূহ সকলই গোলাকার; এমন কি যদি কোন নিরীক্স পদার্থ কালান্তরে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তবে তাহাও গোলাকার হইয়া থাকে। অপিচ পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় গ্রহ নক্ষত্রগণ নিরন্তর যে পথে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহাও

গোলাকার। গোলাকার পদার্থের আদি অস্তের সীমানাই। যে পদার্থের আদি অন্ত জানিতে না পারা যায়, তাহার বার্থ অরূপও জানিতে পারা যায় না; এতদ্বিমিত্ত বেরাদি শাস্ত্রে মায়ার বার্থ অরূপ নিশ্চিত হয় নাই, এবং অদ্যাপি কোন বিদ্বান ও তাহার অরূপ নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, এবং ভবিষ্যৎকালেও যে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিবেন তাহারও সম্ভবনা নাই। এতাবত উক্ত মায়ার বার্থ অরূপ জানিতে না পারিলেও আমরা যাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি তাহা সর্বসাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে, এতদ্ব্যতীত নিরন্তর এক খানি বৃহৎ মায়াজক্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে। সেই মায়াজক্রের সহিত এতদ্ব্যতীত সমুদায় জীবদেহের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র মায়াজক্রের সংযোগ আছে। যেভাবে সংযোগ আছে এবং তদ্বারা যে রূপে দৈনন্দিক কার্য নিৰ্বাহ হইতেছে তাহা দৃষ্টান্তের সহিত স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন।

যে প্রকার কোন বায়ুীয় যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান-অরূপ এক খানি বৃহৎক্ষুদ্র ঘূর্ণায়মান হইলেই তৎসাহায্যে সেই যন্ত্রের অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হইয়া ক্ষুদ্ররূপে কার্য নিৰ্বাহ করে, তদ্রূপ এই বৃহৎ মায়াজক্রের সহিত সংযোগ থাকিতে জীবের দেহ মধ্যে যে ক্ষুদ্র মায়াজক্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে তৎসাহায্যে দেহের রক্তের গতিবিধি ভুক্তজীবের জীর্ণ কার্য নিষ্কাশপ্রকাশ ও গমনাগমনাদি সমুদায় দৈনন্দিক কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে প্রকার একমাত্র বায়ুতেজঃ বায়ুীয় যন্ত্রের প্রধান চক্রখানিকে প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান করিয়া সূত্রকর্তন বা রথচালনাদি বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে তদ্রূপ সমস্ত জীবের ক্ষয়কমলে চক্রবধ নারায়ণ অধিবসতি করিয়া মায়াজক্রদ্বারা সমুদায় দৈনন্দিক কার্য নিৰ্বাহ করিতেছেন। সেই মায়াজক্র খানি দেহের কোন্ স্থানে কি ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে ইহা বিনিধান দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন তিনি সেই চক্রখানিকে আয়ত্ত করিয়া দেহের যে স্থানে আনয়নপূর্বক চৈতন্য জ্যোতি অঙ্কুর করিলে অনির্দেহীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন তাহাই জীবজগৎ পূর্ণানন্দ গোবিন্দী বহাগ্নয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন; নচেৎ জীবের দেহ মধ্যে যে কেবল হয় খানি চক্র বা হয়টি গজ আছে তাহা নহে।

অথ তত্ত্বানুসারেণ ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্যতঃ ।

উচ্যতে পরমানন্দ নিকাহ প্রথমাকুরঃ ॥ ১ ॥

সাতনরী প্রভৃতির দ্রুতদ্রুতির ন্যায় ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধগত ষট্‌চক্র ও নাড়ী সমূহের অবরোধ দ্বারা জেয় যে পরমানন্দপ্রবাহ তাহার প্রথমাকুর নানা তত্ত্বানুসারে কথিত হইতেছে। অর্থাৎ আনন্দ ভোগ করিতে যে প্রকারে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মকে জানিতে পারা যায় তাহার প্রথম সাধন যে ষট্‌চক্রের স্থান ও নাড়ীসমূহের বোধ তাহা নানা তত্ত্বানুসারে বিস্তার করিয়া কহিতেছেন ॥ ১ ॥

অনুনা জ্ঞাননাড়ী সকল কোন স্থানে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন ।

মেরো বাহুপ্রদেশে শশি বিহির শিরে সব্য  
দক্ষে নিষণ্ণে, মধ্যে নাড়ী সুবুদ্ভাজিতর গুণময়ী  
চক্র সূর্য্যাক্রিরাপা । মুস্তুর স্মের পুষ্প প্রথিত  
ভম বপুঃ কন্দ মধ্যাচ্ছিন্নঃস্থ, বজ্রাখ্যা মেতু-  
দেশাচ্ছিন্নসি পরিণতা বধ্যমস্যা জ্বলন্তী ॥ ২ ॥

মেরুদেশের বহির্দেশে বায়ুভাগে চক্রাধিষ্ঠিতা ইড়ানাড়ী ও দক্ষিণাংশে সূর্য্যধিষ্ঠিতা (সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান) পিঙ্গলা নাড়ী অপর এক নাড়ী আছে, এই নাড়ীদ্বয়ের মধ্যস্থানে অর্থাৎ মেরুদেশের হিঙ্গ মধ্যে চক্রসূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশস্বরূপ। স্বভূ রজঃ তমোগুণময়ী সুবুদ্ভা নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে। এই সুবুদ্ভা নাড়ী সূর্য্যাক্রিরাপা সর্বাংশে প্রস্ফুটিত দ্রুতর ক্রমের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট হইয়া বস্তুক পর্য্যন্ত রিস্তীর্ণ হইয়া আছে; এবং তাহার মধ্যভাগে যে হিঙ্গ আছে তদ্বধ্যে বজ্রা নাড়ী অপর এক জ্ঞাননাড়ী লিঙ্গদেশা- বধি বস্তুক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই নাড়ীর বধ্যমস্যা নিরস্তর দীপলিখার ন্যায় স্থলিতেছে অর্থাৎ দ্রুতদ্রুত করিতেছে।

উদ্যমো চিত্রিণী সা প্রণব বিলসিতা যোগিনাং  
 যোগগম্যা, লুতাতন্তুগমেয়া সকল সরসিজান্  
 বেক্র মধ্যান্তরস্থান ভিত্তা দেদীপ্যতে তদানুধন  
 রচনয়া শুদ্ধ বুদ্ধি প্রবোধা, তস্যান্ত ব্রহ্মনাড়ী  
 হরমুখ কুহরা দাদি দেবান্ত মংস্থা ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত বজ্রা নাড়ীর যে স্থান নিরন্তর ঘূর্ণন করিতেছে সেই স্থানে  
 প্রণবযুক্তা অর্থাৎ চক্রস্বয়্যাগ্নি স্বরূপ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তদ্বারা আদ্যন্ত  
 মধো পরিবৃত্তা ও যোগগণের ধ্যানগম্যা লুতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মতম চিত্রিণী  
 নামী অপর এক নাড়ী আছে। এই চিত্রিণী নাড়ী মেক্ষণের মধ্যবর্তিনী  
 অস্থি নাড়ীতে যে ষটপদ্য প্রাণিত আছে তাহাকে উদ্যমাত হ্রিঃপঞ্চ দ্বারা  
 ভেদ করিয়া প্রকাশমানা হইতেছে। কলতঃ নিম্নলিখিত বোধ ব্যাভিরেকে  
 ঐ নাড়ীর রচনা-কৌশল কেহই জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইবেন না। এই চিত্রিণী  
 নাড়ীর মধ্যদেশে মূলধার পদ্মাস্থিত মহাদেবের মুখবিবরাবধি মস্তকাস্থিত  
 সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত বিস্তৃণী যে এক নাড়ী আছে তাহাকেই ব্রহ্মনাড়ী  
 বলিয়া জানিবেন। ( এই ব্রহ্মনাড়ীতে মনঃ সংযোগ করিবানাত্রে অস্থি-  
 নাড়ী নৃত্য করিতে সমস্ত দেহকে উচ্চলিত করে ) ॥ ৩ ॥

বিদ্যাশালা বিলাসা মুনি মনসি ললতন্তুরূপা  
 সুসূক্ষ্মা, শুদ্ধ জ্ঞান প্রবোধা সকল সুখদয়া শুদ্ধ  
 ভাব স্বভাবা। ব্রহ্মবারং তদান্যে প্রাবিলসতি  
 সুধাসার রম্য প্রদেশঃ, প্রহ্লিষ্টানং তদেতৎ  
 বদনমিতি সুসুস্বাখ্য নাড্যালপত্তি ॥ ৪ ॥

প্রাক্তুক্ত ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যাশালা নাম পূরম উজ্জ্বলা ও মুনিগণের ক্রমে  
 সূক্ষ্মতম বস্তুরূপের নাম প্রকাশমান। এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সকল প্রকার  
 সুখ ও শুদ্ধ ভাব স্বভাব বিশিষ্টা হইবেন, অর্থাৎ যিনি সেই ব্রহ্ম নাড়ীতে  
 মনঃসংযোগ করিয়া একাগ্রচিত হইবেন তিনি সকল প্রকার সুখভোগ ও  
 আনন্দজন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট হইতে পারেন। যে স্থানে ঐ  
 ব্রহ্মনাড়ীর মুখবিবর হইতে নিরন্তর অমৃতধারা করিত হইতেছে তথায় এক  
 রম্য স্থান আছে। ঐ স্থানকে উত্তরমুখস্থিতের প্রহ্লিষ্টান অথবা সুসুস্বাখ্য  
 মূল বলিয়া জ্ঞাত হইবেন ॥ ৪ ॥

অধুনা যট্টচক্রের স্থান নিরূপণ করিতেছেন ।

অধাধার পদ্মঃ সুসুমনাস্ত্র লগ্নঃ  
ধ্বজামোঃ গুণোচ্ছিন্নঃ চতুঃ শোণ পত্রঃ ।  
অধো বক্রমুদাঃ স্ববর্ণান্ত বর্নৈঃ,  
বর্কারাদি সাত্তৈযু তং বেদ বর্নৈঃ ॥ ৫ ॥

লিঙ্গের অধোভাগে অথচ গুহের উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ এই দু-  
ভয়ের সমন্বয়ভাগে অথবা মেরুদণ্ডের ঠিক নিম্নভাগে সুসুমনাভীতে  
আধার পদ্ম সংলগ্ন আছে । ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী শক্তাদির আধার হেতু  
মূলধার পদ্ম বলিয়া কথিত হয় । ঐ মূলধার পদ্ম স্ববর্ণবর্ণ তুলা এবং ব  
শ ম স এতচ্চতুষ্টয় বর্ণোক্তক শোণবর্ণ চতুর্দশযুক্ত হইয়া অধোমুখে বিকসিত  
আছে । ( নিম্নে ধ্যানকালীন সাধক তাহাকে উর্দ্ধমুখ হইয়া ভাবনা করিবেন ;  
নচেৎ আনন্দভোগের সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে ॥ ৫ ॥

অমুগ্মিন্ ধরায়্য শচতুকোণ চক্র  
সমুদ্ভাসি শূলাফটকৈ রারতম্বুৎ ।  
লসৎ পীত বর্ণং তড়িৎ কোমলাঙ্গং,  
তদন্তঃ সমান্তে ধরায়্যঃ স্ববীজং ॥ ৬ ॥

প্রাপ্ত চতুর্দশযুক্ত মূলধার পদ্মমধ্যে উদ্ভীষ্ট অষ্টসংখ্যক শূলধারা  
অষ্টদিক বেষ্টিত তড়িতের ন্যায় পীতবর্ণ অথচ কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট যে চতু-  
কোণ পৃথ্বীচক্র আছে তদ্বোধে বিশ্ববীজ নিহিত রহিয়াছে । অর্থাৎ মূল-  
ধার পদ্মমধ্যে যে চতুর্কোণ পৃথ্বীচক্র আছে তাহার মধ্যভাগে শরীরোৎ-  
পাদক শক্তিরূপ বীজ অবস্থিত করিতেছে অতএব ঐ পৃথ্বীচক্রকে বীজ-  
কোষ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন ॥ ৬ ॥

চতুর্কাছভুবাং গজেন্দ্রাধিক্রুতং,  
তদঙ্কে নবীনার্কতুলা প্রকাশঃ ।  
গিগুঃ সৃষ্টিকারী লসৎদেদবাহু  
মুখাভ্রোজ লক্ষ্মী শচতুর্ভাগ বেকঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথীচক্রমধ্যে যে বিশ্ববীজ বিরাজমান আছে তিনিই নানালকার দ্বারা বিভূষিত চতুর্ভুজবিশিষ্ট ও ঐরাবতারূপ ইন্দ্রদেব যুক্ত হয়েন এবং তাঁহার জোড়ে প্রথম প্রকাশাদিত্য সদৃশ প্রকাশবিশিষ্ট অক্ষরবর্ণ যে এক সৃষ্টিকর্তা শিশু আছেম সেই ব্রহ্মাঙ্ক শিশু চতুর্ভুজ মুখপদ্মদ্বারা এক যজুঃসাম ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়কে ধারণ করি পরম শোভা পাইতেছেন ॥ ৭ ॥

### ঐশ্বক্যের উক্তি ।

প্রমুখ্যার ষট্চক্রের মধ্যে লসদাতৃ দিয়া যে কতকগুলি দেবদেবী ও ঙ্গিকিনী সাকিনী রািকিনী প্রভৃতি ডাকিনী বর্ণনা করিয়াছেন সেই সমুদায়কে বিশেষ বিশেষ শক্তি বা কামাধি শারিরীক অন্য পদার্থ বলিয়া জানি বেন ; নচেৎ যজুঃের দেহমধ্যে ডাকিনী থাকিলে এক দিবসের মধ্যে সমুদায় অস্থি মাংস চর্কণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে। কলহঃ যে সাধব একাগ্রচিত্ত হইয়া ঐশ্ব্যক্য দেবদেবীকে চিন্তা করিবেন তিনি ঐশ্ব্যক্যের এতদ্রূপ বর্ণনার তাৎপর্য্য অবধারণ পূর্বক প্রকৃত ফল লাভে কোন ক্রমে ব্যস্ত হইবেন না।

বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্যভিখ্যাঃ

লগয়েদ বাহুজ্জ্বলা রক্তনেত্রা ।

সম্যামোদিতানেক সূর্য্যা প্রকাশা

একাশং বহন্তী নদা শুদ্ধ বুদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথীচক্র মধ্যে ডাকিনী নামী এক দেবী বাস করেন তিনি দোলায়মান চতুর্ভুজদ্বারা পরিশোভিতা এবং রক্তময়নী ও সমকালে দ্বিত দ্বাদশ মার্জ্ঞের প্রহ ও কিরণ সদৃশ প্রতাপবিশিষ্টা অথচ শুদ্ধবুদ্ধি যোগীগণের সর্বদা জ্ঞানগম্যা হয়েন ॥ ৮ ॥

বজ্রাখ্যা বক্তৃদেশে বিলসতি সততং কর্ণকামধা

লংস্থং কোণং তজ্জৈপুরাখ্যাং তড়িদিববিলসৎ

কোমলং কামরূপং । কন্দর্পোন্মাদম বায়ু বিল-

সতি সততং ওন্মাদা মধ্যে লবন্তাং, জীবেশো বজ্র

জীৱ প্রকুরমতিহসন্ কোটিসূর্য্য প্রকাশঃ ॥ ৯ ॥

বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখদেশে অণুপ্রভাসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ও কাষরূপাখ্যা পীঠস্বরূপ কর্ণকামধাস্থিত ত্রিপুরাদেবী সম্বন্ধীয় ত্রিকোণ বজ্র আছে, সেই বজ্রমধ্যে কন্দর্প নামক বে বায়ু যথেষ্টক্রমে শরীরের সর্বাবয়বে পরি-  
ভ্রমণ করতঃ বসবাস করিতেছেন জীবাত্মার অধীশ্বর স্বরূপ সেই কন্দর্প বায়ু-  
বাকুলি পুষ্পের ন্যায় হাস্তাননে কোটিহর্ষা-সদৃশ প্রকাশ পাইতে-  
ছেন । ৯ ।

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কনক কলা কোমলঃ  
পশ্চিমাশ্রো, জ্ঞান ধ্যান প্রকাশঃ প্রথম কিশল  
স্নাকার রূপঃ স্বয়ত্ত্বং । উদ্যৎ পূর্ণেন্দ্রু বিষ্ব প্রকর  
কর চয় স্নিগ্ধ সন্তান হাসী, কাশী বাণী বিলাসী  
বিনমতি সারিদাবর্তরূপঃ প্রকাশঃ ॥ ১০ ॥

প্রাণ্ডুক্ত ত্রিকোণবজ্রমধ্যে লিঙ্গরূপি এক মহাদেব পশ্চিমাশ্রো হইয়া বি-  
লাসাত্তব করিতেছেন, যিনি গলিত কাঞ্চনের ন্যায় কোমল কলেবর ও  
জ্ঞান ধ্যান প্রকাশরূপ ও নবপল্লবের ন্যায় আরক্তবর্ণ ও শারদীয় পূর্ণ-  
চন্দ্রের কিরণ সদৃশ স্নিগ্ধজ্বল হাস্যবিশিষ্ট এবং নিয়তঃ কাশীবাস পরায়ণ  
ও আনন্দময় অথচ নদীর আবর্তের ন্যায় গোলাকার করেন ॥ ১০ ॥

তদুর্দ্ধে বিষতন্তু লমৎ সূক্ষ্মা জগন্মো-  
হিনী, ত্র্যক্ষদ্বার মুখং মুখেন মধুরং সংচ্ছাদয়ন্তী  
স্বয়ং । শঙ্খাবর্তনিভা নবীন চপল, মালা বিলা  
গান্ধাদা, সূপ্তা সর্পসমা শিবোপরি লমৎ সার্ক  
ত্রিরতাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥

সেই লিঙ্গরূপি শিবের উপরিভাগে স্নগোলতন্তুসদৃশ অতিসূক্ষ্মা জগন্মো-  
হিনী মহামায়া বিরাজমানা আছেন, যিনি স্বেচ্ছাপূর্বক বদন বিস্তার করিয়া  
ত্র্যক্ষনাড়ীর অমৃতকরণ-দ্বারকে আচ্ছাদন করতঃ স্বয়ং সেই মধুরায়ত পান  
করিতেছেন ; এবং নবীন দেহমধ্যে বিদ্যমানা যেপ্রকার ক্রীড়া করে তদ্রূপ  
সেই মহামায়া শঙ্খাবর্তের ন্যায় মহাদেবকে বেষ্তন করিয়া সেইভাবে বিলাস



যায়া আছে যে ভাবে হৃৎসর্প মহাদেবের মন্তকোপরি সার্কট্রিবেটনা  
কারে লম্বিত থাকে ॥ ১১ ॥

কুলকুলী কুল কুণ্ডলীচ মধুরং নস্তাগি মালা স্কুটং,  
বাচঃ কোমল কাব্য বন্ধ রচনা ভেদাদি ভেদ  
ক্রমৈঃ । শ্যালোচ্ছ্বাস বিভঙ্গনৈব জগতাং জীবো  
যয়া ধার্য্যতে, সা মূল্যমুজ্জগৎস্বরে বিলসতি  
প্রোদান দীপ্তাবলিঃ ॥ ১২ ॥

পূর্বোক্ত রূপা উৎকৃষ্ট তেজস্বতী যে মহাযায়া অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি  
তিনি মূল্যধার পদ্মরক্তে অবস্থিতি করিয়া কোমল কাব্যরূপ প্রবন্ধ রচনার  
যে ভেদাভেদ ক্রম তদ্বারা মন্ত মধুর সমূহের কুজিত ন্যায় মধুরাবাক্ত  
বাক্য কহিতেছেন এবং নিখাস প্রখাস বিভাগদ্বারা জীবগণের জীবন রক্ষা  
করিতেছেন ॥ ১২ ॥

তদ্বাধ্যে পরমা কলাতি কুশলা সৃক্ষমাতি সৃক্ষমা  
পর, নিত্যানন্দ পরস্পরাতি চপলা মালা লস-  
দীধিতিঃ । লক্ষ্মাণাদি কটাহ মেব সকলং যন্তা-  
লয়া ভাসতে, সেয়ং ত্রীপরমেখরী বিজয়তে  
নিত্য প্রবোধোদয়া ॥ ১৩ ॥

সেই কুলকুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে অতিশয় সূক্ষ্মতমা যে পরমা কলা অর্থাৎ  
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আছে তাহা চপলামালার ন্যায় অভ্যন্তরীণ হইলে  
এবং তাহার কিরণদ্বারা নিখিল ব্রহ্মণ্ডে বস্ত কটাহের ন্যায় প্রকাশ পাই-  
তেছে অথচ তত্ত্বজানিদিগের নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপা । তিমিই ত্রীপরমে-  
খরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন । অর্থাৎ মূল্যধার পদ্যে নিরন্তর যে চৈতন্য  
জ্যোতিঃ অমৃততর সেই চৈতন্যযুক্তা প্রকৃতিই তত্ত্বজানিদিগের জ্ঞানো-  
দয়ের আদি কারণস্বরূপা পরমেখরী হইলে ॥ ১৩ ॥

ধাতৈতু তৎস্মন চক্রান্তর বিবর লমৎ কোটিপূৰ্ব্বা  
প্রকাশঃ, বাচাযাশো মরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা  
সৰ্ব বিদ্যা বিনোদী । আরোগ্যঃ তস্য নিত্যঃ  
নিরবধিচ মহানন্দ চিত্তান্তরাত্মা, বাট্যঃ কাব্য  
প্রবন্ধঃ সকল সুরগুরুন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি মূলধার পদ্ব্যধ্যে চতুরঙ্গ পৃথীচক্রের বিবরাস্তর্গতা কোটিপূৰ্ব্বের  
ন্যায় প্রকাশস্বরূপ। সেই পরমেশ্বরীকে ধ্যান করেন তিনি বৃহস্পতিতুলা সৎ  
পাণ্ডিত্য ও অগভুলভা মরেন্দ্রত্ব ও সৰ্ববিদ্যা বিনোদিত্বকে সহসা লাভ  
কবেন এবং তিনি নিত্য রোগহীন ও নিরবধি মহানন্দচিত্তাধিত ও শুদ্ধশীল  
হইয়া কাব্য প্রবন্ধ রচনাযারা সুরঙ্গক-সদৃশ বৃহগগকেও পারিতুষ্ট করেন ।  
অর্থাৎ যিনি সেই পরমেশ্বরীকে জ্ঞাত হইয়া নিরন্তর তাঁহাকে চিত্ত স্থির  
করেন তিনি মধ্যমাধা ব্যবতীয় কার্যে সহসা সৰ্ব শক্তিমান হবেন । ১৪ ।

### দ্বিতীয় পদ্য ।

অধুনা দ্বিতীয় পদ্যের স্থানাদি বর্ণা করিতেছেন ।

সিন্দূর পুর রুচিরাক্তন পদ্যমন্যৎ,  
মৌমুক্ষু মধ্য ষটিতং ধ্বজ মূলদেশে ।  
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং ভাড়দাভ বর্ণৈঃ,  
বান্দৈঃ সবিন্দ লসিতৈশ্চ পুরন্দরাত্মৈঃ ॥ ১৫ ॥

যেকদণ্ডের হ্রস্ব মধ্যে যে সূর্য্য নাদী আছে সেই সূর্য্যনাদীতে প্রথিত  
অথচ লিঙ্গের মূলদেশে সিন্দূর পুরণন্যায় মনোজ্ঞ অকণবর্ণ অন্য এক পদ্য  
আছে, ঐ পদ্য বিহাতে নারী প্রকাশমান ও ( ব স্ত ব ব র ল ) এই মর্ট  
বর্ণালক দ্বয় দলযুক্ত হয় । ১৫ ॥

তস্যাস্তরে প্রবিশমঃ বিশ্বদ প্রকাশ,  
 মন্তোজ মণ্ডল মথো বরুণস্য তস্য ।  
 অর্কেন্দ্র রূপ লসিতঃ শরদিন্দ্র শুভ্রঃ  
 বংকার বীজ মনলঃ মকরাধিকৃতঃ ॥ ১৬ ॥

প্রাকৃত অকণবর্ণ বরুণ পদ্মমথো বরুণ দেবতার শুক্রবর্ণ পদ্মমণ্ডল বা  
 বরুণ্যক্র আছে, সেই বরুণচক্রমথো শারদীর অধাকরের কিরণসদৃশ শুভ্র  
 বর্ণ অথচ মণ্ডকে অর্কচক্র বিভূষিত মকরাধিকৃত বংকার বীজ স্থাপিত  
 আছে ॥ ১৬ ॥

তস্যাক্ষ দেশে লসিতো হরিরেব পায়ানু,  
 নীল প্রকাশ রুচিরাঃ শ্রিরমাদধানঃ ।  
 পীতাম্বরঃ প্রথম যৌবন গৰ্ভধারী,  
 শ্রীবৎস কোন্তভদ্রনো ধৃত বেদ বাহুঃ ॥ ১৭ ॥

সেই বংকারবীজরূপ বরুণদেবতার কোড়ে নবজলধরসদৃশ নীলবর্ণ অথচ  
 নবযৌবনাবৃত এবং শ্রীবৎস ও কোন্তভদ্রনি বিভূষিত বন্ধস্থল যুক্ত পীতাম্বর  
 পরিধারী ভগবানু নারায়ণ দেব লক্ষ্মীর সহিত চতুর্ভুজে চতুর্বেদ ধারণ করিয়া  
 অবস্থিত করিছেন ॥ ১৭ ॥

অত্রৈব ভাতি সততঃ খলু রাকিণী সা,  
 নীলাম্বুজোদর মহোদর কান্তি শোভা ।  
 নানামুদোদ্যত কঠৈ লসিতাঙ্গ লক্ষ্মী,  
 দিব্যাম্বরভরণ ভূষিতা মন্তচিতা ॥ ১৮ ॥

পুর্বেক্ত বরুণচক্রমথো নীল পদ্মের নাগ কান্তিমতী ও বিবিধ প্রহরণ-  
 দ্বারা উদ্যতহস্তা এবং লক্ষ্মীর নাগ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা রাকিণী  
 নামী এক উদ্যতচিতা যোগিনী সর্বদা প্রকাশমানা আছেন ॥ ১৮ ॥

স্বাধিষ্ঠানাত্ম্য মেতৎ সরসিজ্জ মমলং চিস্তয়েদেবা  
 মুনীন্দ্র স্তম্যাহঙ্কার দোষাদিক সকল মিহ  
 কীর্ত্তেচ ক্রণেন । যোগীশঃসোহপি মোহান্তুত  
 তিমিরচরোস্তানু তুল্য প্রকাশৌ, গদৈঃ পদৈঃ  
 প্রবষ্টে বিরচয়তি সুধাবাক্য মন্দোহলক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥

যে মুনীন্দ্র পূর্বোক্ত বকণচক্র ও তদ্ব্যবহৃত লক্ষণানুসরণ ও রাকিনী  
 নামী যোগিনীযুক্ত স্বাধিষ্ঠাননামক এই নিখিল পদ্যকে চিন্তা করেন তাঁহার  
 অহঙ্কারাদি দোষসমূহ লক্ষণমাত্রে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তিনি মোহরূপ অন্ধকার  
 রাশি ছইতে উত্তীর্ণ হওতঃ দিবাকরের ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট ও যোগীশ্রেক্ত  
 সক্ষম হইবেন ॥ ১৯ ॥

—০—

### তৃতীয় পদ্য ।

অরুনা তৃতীয় পদ্যের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন ।

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশ দল দলমিলিতে পূর্ণ মেঘ  
 প্রকাশে, নীলাস্ত্রোজ প্রকাটেশরূপকৃত জঠরে  
 ডাদিকান্তৈঃ সচটৈঃ । ত্য্যয়ে ত্বৈদ্বানরস্যাঙ্গণ  
 মিহির সময়ং মণ্ডলং তত্রিকোণং তদ্বাহ্যস্থলি-  
 কাঠৈ্য জ্জিভিরভিলসিতং তত্রবক্কেঃ স্ববীজং ॥ ২০ ॥

পূর্বোক্ত স্বাধিষ্ঠান পদ্যের উপরিভাগে নাভিমূল প্রদেশে ( ডং ৩২ ৭২  
 ৩২ খং ৮২ ৪২ ৮২ ৮২ ) নাদবিন্দু যুক্ত এতৎ দশাঙ্গরাস্ত্রক মেঘের  
 ন্যায় নীলবর্ণ দশ দলযুক্ত বগিপুরাধা এক নীল পদ্ম আছে, সাধক তদ্ব্যব-  
 ভাগে অগ্নি দেবতার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট রংকরাস্ত্রক জি-  
 কোণ যন্ত্রকে এবং তদ্বাহ্যদেশে স্থিতিকাথ্য ডিনটি বহুবীজকেও ধ্যান  
 করিবেন ॥ ২০ ॥

ধ্যায়েন্নোবাধিরূঢ়ং নব তপননিভং বেদ বাহু-  
 জ্জ্বলাঙ্গং, তৎক্রোড়ে রুদ্ররূপো নিবসতি মততং  
 শুদ্ধ সিন্দূর রাগঃ । ভস্মা নিপ্লাঙ্গ ভূষাভরণমিত  
 বপুর্হৃদরূপী ত্রিনেত্রঃ, লোকানাশিষ্টদাতা  
 ভয় বরদ করঃ সৃষ্টি সংহারকঃ প্রী ॥ ২১ ॥

প্রাকৃত নীল পদ্মযথো মেঘবাহবাধিরূঢ় নবীন দিনমণির ন্যায় আরক্ত  
 বর্ণাঙ্গ ও চতুর্ভুজ বিশিষ্ট অগ্নিদেবতাকে ধ্যান করিবেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে  
 বিশুদ্ধ সিন্দূর রাগসদৃশ রক্তবর্ণ যে একটি ক্রয় অবস্থিতি করিতেছেন ; ভস্ম  
 লেপন দ্বারা শুক্লাঙ্গ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট সেই হৃদরূপি ক্রয়ই এক হস্তদ্বারা  
 ত্রিভুবনস্থ লোকমুহুর বাঞ্ছিত ফলদাতা ও অপর হস্তদ্বারা ভয় বরদান-  
 শীল হইয়া প্রলয়কালে সৃষ্টি সংহার করেন ॥ ২১ ॥

ভদ্রাস্ত্রে লাকিনীয়া মকল শুভকরী বেবাহুজ্জ্ব-  
 লাক্ষী, শ্যামা পাঁতাষরাষ্ট্র্যে বিবিধ বিরচনা  
 লংকৃতা মত চিত্তা, থ্যাতৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি  
 নিতরাং সংহতৌ পালনেচ, বাণী ভস্মাননাঙ্গে  
 বিলম্বতি মততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মণীঃ ॥ ২২ ॥

প্রাকৃত দশদলযুক্ত নীলবর্ণ নাভিপদ্মযথো শ্যামবর্ণা ও চতুর্ভুজ ধারিণী  
 সর্বশুভকারিণী লাকিনী নামী যোগিনী অধিষ্ঠিতা আছেন, তিনি পীতবর্ণ  
 বস্ত্র পরিধান ও বিবিধালঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিতা হেক উন্নতচিত্তা হইবেন  
 কলতঃ যে সাধক এতদগ্নিপুঁরাখ্য নাভিপদ্মস্থ অগ্নিদেবতাকে ও তৎক্রোডে  
 স্থিত হৃদরূপি ক্রয়মূর্তিকে ও তদধিপা লাকিনী নামী যোগিনীকে একাত্মচিত্ত  
 হইয়া ধ্যান করেন তিনি অবশ্যই সৃষ্টি, সংহার পালনে সার্থশীল হইতে  
 পারবেন, এবং তাঁহার বদনকমলে জ্ঞানসম্প্রাপ্তির আকররূপা বাবাদিনী  
 সরস্বতীও সর্বদা বিরাজমান থাকেন ॥ ২২ ॥

## চতুর্থ পদ্য ।

অনুনা অনাহত নামক জয় পদ্যের জামাদি বর্ণনা করিতেছেন ।

তন্মোহে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুকং কাস্ত্য-  
জ্জ্বলং কাটৈর্ষা দশ বর্ণকৈ রূপকৃতং সিন্দূর  
রাগাঙ্কিতৈঃ । নান্না নাহত মীরিতং সুরতরুং  
বাঞ্ছাতিরিক্ত প্রদং, বায়োর্মণ্ডল মত্র ধূম সদৃশং  
ষট্‌কোণ শোভাস্বিতং ॥ ২৩ ॥

পূর্বোক্ত মণিপুরাখ্য নাতিপদ্যের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ প্রদেশে বন্ধুক পুষ্প  
সদৃশ উজ্জ্বল কাস্তিমৎ ও সিন্দূর রাগাঙ্কিত ( ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ )  
এতদ্দাদশাকররূপ দশ বর্ণকৈ রূপকৃত। অনাহত নামক জয়পদ্য ও তদ্বোধো ধূম-  
সদৃশ ছয়টি কোণযুক্ত বায়ুমণ্ডল আছে । কম্পবন্ধ সদৃশ ঐ হৃদয়পদ্য সাধ-  
ককে বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করেন ॥ ২৩ ॥

তন্মধ্যে পরমকরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধুমরং,  
ধ্যায়েনে পানি চতুষ্টয়েন লসিতং কুম্ভাধিকৃতং  
পরং । তন্মধ্যে, কক্‌গানিধান মমলং হংগাত  
মীশং বরং, পানিভ্যা মভরং বরং নিদধতং  
লোক ত্রয়ান্যপি ॥ ২৪ ॥

সাধক পূর্বোক্ত হৃদয়পদ্যস্থিত বায়ুমণ্ডলমধ্যে যৎকারায়ক বায়ুবীজকে  
ধান করিবেন, যে বায়ুদেব ধূমরাশি সদৃশ ধূমরবর্ণ ও চতুর্ভুজ বিশিষ্ট ও কুম্ভ-  
সার মুগোপরি উপবিষ্ট আছেন । এবং সেই বায়ুবীজমধ্যে হংসের ন্যায়  
শুরুবর্ণ ও করদয়দ্বারা ত্রিলোকের বরদানকর্তা পরম কক্‌গানিধান কেশব  
নামক শিবকেও ধ্যান করিবেন ॥ ২৪ ॥

তত্রাস্তে খলু কাকিনী নব তড়িৎ পীতা ত্রিনেত্রা  
 শুভাঃ সর্কালঙ্করণাশ্রিতা হিতকরী যোগাশ্রিতানাং  
 মুদা । হস্তৈঃ পাশ কপাল শোভন করান্ সং-  
 বিজ্ঞাতী চাভয়ং, যতঃ পূর্ণমুখা রসাত্রে হৃদয়া  
 কঙ্কালমালা ধরা ॥ ২০ ॥

পূৰ্বোক্ত অণাহত নামক জংগমে কাকিনী নামী এক যোগিনী আছেন  
 যিনি নবীন তড়িৎ প্রভার ন্যায় পীতবর্ণ ও হরি কেয়রাদি সর্কালঙ্কারে বিভূ-  
 দিতা ও ত্রিনেত্রবিশিষ্টা এবং যোগীগণের হিতকারিনী ও আনন্দদায়িকা  
 হইলেন । এবং তিনি সুশোভিত বাহুচতুষ্কয়দ্বারা পাশ বাল ধর্তাল ও অভয়  
 ধারণ পূর্বক মুখাপাননে হৃদোচ্ছ্বাস হইয়া গলদেশে কঙ্কালমালা ধারণ  
 করিয়া অবস্থিত করিতেছেন ॥ ২০ ॥

এতদ্বীরজ কর্ণিকাস্তর লগৎ শক্তিত্রিনেত্রত্রাভিধা,  
 বিদ্বাং কোটি সমান কোমল বপুঃসাস্ত্রে তদন্ত-  
 র্গতঃ । বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোহপি কনকাকারাজ  
 রাসোজ্জ্বলা, মৌলোমুম্বা বিভেদ যুঙ্ মণিরির  
 প্রোক্ষাসলক্ষ্মণালয়ঃ ॥ ২১ ॥

প্রাক্ত জংগমের কর্ণিকাস্তরে কোটি সৌদামিনী তুলা প্রকাশমানা  
 অথচ কোমলকলেবরা ত্রিনেত্রা নামী এক শক্তি অবস্থিত করিতেছেন ; ঐ  
 শক্তির মধ্যভাগে কুমুদাদি অঙ্গুরাগবিশিষ্ট বাণাখ্য এক শিবলিঙ্গ আছে,  
 বাঁহার যন্তক প্রস্ফুটিত কোকনদ সদৃশ পদ্মরাগ মণিদ্বারা বিভূষিত ॥ ২১ ॥

ধ্যায়ৈদ্মো যদি পঙ্কজঃ সুললিতং সর্বস্য পীঠা-  
 লরং দেবগ্যানিল হীন দীপ কলিকা হংসেন  
 লংশোভিতং । ভানোরসৌল যণ্ডিতাস্তর লগৎ  
 বিজ্ঞপ্ত শোভাভরং, বাচামীশ্বর ঈশ্বরোপি জগ-  
 তাং ব্রহ্মবিমাশে ক্ষমঃ ॥ ২২ ॥

অন্যষট্চক্রের স্থান নিরূপণ করিতেছেন ।

যে সাধক সর্বদেবের পীঠালঙ্কার রূপে বায়ুরহিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ব্রহ্মজ্যোতির্বারা সুশোভিত ও সূর্য্যমণ্ডল যথিত প্রদীপ্ত দ্বাদশ কিঙ্করবি শিষ্টে স্থললিত হৃদয়পদ্মে ধ্যান করেন তিনি অবিলম্বে বাক্‌সিদ্ধ ও ঈশ্বর স্বরূপ হইয়া জগত্তের রক্ষা বিনাশে সক্ষম হইবেন । অর্থাৎ সুস্থিতিকালে যে প্রকার পূর্ণানন্দময় নিশ্চল পরমাত্মা দেহযথো প্রকাশিত থাকেন জাগ্রদব-স্থায় যিনি হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিয়া সেই রূপ নিশ্চল পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনিই জীবমুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ হইয়া জগত্তের রক্ষা বিনাশ করণে সক্ষম হইবেন ॥ ২৭ ॥

যোগীশো ভবতি প্রিয়াং প্রিয়তমঃ কাস্তাকুলন্যা  
নিশং, জ্ঞানোশোহপি কুতী জিতেন্দ্রিয়মণ ধ্যানা-  
বধান ক্ষমঃ । গদৈঃ পদ্য-পদাদিভিচ্চ সততং  
কাব্যানু ধারাবহো, লক্ষ্মী রঞ্জন দৈবতং পরপুরে  
শক্তঃ প্রবেক্ষুং ক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রাপ্তক হৃদয়পদ্মস্থিত সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে যিনি জ্ঞানিতে পারেন তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ হইবেন এবং কুলকামিনীগণ স্বয়ং পতি অপেক্ষাও তাহাকে প্রিয়-তমরূপে দর্শন করেন । অ'পচ তিনি মহাজ্ঞানী হইয়া ধ্যানদ্বারা জিতেন্দ্রি-য়গণের মনোগত বিষয়ও জ্ঞানিতে সক্ষম হইবেন এবং গদ্য পদ্য রচনা বিষয়ে কাব্যানুরিবাছ-তুলা সেই মহাপুরুষ ক্ষণবারে পরপুরে প্রবেশ করিতেও সক্ষম হইবেন এবং তাহার অঙ্গনে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর ক্রীড়া করেন ॥ ২৮ ॥

পঞ্চম পদ্য ।

অধুনা বিশুদ্ধ নামক পঞ্চম পদ্যের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন ।

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজ কমলং ধূম ধূম প্রকাশং,  
স্বঠৈঃ সঠৈঃ শোঠৈঃ দলপরি লসিতং দীপিতং



দীপবুদ্ধেঃ । সমান্তে পূর্ণেন্দুঃ প্রথিত উষ নভো  
মণ্ডলং বৃত্তরূপং, হিমচ্ছায়া নাগোপরি লসিত-  
ভনোঃ শুক্লবর্ণাধরম্য ॥ ২৯ ॥

জয়মপদ্মের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ প্রদেশে অর্থাৎ কণ্ঠমদেশে দীপবুজি লোকের  
প্রকাশস্বরূপ অকারাদি বিসর্গান্ত বোম্বল স্বৰ্ণাক্ত শোণবর্ণ ঘোড়শব্দযুক্ত  
বিশুদ্ধনামক দুঃস্বপ্ন এক শব্দ আছে ; তাহার মধ্যভাগে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়  
প্রকাশবিশিষ্ট গোলাকার যে নভোমণ্ডল আছে সেই নভোমণ্ডলই খেতবর্ণ  
হস্তারূঢ় শুক্লবর্ণ আকাশের স্বকৃতম কলেবর বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৯ ॥

ভূভূজোঃ পাশাভীত্যক্ষু শবর লসিতৈঃ শোভিতা-  
ঙ্গম্য তস্য। মনোরঞ্জে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্ন  
দেহো হিমাঠৈঃ । ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাঙ্গো ললিত  
দশভূজো ব্যাস্রচর্ম্মাঘ্রাঢ্যঃ, যদা পূর্নদেবঃ শিব  
ইতি গদাখ্যান সিদ্ধা প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধগণের মধ্যে এতজ্ঞান অধ্যায়ন প্রসিদ্ধ আছে যে পাশ অক্ষ অস্ত্র  
ও বর এতজ্যুতের বিশিষ্ট কব চ-ঈ দ্বারা সুশোভিত অঙ্গ বিশিষ্ট হস্তা-  
রাভ্যক যে আকাশ মণ্ডল সেই আকাশ মণ্ডল মধ্যে পঞ্চমুখ ত্রিনেত্র ও  
ললিত দশভূজ বিশিষ্ট ব্যাস্রচর্ম্মাঘ্র পারদ্রুত পূর্নদেব স্বরূপ ঈশান  
নামক শিব গিরিজার গাহত অভিন্ন হইয়া মনোমুখে নিত্য বিরাজমান  
আছেন ॥ ৩০ ॥

সুধাসিক্তোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীত-  
বর্ণা, শরং চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হস্ত  
পদৈশ্চতুর্ভিঃ । সুধাংশোঃ সম্পূর্ণ শশপরি রহিতঃ  
যশসং কর্ণিকায়াং মহ । মোক্ষদারং শ্রিয়মভি  
দধতং শুদ্ধশীলেন্দ্রিয়ম্য ॥ ৩১ ॥

পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ নামক বোড়শ দল পদ্যমধ্যে পূর্ণচক্রেয় অধাপান দ্বারা আনন্দচিন্তা ও পাতবর্ণা এবং চতুর্হস্তদ্বারা ধর্ম্মরূপাশাস্ত্র ও অকুশধারিনী সাকিনী নামী এক যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই পদ্যের কর্ণিকার মধ্যে জিতেন্দ্রিয়গণের সম্প্রতিদায়ক ও নির্যাণমুক্তির দ্বারস্বরূপ নিষ্কল চক্র মণ্ডল আছে ॥ ৩১ ॥

ইহস্থানে চিত্তং নিবসতি নিধানাত্তস্য সম্পূর্ণ যোগিঃ,  
কবিবাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শাস্ত্র-  
চেতাঃ । ত্রিলোকীনাং দশৌ সকল হিতকরো  
রোগ শোক ক্রমুক্ত, শিরজীবী ভোগ্য নিরবধি  
বিপদাং ধ্বংস হংস প্রকাশঃ ॥ ৩২ ॥

যে সাধক পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ নামক বোড়শদল পদ্যে চিত্তাবধারণ করেন তিনি সম্পূর্ণরূপে যোগের কল প্রাপ্ত হইবেন সুতরাং যেই প্রশান্তচিত্ত সাধক অল্পকাল মধ্যে কবি বাগ্মী ও অজ্ঞজ্ঞানী হইয়া এক স্থানেউপবেশন পূর্বক অর্গমর্ভা পাতালের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারেন, অর্শচ তিনি সকল লোকের হিতকারী ও রোগ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া শিরজীবী হয়েন এবং তিনি পরমহংসের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া নিরবধি বিবর ভোগজনিত বিবিধ বিপত্তি বিনাশ করেন, অর্থাৎ ক্রমেই ভোগরহিত হয়েন ॥ ৩২ ॥

### দ্বিদল পদ্য

অধুনা দ্বিদল পদ্যের স্বামান্বি বর্ণনা করিতেছেন

অজ্ঞানায়ু জন্তু তু হিনকর সমংধান ধাম  
প্রকাশং, হৃদ্যভ্যাং কেবলাভ্যাং এবলসিত বপু  
বৈত্রিপত্রং সুপুত্রং । তদ্বদ্যো হাকিনীনা শশিলম

ধনলা বক্তৃ বটকং নদানা, বিদ্যা মুক্তা কপাং

ডমরু জপমণী বিজ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥ ৩৩ ॥

জয়গুণ মধ্যে সুধাকর কর-সদৃশ শুদ্ধবর্ণ ও যোগিগণের ধ্যাননিকেতন প্রকাশরূপ কেবল হ এবং ক্ষ এতদর্শদ্বয়াক্তক অজ্ঞান নামক একটী দ্বিভল পদ্য আছে, এই পদ্যমধ্যে সুধাংশুসদৃশ শুদ্ধবর্ণী ও সমৃদ্ধ বিশিষ্টা ছাকিনী নামী এক যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন; যিনি করচতুর্ভুজদ্বারা পুস্তক কপালখণ্ড তমকবাছ ও জপমালা ধারণ করিয়া পরম পবিত্রার ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩৩ ॥

এতৎ পদ্মাস্তুরালে দিবসতিচ মনঃ সূক্ষ্মরূপং

প্রসিদ্ধং, যোনৌ তৎ কর্ণিকায়্য মিতর শিবপদং

লিঙ্গচিহ্ন প্রকাশং । বিদ্যাম্বালা বিলাসং পরম

কুলপদং ব্রহ্মসূত্র প্রবোধং, বেদানামামাদি বীজং

হিরতর হৃদয় শ্চিহ্নয়েত্তৎ ক্রমেণ ॥ ৩৪ ॥

প্রাণ্ডক্ত অজ্ঞাননামক দ্বিভল পদ্যমধ্যে সূক্ষ্মরূপ প্রসিদ্ধ মন এবং এই পদ্যের যোনিরূপা কর্ণিকায়্যে ইতরাখ্য একটি শিবলিঙ্গাকার বিরাজিত আছেন সেই লিঙ্গাকার শিব বিদ্যাম্বালার ন্যায় প্রকাশমান ও জনসমূহের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাণ্ডির প্রবোধক ও বেদাদি শাস্ত্র সমূহের প্রণয়াক্তক আদি বীজ স্বরূপ হয়েন। অতএব সাধকগণ এই স্থানে চিত্ত স্থির করিয়া ক্রমেঃ এই পদ্য-লিঙ্গ সমুদায় পদার্থ উত্তমরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ৩৪ ॥

গ্রন্থকারের উক্তি ।

এই দ্বিভল পদ্য প্রতিদ্বীর্ণিতে বহির্ভাগে বেরূপ অঙ্কিত আছে সাধক তদ্রূপ চিন্তা না করিয়া ললাটাক্ষির অভ্যন্তরে চিন্তা করিবেন । কেননা এই স্থান হইতে জীবের মনঃ ক্রমশঃ উর্দ্ধগমন পূর্বক সুখে অস্তির লগ্ন্যভাগে সূক্ষ্ম চক্ষুস্বাদিত যে এক ছিহ্ন আছে সেই ছিহ্নপথ দিয়া অল্পদূর মূলে গমন করিতে পারিলেই অতীত সিদ্ধি হয় । বলতঃ যে সময়ে এই ছিহ্নপথ দিয়া জীবের মনঃ প্রথম গমন করে তৎকালীন এই ছিহ্নাঙ্কাদিত সূক্ষ্ম হিরতিয় হইয়া

যায় তৎপ্রযুক্ত জীবের নাসিকারদ্ধু দিয়া কিঞ্চিৎ রক্তাংগত হইয়া থাকে  
কিছু ভাষাতে কোন প্রকার বেদনাদি অনুভব হয় না ; বরং প্রদাহাননাতে  
পরম পরিভোষ জন্মে ।

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপূরে শীত্ৰগামী  
মুনীন্দ্রঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বদর্শী সকল হিতকরঃ সৰ্ব্ব  
শাস্ত্রার্থ বক্তা । অদ্বৈতাচারবাদী বিদলিত পরমা  
পূৰ্বসিদ্ধি প্রসিদ্ধো, দীর্ঘায়ুঃ সৌখ্যধিকর্তা ত্রিভু-  
বন ভবনে সংস্থতো পালনেচ ॥ ৩৫ ॥

পূৰ্বোক্ত বিদল পদ্য ধ্যানদ্বারা সাধকেন্দ্র মুনীন্দ্র হইয়া পরপূরে  
(অন্যের দেহমধ্যে) প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন এবং সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বদর্শী ও  
সকলের হিতকাৰী ও সৰ্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তাও হইবেন ; অতএব তিনি আমাদের জ্ঞান  
করিয়া অদ্বৈতাচারবাদী ও দীর্ঘায়ুর্জিনিষ্ট হওতঃ ত্রিভুবনস্বরূপ গৃহমধ্যে সৃষ্টি  
সংহার পালনে ব্রহ্মা বিযুক্ত শিবস্বরূপ হইবেন ॥ ৩৫ ॥

তদন্তশক্তেহস্মিনু নিবসতিসততং শুদ্ধাবুদ্ধাস্ত-  
রাত্মা, প্রদীপাত জ্যোতিঃ প্রণব বিরচনা রূপ  
বর্ণঃ প্রকারঃ । তদূর্দ্ধে চন্দ্রাঙ্ক স্তূপরি বিলসৎ  
বিন্দুরূপীমকান, স্তদাদ্যে নদোহসৌ শশিধবস  
সুধাধার সন্তান হাসী ॥ ৩৬ ॥

এ অজ্ঞাননামক বিদলপদ্যের অন্তর্ভাগে অর্থাৎ ক্রয়ুগলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ-  
প্রদেশে বিশুদ্ধজ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাত্মা নিরন্তর নিবাস করেন । এই অন্ত-  
রাত্মা দীপলিখার ন্যায় জ্যোতির্জ্ঞান ও প্রণবের বর্ণস্বরূপ অকারবিশিষ্ট  
হইবেন । অন্তরাত্মার উপরিভাগে অর্দ্ধচন্দ্র এবং তদুপরি বিন্দুরূপ বকারবর্ণ  
আছে ; এই বকার বর্ণের আঘাতাগে চন্দের ন্যায় শুদ্ধবর্ণ বৈশিষ্ট্য আছেন  
তিনি সুধাকরের বিরগসদৃশ সুধুমল হাস্য করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

ইহস্থানে লীনে সুসুখ সদনে চেতসি পরঃ  
 নিরালস্যী বস্ত্রা পরম গুরু সেবা সুবিদিতাঃ  
 সদাভ্যাগাৎ যোগী পবন সুহৃদাং পশ্যতি কলাঃ  
 তত স্তম্ভাধ্যাক্তঃ প্রবিশতিচ রূপানপি পদান্ ॥ ৩৭ ॥

পরমসুখধামস্বরূপ ঐ স্থানে যনঃ লীনঃ হইলে পরম গুরু সেবাদারা  
 বিদিতা যে নিরালস্য মুখ্য, সর্বদা সেই মুজাভ্যাসদ্বারা সাধক পরমযোগী  
 হইবেন; তদনন্তর তিনি বায়ুর সহায়তায় অস্ত্রজ্যোতির কলা ও তদন্তে  
 জন্মভ্যাগে প্রবেশিত হইয়া বর্তমান নিখিল ব্রহ্মরূপ আত্মরূপও দর্শন  
 করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

জ্বলদীপাকারঃ তদপিচ নবীনাক বহুসং,  
 প্রকাশঃ জ্যোতির্বা গগণ ধরণী মধ্য মিলিতং ।  
 ইহস্থানে সাক্ষাৎ ভবতি ভগবান্ পূর্ণ বিভেবো,  
 হবয়েঃ সাক্ষী বহ্নিঃ শশি মিহিরয়ো নণ্ডামিব ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃত অন্তরাঙ্গার প্রাণা যে পরমস্থান তাহা প্রজ্বলিত দীপনিখার  
 ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও নবীন দিনমণীর ন্যায় অতিশয় প্রকাশমান অথবা  
 সেই জ্যোতিঃ মস্তকের মস্তক স্থামাবধি মূলাধারস্থিত পৃথ্বীচক্র পর্য্যন্ত  
 মিলিত আছে। মস্তকস্থিত ঐ জ্যোতির্ময় পরমস্থানে চন্দ্র স্বর্ষ্যমণ্ডলের  
 ন্যায় প্রকাশমান ও জগতের সাক্ষিস্বরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবানের সাহিত  
 জীবের সাক্ষাৎ হয়। অর্থাৎ সুযেকথাড়ের দ্বিত্ব ব্রাহ্মরূপ ভেদ কাব্য  
 বাহার অন্তরাঙ্গা সুযুমাযুলে গমন করিতে পারে তিনি দীপনিখার ন্যায়  
 আকারবিশিষ্ট চৈতন্যজ্যোতির্মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।  
 সেই চৈতন্য জ্যোতির শিখাস্থান অরণ্যার্থ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক  
 কানেক হুত্বা মস্তকের পঞ্চাঙ্গাগের ঠিক সেই স্থানে শিখা রাখিয়া  
 থাকেন ১ ॥ ৩৮ ॥

১ শিখা বজ্রহুত্ব তিলক ফোঁটা ও পুজাত্মক করিবার সময়ে শরীরের  
 যে স্থানে চিত্র করিতে হয় তৎসমূহে নিগূঢ় তাৎপর্যের সাহিত একখানি গ্রন্থ  
 বিরচন করিবার মানস রাখিল। একনম্র আধুনিক অনেকানেক মহত্ব প্রকৃত  
 বিষয় বিস্মৃত হইয়া তিলক ফোঁটা ও শিখাদ্বারা ধারণ করাকেই প্রকৃত ধর্ম  
 বলিয়া বিবেচনা করেন।

ইহা স্থানে বিষ্ণো রতুল পরমামোদ মধুরে,  
সমারোপ্য প্রাণং প্রমুদিতমনাঃ প্রাণ নিধনে ।  
পরং নিত্যং দেবং পুরুষ মজমাদ্যাং ত্রিজগতাং  
পুরাণং যোগীন্দ্রং প্রবিশতি চ বেদান্ত বিদিতঃ ॥ ৩৯ ॥

এ পরমামোদ নিকেতনস্বরূপ নিত্যসুখময় ঐ মধুর স্থানে প্রাণারো-  
পণ পূর্বক যে যোগী ক্ষুণ্ণ হইয়া বসেবর পরিভ্যাগ করেন সেই যোগীন্দ্র  
ত্রিজগতের আদি পুরুষ ও বেদান্তবিদিত নিত্যসুখময় সজ্জনানন্দস্বরূপ  
পরম বিষ্ণুতে প্রাবর্ত্ত হইবেন ॥ ৩৯ ॥

লয়স্থানং বায়ো স্তম্ভপরিচ মহানাদরূপং শিবা-  
ক্টং, শিবাকারং শান্তং বরদ মভয়দং শুদ্ধবুদ্ধ  
প্রকাশং । যদা যোগী পশোদ্গুরুচরণবুগাত্তোজ  
সেবা সুশীল, স্তদা বাচাং সিদ্ধিঃ করকমল তলে  
তস্য ভূগাং গদৈব ॥ ৪০ ॥

অজাননামক বিদলপাদ্রব উপরিভাগে যে শিব স্বর্ণিত হইয়াছেন মহা-  
নাৎরূপ সেই সদাশিবের অর্দ্ধভাগকে বায়ব লয়, স্থান বলিয়া জ্ঞান করেন ।  
কমলঃ সেই মহানাদাকা সদাশিব ভূত হস্তবারা অভয় ও বরদানকর্ত্তা এবং  
প্রাণান্ত ও শুদ্ধবুদ্ধ প্রকাশ, রূপ হইবেন । যোগীশ্রেষ্ঠ যে কালে গুরুপাদ-  
পদ্ম সোপাতে কুশল হইয়া ঐ বায়ু দেবতার লয়স্থানরূপ শিবাক্টকে দর্শন  
করেন তৎকালে বাক্ সিদ্ধি সর্বদাই তাঁহার করতলস্থিত হয় ॥ ৪০ ॥

ষষ্ঠ পদ্য ।

অনুনা মন্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন ।

তদুর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্র-  
কাশং, বিসর্গাধঃ পঙ্কজ দশশতদলং পূর্ণ পূর্ণেন্দু

শুভ্রং । অধোবক্ত্রং কাশ্বং তরুণ রবিকলা কান্ত  
কিঙ্কলপুঙ্খং ললাটাদৈবর্ণঃ পরিলম্বিত বপুঃ  
কেবলানন্দ রূপং ॥ ৪১ ॥

প্রাকৃত মহানাদাখা শিবের উপরিভাগে শঙ্খিনী বাড়ীর শিখরপ্রদেশে  
যে শূন্যকার স্থান আছে সেই প্রকাশস্বরূপ শূন্যস্থানস্থিত বিসর্গবুগলের  
অধোভাগে পূর্ণ সূর্য্যাকর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে বিকশিত  
আছে । এই পদ্ম মনোহর দিনমণির কিরণ সদৃশ উজ্জ্বল এবং কমলীর কেশর  
ও অকা দি পঞ্চশব্দযুক্ত ও কেবলানন্দরূপ ॥ ৪১ ॥

সমাস্তে তস্যাস্থঃ শশিগরি রহিতঃ শুদ্ধ সম্পূর্ণ  
চন্দ্রঃ, ক্ষুরং জ্যোৎস্নাজালঃ পরম রমচয় স্নিগ্ধ  
সন্তান হাসী । ত্রিকোণং তস্তান্তঃ ক্ষুরতিচ সততং  
বিদ্যাদাকার রূপং তদন্তঃ স্তন্যং তৎ সকল  
সুরগণৈঃ সেবিতঞ্চাতি গুপ্তং ॥ ৪২ ॥

প্রাকৃত সহস্রদল পদ্ম মধ্যে শশিরহিত সম্পূর্ণ সূর্য্যাকর বিবাজিত  
আছেন বিনি অমৃতরসস্বরূপ জ্যোৎস্নাজাল প্রকাশ করিয়া যেন স্নিগ্ধ  
হাস্য করিতেছেন । এই চন্দ্রমণল মধ্যে বিদ্যাদাকার-রূপ যে ত্রিকোণ বস্তু  
প্রকাশ পাইতেছে তাহার মধ্যভাগে সুরসমূহের সেবনীয় অতি গুহ্যতর  
চিহ্নপাশ্বার শূন্যস্থান আছে ॥ ৪২ ॥

সূগোপ্যং তদন্ত্রাদতিশয় পরমায়োদ্য সন্তান-  
রাশেঃ, পরং কন্দং সূক্ষ্মং সকল শশিকলা  
শুদ্ধরূপ প্রকাশঃ । ইহস্থানে দেবঃ পরম শিব  
সমাখ্যায় সিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ, খঙ্কণী সর্কাত্মা রস-  
বিরস সিতোহজ্ঞান মোহান্ধহংস ॥ ৪৩ ॥

বিশুদ্ধ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ প্রকাশমান এই শূন্যস্থান পরমায়োদ্যর ভোগের দুল-  
্লভ অতএব সানান্য লোকের নিকট ইহা প্রকাশ না করিয়া বস্তুতঃ

গোপন করিবেন। ফলতঃ সিজগণের নিকট এতরূপ আখ্যান প্রসিদ্ধ আছে যে ঐ স্থানে সকলের আত্মাক্রমণ শুদ্ধবর্ণ আকাশরূপি এক মহাদেব আছেন যিনি নিত্যানন্দময় ও অজ্ঞানরূপ মোহাকারক বিনাশের জ্যোতিষরূপ পরমহংস হইবেন ॥ ৪৩ ॥

সুখাধারা সারং নিরবদ্বি বিমুগ্ধরূপি পরং  
যতেরাশ্রয়ানং দিশতি ভগবান্ নির্মলমভেৎ ।  
সমালেক্ত সর্বেশং সকল সুখ সন্তাপ লহরী,  
পরীবাহো হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতিঃ ॥ ৪৪ ॥

পূর্কোক্ত শূন্যস্থানে উপবেশনপূর্বক সেই ভগবান্ মহাদেব নির্মলচিত্ত ষোণীবরকে নিরবদ্বি অভিযাত্র সুখা দান ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিতে ছেন। ফলতঃ পরমহংস নামে বিখ্যাত সেই মহাদেব সকল প্রাণির দেহর ও সকল প্রকার সুখতত্ত্বের নিয়ন্ত্ররূপ হইবেন ॥ ৪৪ ॥

শিবস্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ,  
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর পদং কেচিদপরে ।  
পদং দেব্যা দেবী চরণ যুগলানন্দ রসিকা,  
মুদীভ্রা অপানো প্রভৃতি পুরুষস্থান মনলং ॥ ৪৫ ॥

পূর্কোক্ত ঐ শূন্যস্থানকেই শৈবগণ শিবস্থান কহেন এবং বৈষ্ণবগণ পরম পুরুষকে বিষ্ণু তাঁহার নিকতন অর্থাৎ বিষ্ণুধাম বলিয়া অভিধান করেন এবং কোনও উপাসকেরা হরিহরপদ বলেন এবং শাক্তেরা দেবীস্থান ও যুগলানন্দ রসিক ভক্তেরা হংসগৌরীর চরণপদ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং মুদিগণ ও অন্যান্য দার্শনিকেরা ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি পুরুষের নির্মল স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলতঃ যে কোন উপাসক যে কোন নাম রূপের উপাসনা করুন সকলেই আপনঃ ইচ্ছাদেবতাকে ব্রহ্মরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং প্রাণ্ডক্ত ঐ পরম শূন্যস্থান যে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মস্থান তাহা সর্ব-  
ভোক্তাবে সিদ্ধ হইল ॥ ৪৫ ॥



ইহুজানঃ জ্ঞানঃ নিয়ত নিজ চিন্তো নরবরো,  
ন ভূতঃ সংসারে কচিদপি ন বদ্ধ জিহুবনে ।  
সযত্রী শক্তি-সাম্প্রিত মনস স্তম্য কৃতিনঃ,  
নদ্য কন্তুঃ হর্ভুঃ যমতি রতি বাণী সুবিমলা ॥ ৪৬ ॥

যে যোগীবর সহস্রদল পদ্মস্থিত প্রাণ্ডক ব্রহ্মস্থান উত্তমরূপে নিরূপণ  
করিয়া পরমাত্মা চিন্তাপন করেন জন্মমরণ যন্ত্রণাধার এই অসার সংসারে  
জাহাকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং তিনি অর্গ মর্ত্য পাতা-  
লের কোন স্থানেও বদ্ধ করেন না, যে হেতুক সম্যদার দানসিক শক্তি সেই  
কৃতিপুত্রের ক্ষমতাবল্য হয় অতএব তিনি জাহকের সৃষ্টি সংহার করণে সমর্থ-  
শীল করেন অপিচ তিনি আকাশমার্গেও গমন করিতে পারেন এবং জাহার  
বাক্য সুনির্মল ও পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি যাহাকে যাহা কহেন কদাচ  
জাহার অন্যথা হয় না ॥ ৪৬ ॥

অত্রাস্তে শিশু সূর্য্য সোদর কলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী  
শুদ্ধা নীরজ সূক্ষ্ম তন্তু শতধা ভাগৈক রূপা পরা ।  
বিদ্বাদ্যাম সমান কোমল তনু নিভোদিদিতাধোমুখী,  
পূর্ণানন্দ পরম্পরাতি বিগলং পীযুষধারা ধরা ॥ ৪৭ ॥

প্রাণ্ডক সহস্রদল পদ্মমধ্যে নবীন দিনমণি সদৃশ প্রকাশমান এক চন্দ্র-  
কলা বিরাজিতা আছেন, সেই বিশুদ্ধ চন্দ্রকলা ষোড়শ সংখ্যা বিশিষ্ট  
হইলেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু শত ভাগের একভাগরূপা পরমসূক্ষ্মা অথচ বিদ্যা-  
স্থালার ন্যায় কোমল বস্তুবিশিষ্টা হইয়া অধোমুখে প্রকাশমানা আভ্রম  
ঐ চন্দ্রকলা হইতে ছিত্রবৃত্তা কলসীর ন্যায় নিরন্তর পূর্ণানন্দরূপ অমৃতধার  
বিগলিত হইতেছে । অর্থাৎ উভয় মস্তিষ্কের মধ্যভাগে যে এক পরম সূক্ষ্ম  
ধমনী আছে সেই ধমনীই পরমানন্দরসের আকরস্বরূপা হয়েন ; তাহা হইতে  
নিরন্তর আনন্দরস করিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥

নির্কীর্ণাখ্যকলা পরাৎপরতরা সান্তে তদন্তর্গতা,  
কেশাশ্রম্য মহত্ত্বা বিদলিতসৈক্যাংশ রূপা সতী ।  
ভূতানা মবি দৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধো দয়া,  
চন্দ্রাঙ্কিঙ্গ সমান ভঙ্গুরবতী সর্কার্ক তুল্য শ্রভা ॥ ৪৮ ॥

প্রাপ্ত পরমহুঙ্কা চক্রকলার মধ্যভাগে নির্কান্ধা নারী আর এক কলা  
বিরাজিতা আছেন, এই কলা মনুষ্যের কেশাশ্রের সহস্রভাগের একভাগ রূপ।  
পরম হুঙ্কত্বা ও ঘাদন আদিত্যের করণবৎ জ্যোতিষ্মতী ও অর্জুচন্দ্রাকার  
বিশিষ্টা অর্ধচক্রগতসুন্দররূপা। ইহেন অর্থাৎ তাহার প্রকাশাংশের কণে  
বিচ্ছেদ আছে। এই কলা মনঃ প্রাণীর প্রবোধোদেকারিণী ভগবতীকণা  
অধিদেবতা ইহেন। অর্থাৎ যতকণধ্যাতু এই কলাতে জীবের মনঃ সংযুক্ত  
থাকে ততকণপদ্যাতু জীব সচেতন থাকেন এবং এই কলা হইতে মনঃ বিযুক্ত  
হইয়া মাত্রে জীব মোহাক্ষর্যারে আবদ্ধ হইয়া নিদ্রাম অভিভূত হইয়েন এবং  
পুনর্বার এই কলাতে মনঃ সংযোগ হইয়া মাত্রে জীবের প্রবোধোদয় হইয়া  
থাকে ॥ ৪৮ ॥

এতস্মা মধ্যদেশে বিলম্বতি পরমাপূর্বনির্কান  
শক্তিঃ কোট্যাতিতা প্রকাশ্য ত্রিভুবন জননী  
কোটিভাগৈক রূপা । কেশাশ্রম্যাতিগুহ্য নির-  
বধি বিগলিত প্রেমধারা ধরা মা। সর্কোবাঃ জীব-  
ভূতা মুদি মনসি মুদা তত্ত্ববোধঃ বহন্তী ॥ ৪৯ ॥

প্রাপ্ত নির্কান্ধা কলার মধ্যদেশে কোটি হুঙ্কার ন্যায় উজ্জ্বলা ও  
ত্রিভুবনের জননী স্বরূপা অর্ধচক্র কেশের কোটিভাগের একভাগরূপা  
নির্কান্ধা শক্তি আছেন, অতিশয় গুহ্যতমা এই শক্তি হইতে নিরন্তর অমৃত  
ধারা বিগলিতা হইতেছে এবং এই শক্তিই সর্কজীবের প্রাণস্বরূপা ও মূনি-  
গণের মানস আনন্দরসে অভিযুক্ত করিয়া উদ্ভূতান প্রদানের কারণস্বরূপা  
ইহেন ॥ ৪৯ ॥

তস্মা মধ্যান্তরালে শিবপদ মমলং শশ্যাস্তং  
যোগগম্যং মিত্যানন্দাভিধানং সকল সুখময়ং  
শুদ্ধবোধ স্বরূপং । কেচিদ্ধ জ্ঞানভিধানং পরমপি  
সুধিরো বৈষ্ণবঃ তল্লপন্তি, কেচিৎ হংসাখ্যানেতৎ  
কিমপি সূকৃতিনোমেক্ষেমার্গ প্রবোধঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাপ্ত নির্কান্ধা শক্তির মধ্যদেশে মিত্যানন্দ ও মিত্যানন্দাভিধান  
সর্বসুখময় বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপা আত্মযোগগম্য এক শিবস্থান আছে, কোন

মুনিগণ ঐ শিবলীলকে ব্রহ্মস্থান কহেন এবং বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুস্থান ও কোনও  
বুধগণ হঃসাব্য পদ বলিয়া অভিধান করেন ; ফলত ঐ স্থানকে পুণ্যবানু  
যোগীশ্বরের প্রার্থিত মুক্তি-মাগের প্রবেশদক বলিয়া জানিবেন ॥ ৫০ ॥

ভুঙ্কারেণৈব দেবোঃ যম নিয়ম নম্যভ্যাগম্ভীলঃ  
শুশীলো, ক্ষাত্তা শ্রীনাথ বক্তা ১৫ ক্রম মপিচ মহা  
মোক্ষবজ্র প্রকাশঃ । ব্রহ্মদ্বারমা মধো বিরচয়তি  
সত্যং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবো, ভিত্তা তল্লিঙ্গরূপং পবন  
দহনয়ো রাক্ষসৈনৈব তপ্তাঃ ॥ ৫১ ॥

নামগলপে যম নিয়ম অত্যাগম্ভীল যোগী শুদ্ধমুখতইতে প্রকাশস্বরূপ  
মোক্ষমাগ ও ব্রহ্মদ্বারমা কুলকুণ্ডলী দেবীকে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মবজ্র মধো  
জুসাব্য সোপাংগের শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবরূপে যে বজ্র কল্পিত হয় সেইপথে দিয়া  
বায়ু ও তেজ এতদ্ব্যতিরিক্ত আক্রমণদ্বারা সহসা কুলকুণ্ডলী দেবীকে মূল-  
মারগদ্বারস্থত স্বয়ং শিবলীলের মধ্যদেশ ভেদ করতঃ সহস্রদল পদ্মমধো  
আনয়ন করিয়া ভাবনা করিবেন । অর্থাৎ মূলমারগ ব্রহ্মবজ্র দিয়া সহস্র  
দল পদ্মপার্থক যে বজ্র আছে ওক্ষারদ্বারা কুলকুণ্ডলী দেবীকে জ্ঞাত হইয়া  
শিবলীলের মধ্যদেশ ভেদ করতঃ সেই বজ্রদ্বারা সহস্রদল পদ্মে দেবীকে  
আনয়ন পূর্ণক ভাবনা করিবেন ॥ ৫১ ॥

ভিত্তা লিঙ্গত্রয়ং তত্র পরমরস শিবে সূক্ষ্মধারী  
প্রদীপ্তা মা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা ভিত্তিদিব বিলম্বতন্তু  
রূপ স্বরূপা । ব্রহ্মাখ্যায়ঃ শিবরায়ঃ সকল সন্ন-  
গিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ, মোক্ষানন্দ স্বরূপং  
ষট্চরতি সহসা সূক্ষ্মভা লক্ষণেন ॥ ৫২ ॥

যে যেতুক ঐ শুদ্ধসত্ত্বা কুলকুণ্ডলী দেবী মূলমারগ স্বয়ং লিঙ্গ ও ছৎ-  
পদস্থ বাগ্যার্থ লিঙ্গ ও তমসাস্ত্র ইত্যর্থলিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয়কে এবং চিত্রিত্তী  
অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীস্থত বটপদ্মকে ভেদ করত অতি সূক্ষ্ম তন্তুরূপে সহস্রদল  
পদ্মে সজ্জতা হইয়া সর্বদা বিহ্বতের ন্যায় প্রকাশমানা আছেন অতএব সেই  
সূক্ষ্মভা লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হইবামাত্র সাধক মোক্ষনন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত  
হয়েন ॥ ৫২ ॥

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরগা জীবন সাক্ষীং  
 সুধী, মৌক্ষে ধামনি শুক পদ্ম সদলেশৈবেপরে  
 স্বামিনি । দ্যায়ৈদিকলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্য  
 কৃপাং পরাং, যোগাভ্যাসে ওরু পাদপদ্ম যুগলা-  
 লম্বাগ, সমাধৌ যত ॥ ৫৩ ॥

শুকপাদপদ্ম ধ্যান পরায়ণ সুদিমান যোগীশ্রেষ্ঠ নবরসম্বরূপা কুলকুণ্ড-  
 লিনী দেবীকে জীবনস্থাব সচিব সতসঙ্গদল পদ্মমধ্যে শিবসম্বন্ধীয় যৌকধ্যানে  
 আনয়ন পূর্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান করিবেন, যে ছেতুক ইষ্টকল প্রদা-  
 য়িনী ঐ ভগবতীই চৈতনারূপা ও পরাংপরা হয়েন ॥ ৫৩ ॥

নাক্ষত্রাভাঃ পানপানুতং পরশিবাং পীত্বা পুনঃ  
 কুণ্ডলী, পূর্ণাঙ্ক মাতাদয়ঃ কুলপথা মূলে  
 বিশেষঃ সন্দর্শ্য । তাদ্ভাষ্যদ্বয়ং ধরয়া স্থিতমতিঃ  
 সন্তপ্যৈন্দ্রবতঃ, যোগী যোগ পরম্পরা বিদি-  
 তয়া ত্রয়াওতংগে স্থিতং ॥ ৫৪ ॥

পরমাত্মরূপ শিবহইতে ঐ কুলকুণ্ডলিনী সন্দর্শ্য অলঙ্কার পরমাত্ম  
 পান কাব্যে পূর্ণাঙ্কম্বেব উদয়কালিনী হইতে কুলপথদ্বারা যখন পুনর্বার মূলা-  
 ধারপদ্মে প্রবেশ করেন তখন স্তম্ভরূপ যোগী যোগক্রমদ্বারা ঐ দিব্যাত্ম-  
 ধারা জ্ঞাত হইয়া তদ্বারা দেহরূপ ক্ষুদ্র ত্রয়াওতংগ পূর্বকথিত দেবসমুহকে  
 সমাগুরূপে পরিতৃপ্ত করেন ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞাত্বৈতং ক্রমমন্তু তং যতননা যোগী যমাতো-  
 যুতঃ, ত্রিদোক্ষা ওরুপাদপদ্ম যুগলামোদ প্রবা-  
 হোদয়াং । সংসারে নাহিবারতে নহি কদাচিত্  
 সংকীরতে সংকরে, পূর্ণানন্দ পরম্পরাশ্রম-  
 দিতঃ শাস্ত্রঃ সত্যানশ্রী ॥ ৫৫ ॥

যে সংযতমনা যোগী যম নিয়মাদিযুক্ত লইয়া জীমীকী শুকর পাদপদ্ম  
 যুগলে আঘোষ-প্রবাহের উদয়হেতু এতদন্তৃত গুণক্রম জ্ঞাত করেন তিনি  
 আর এই সংসারে জয়প্রাপ্ত করেন না এবং প্রলয়কালেও ক্ষয়প্রাপ্ত করেন  
 না, বরং পূর্ণানন্দভোগে প্রসুখিত হইয়া প্রশান্ত সাধুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে  
 গণ্য করেন ॥ ৫২ ॥

যোহীতে নিশি সঙ্কায়োরথদিবা যোগস্বভাব  
 স্থিতো, যোক্ষ জ্ঞান নিদান যে তদমমং শুদ্ধা  
 সুগুণক্রমঃ । জীমৎ জীমুক্র পাদপদ্ম যুগলা-  
 লয়ী যতাস্তু মর্না, স্তম্যাবশ্যমভীক্ট দৈবতপদে  
 চেতোনরী নৃত্যতে ॥ ৫৩ ॥

যিনি এতদগ্রহু দিবানিশি পাঠ করেন এবং দিবারাত্রি যোগস্বভাবে  
 স্থিত হইয়া জীমুক্র পাদপদ্ম যুগলাবলয়ী হওতঃ যোক্ষজ্ঞানের কারণীভূত ও  
 পরিশুদ্ধ নির্মল যে এতৎ গুণক্রম তাহা জ্ঞাত হইয়া সংযতমনা করেন অতীত  
 দেবতাপদে অতি অবশ্য তঁহার চিত্ত নৃত্য করিতে থাকে ॥ ৫৩ ॥

ইতি জীপূর্ণানন্দ গোস্বামীকৃত ষট্চক্রভেদ গ্রন্থ

সমাপ্ত হইল ।

## যতিপঞ্চক ।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ  
সা তীর্থং বয়া মনি কর্ণিকাটৈ ।  
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা,  
সা কাশিকাং নিজ বোধরূপং ॥ ১ ॥

মনের যে বিষয় ভোগামির তৃষ্ণা-নিবৃত্তি তাহাই পরম শান্তি সেই শান্তি  
রূপিনী মণিকর্ণিকা তীর্থ ও জ্ঞান প্রবাহরূপ আদি গঙ্গাযুক্ত যে বারাণসীক্ষেত্র  
আত্মবোধস্বরূপ সেই বারাণসীক্ষেত্রই আমি হই ॥ ১ ॥

যস্যামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালং,  
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসঃ ।  
সচ্চিদ্রূপং জগদাত্মরূপং,  
সা কাশিকাং নিজ বোধরূপং ॥ ২ ॥

যে বারাণসীক্ষেত্রে মনোবিলাসরূপ ইন্দ্রজাল সদৃশ কল্পিত চরাচর বস্তু  
সমূহ অভিশয় শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং জগতের আত্মা স্বরূপ একমাত্র  
যে বিশেষ্বর তিনিও পরম শোভা পাইতেছেন; আত্মবোধস্বরূপ সেই বারা-  
ণসীক্ষেত্রই আমি হই ॥ ২ ॥

পঞ্চৈষু কোবেষু বিরাজমানা,  
বুদ্ধিৰ্ভবানী শ্রুতি দেহ গেহং ।  
সাক্ষী শিবঃ সৰ্ব্বগতান্তরাত্মা,  
সা কাশিকাং নিজ বোধরূপং ॥ ৩ ॥

যে বারাগনীক্ষেত্রে অন্নমহাদি পাককোষে বুদ্ধিরূপ। অন্নপূর্ণাদেবী নিরন্তর  
বিরাজমানা আছেন এবং সর্বগত অর্থত সন্তানের অন্তরাঙ্গী যে সদাশিব তিনিও  
দেহরূপ প্রাপ্তগুণে বিরাজমান আছেন আত্মবোধস্বরূপ সেই বারাগনীক্ষেত্রেই  
আমি হই ॥ ৩ ॥

কার্য্যং হি কাশাতে কাশী কাশী সর্বং প্রকাশতে  
সং কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা ॥ ৪ ॥

কার্য্যদ্বারা জীবের কাশী অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হয় এবং সেই কাশী  
(জ্ঞান) সকলকে প্রকাশ করেন ; এতদ্ব্যপেক্ষে যিনি জ্ঞানপদার্থকে জানিয়াছেন  
তিনিই কাশিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।  
অথবা, শিবস্থাপনাদি কার্য্যদ্বারা ভাবের কাশীভীর্ণ করা প্রকাশ হয় এবং  
সেই কাশীই শিবস্থাপনাদি কার্য্যদ্বারা সর্বলোককে প্রকাশ অর্থাৎ বিখ্যাত  
করেন, যিনি কাশীকে এতদ্ব্যপেক্ষে মনুপ্রকাশ জ্ঞান বলিয়া জানিয়াছেন  
তিনিই কাশিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বর্ণিতে মুক্ত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত  
হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্রে শরীরঃ চিত্তবান জননী ব্যাপিনী জ্ঞান  
গঙ্গা ভাস্ত্র আচ্ছাদিতঃ গিরেশ্বরঃ জগৎকরণ ধ্যান  
যুক্ত প্রয়াগঃ । অবশেষোহস্তঃ সূর্য্যোঃ সকল জন  
মনঃ সাক্ষী ভূতাভিরাট্মা দেহে বসন্তঃ বদীয়াঃ যদি  
বসতি পুনস্তীর্ণদাতাঃ কিমস্ত ॥ ৫ ॥

এই পাকভৌতিক শরীরকেই কাশীক্ষেত্রে কহে, এবং একবারি জ্ঞানপদার্থ-  
কেই ব্রহ্মাবাপিনী চিত্তাকারিণী গঙ্গা কহা যায় এবং আচ্ছাদিতঃ ও ভাস্ত্র  
গরাভীর্ণ বলিয়া কথিত হয় এবং চিত্ত গুরুতর ধ্যানযুক্ত যে মনের গতি  
অর্থাৎ যে স্থানে ঈড়া পিচ্ছাদি ও হৃদয় মতোঃ সঙ্গমরূপ মূলপ্রদেশ সেই  
ব্রহ্মস্থান ধ্যানরূপ যে মনের গতি থাকাকে গঙ্গা বসুন্ধ্যা সংস্রবীর সঙ্গমরূপ  
প্রয়াগভীর্ণ কহে এবং সূর্য্যজীবের অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ যে কূটস্থ চৈতন্য  
তিনিই বিধেয়বদ হয়েন । এতদ্ব্যপেক্ষে যখন সমুদায় ভীর্ণাদি আবার দেখে  
বসতি করিতেছে তখন পুনর্বার আমার অন্য ভীর্ণগমনের প্রয়োজন কি ॥ ৫ ॥

ইতি ঐশ্বর্য্যভরাট্যাক্রান্ত যতিপঞ্চক সংহিতা ।

## জ্ঞান-সঙ্কলনী ওত্র ।

কৈলাসশিখরাসীনঃ দেবদেবং জগদ্ধাক্ষ ।

পৃস্থতি স্ম মহাদেবী জাহি জ্ঞানং বৃহেশ্বর ॥ ১ ॥

কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট দেবেব দেব এবং জগতের প্রকৃ মহাদেবকে ভগবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন; যে হে বৃহেশ্বর । জ্ঞান কি তাহা আমাকে বহন ॥ ১ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

কৃতঃ সৃষ্টিৰ্ভবেদো নথং সৃষ্টিবিনশাতি ।

ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্জিতং ॥ ২ ॥

হে মহাদেব ! কিরূপে সৃষ্টি হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টি সংহার বর্জিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই বা কিরূপ ইহা আমাকে বিস্তার করিয়া বহন ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

অব্যাক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যাক্তাচ্চ বিনশাতি ।

অব্যাক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টিসংহার বর্জিতং ॥ ৩ ॥

হে দেবি ! তাহা অব্যাক্ত অর্থাৎ ব্যাক্ত নহে তাহাই হইতে সৃষ্টি হয় ও তাহাই হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টি সংহার বর্জিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাও অব্যাক্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ৩ ॥



ওঁ কারাদক্ষরাং সর্কাস্তেতা বিদ্যাশ্চতুর্দশং ।

মন্ত্রপূজা তপো ধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ ॥ ৪ ॥

প্রথম (ওঁকার অতি মহত্ত্ব) হইতে চতুর্দশ বিদ্যা হয় এবং মন্ত্র পূজা  
কপস্যা ধ্যান কর্ম্ম এই ও অকর্ম্ম এই সমুদ্বয় তাহা হইতে হয় ॥ ৪ ॥

যড়জং বেদচত্বারি যীমানা ন্যায় বিস্তরঃ ।

ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাণি এতঃ বিদ্যাশ্চতুর্দশঃ ॥ ৫ ॥

অপিচ যড়জ চারি বেদ যীমানা ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি সেই  
চতুর্দশ বিদ্যা বলিয়া কথিত আছে ॥ ৫ ॥

তাবদ্ধিজ্ঞা ভবেৎ সর্কা ন্যাত্তজ্ঞানং ন জায়তে ।

তদ্রজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্ব সর্কবিদ্যা স্থিরা ভবেৎ । ৬ ॥

যাবৎ কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ওঁ সমস্ত বিদ্যাতে  
বিজ্ঞা (জ্ঞান জ্ঞাত্বার অধিকার) হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পর লাভ হইলে  
সকল বিদ্যা স্থিরা হয়েন ॥ ৬ ॥

বেদশাস্ত্র পুরাণাণি সামান্যগনিকা ইব ।

যা পুনঃ শাস্ত্রবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৭ ॥

বেদশাস্ত্র ও পুরাণসমূহ সামান্য গনিকার ন্যায় বিজ্ঞ যাহা শাস্ত্রবী বিদ্যা  
তাহা কুলবধূর ন্যায় গোপনোন্ম ॥ ৭ ॥

দেহস্থাঃ সর্কবিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্কদেবতাঃ ।

দেহস্থাঃ সর্কতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভাতে ॥ ৮ ॥

সকল বিদ্যা ও সকল দেবতা ও সকল তীর্থই দেহস্থা (দেহেতে স্থিতি  
করেন), কলতঃ সেই সকল তীর্থাদির জ্ঞান গুরুবাক্য দ্বারা লভা হয় ॥ ৮ ॥

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্য নৌককল্পী ভবেৎ ।

ধর্ম্মকর্ম্ম তথা জপমেতৎ সর্কং নিবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

একক যজুৰ গণের যে অধ্যায়বিদ্যা ( অ'নুবিদ্যক বিদ্যা ) তাহা সোঁখা ও  
যোককরী ; কেননা তাহা হইতেই ধর্ম কর্ম অপারি সকল নিবর্ত হয় ॥ ৯ ॥

কাক্তমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পো গন্ধঃ পরোমৃতঃ ।

দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপ বিবর্জিতঃ ॥ ১০ ॥

যেদ্রুপ কাক্তের মধ্যে বহ্নি ও পুষ্পমধ্যে গন্ধ এবং জলের মধ্যে অমৃত  
থাকে তদ্রূপ দেহের মধ্যে যে দেবতা আছেন তিনি পুণ্যপাপ বিব-  
র্জিত ॥ ১০ ॥

ঈড়া ভোগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী ।

ঈড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুযুমা চ সরস্বতী ॥ ১১ ॥

ঈড়া নাড়ী, ভোগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী এবং ঈড়া পিঙ্গ-  
লার মধ্যে যে সুযুমা নাড়ী আছে তাহাই সরস্বতী ॥ ১১ ॥

ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে ।

তত্র জ্ঞানং প্রকুর্বাত সর্বপাপৈঃ এমুচ্যতে ॥ ১২ ॥

যে স্থানে সেই ত্রিবেণীর ( ঈড়া পিঙ্গলা সুযমার ) সঙ্গম আছে সেই  
স্থানের নাম তীর্থরাজ ( প্ররাজ ) তাহাতে জ্ঞান করিলে (মনঃসংযোগ করিলে)  
জীব সকল প্রকার পাপহইতে মুক্ত হইবেন ॥ ১২ ॥

দেবুবাচ । দেবী কহিরাছিলেন ।

কীদৃশী খেচরীমুক্তো বিদ্যা চ শাস্ত্রবী পুনঃ ।

কীদৃশ্যাধ্যাত্ম বিদ্যা চ তন্মৈ জ্ঞানং মহেশ্বর ॥ ১৩ ॥

হে মহেশ্বর । খেচরীমুক্তা ও শাস্ত্রবী বিদ্যা এবং অধ্যাত্ম বিদ্যা কি রূপ  
তাহা আমাকে কহন ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

মনঃ স্থিরঃ যন্ত বিনাবলম্বনং  
বায়ু স্থিরো যন্ত বিনা নিরোধনং ।  
দৃষ্টিঃ স্থিরা যন্ত বিনাবলোকনং  
স্যা এব মুক্তা বিচরন্তি খেচরী ॥ ১৪ ॥

যাকার কোন বস্তুর অবলম্বন ব্যতিরেকে মনঃ স্থির হয় এবং নিরোধ  
ব্যতিরেকে বায়ু স্থির হয় এবং অবলোকন ব্যতিরেকে দৃষ্টি স্থিরা হয় তাহার  
সেই বিদ্যাই খেচরীমুক্তা ॥ ১৪ ॥

বালস্য মুখ্যস্য যথৈব চেতঃ  
স্বপ্নেন হিনোহপি করোতি নিদ্রাং ।  
ততো গতঃ পথো নিরাবলম্বঃ  
স্যা এব বিদ্যা বিচরন্তি শাক্তবী ॥ ১৫ ॥

যেৰূপ বালকের এবং মুখের মনঃ শয়ন বিহীন হইলেও নিদ্রাভিভূত হয়  
সেইরূপ যাহার অবলম্বন ব্যতিরেকে পথে গমন হয় তাহারি সেই বিদ্যা  
শাক্তবী ॥ ১৫ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

দেবদেব জগন্নাথ জ্ঞানি মে পরমেশ্বর ।।  
দর্শনানি কথং দেব ভবান্ত চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥

হে দেবের দেব জগন্নাথ ! হে পরমেশ্বর ! দর্শনাদি শাস্ত্র সমূহ বে পৃথক  
হয় তাহা কি প্রকার আদাকে কহুন ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

ত্রিদণ্ডী চ ভবেত্তন্তো বেদাভ্যাগরতঃ সদা ।  
প্রকৃতিবাদরতা শাস্ত্রা বৌদ্ধাঃ শূন্যাত্ত্ববাদিনঃ ॥ ১৭ ॥

বাহারী সর্বদা বেদান্তাসে রত তাহার। ত্রিদত্তী নামক তত্ত্ব আর বাহার।  
প্রকৃতিবাদী তাহার। শাক্ত এবং বৌদ্ধ সকল শূন্যবাদী ॥ ১৭ ॥

অতোহী গামিনো যো বা তত্ত্বজ্ঞা অপি তাদৃশাঃ ।

সর্বং নাস্ত্যতি চার্বাকা জম্পাস্তি বিষয়াশ্রতাঃ ॥ ১৮ ॥

এবং বিষয়াসক্ত চার্বকেরা তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ হইলেও তাহার। নাস্ত্যীতিবাদী  
অর্থাৎ তাহার। নাশ্তিক হইয়া শূন্যতোরক্ত পরমাশ্রয় অস্তিত্ব স্বীকার  
করেনা ॥ ১৮ ॥

উমা পৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ডব্রহ্মণ লক্ষণং ।

পঞ্চভূতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৯ ॥

উমা জিজ্ঞাস করিতেছেন হে দেব ! পিণ্ডব্রহ্মণের লক্ষণ এবং পঞ্চভূত  
ও পঞ্চবিংশতি গুণ কিপ্রকারে হইয়াছে তাহা আমাকে কহুন ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বর উত্তর । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

অস্তিমাংসং নখকৈব শুণ্ণোমানি চ পঞ্চমং ।

পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২০ ॥

অস্থ মাংস নখ ত্বক ও লোমসকল এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ বলিয়া যে  
কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয় ॥ ২০ ॥

শুক্রে শোণিত মজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমং ।

অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২১ ॥

শুক্রে শোণিত মজ্জা মল ও মূত্র এই পঞ্চ জলের গুণ বলিয়া যে কথিত  
আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয় ॥ ২১ ॥

নিদ্রা স্মৃধা ত্বদ্যৈব ক্রান্তিরালস্য পঞ্চমং ।

তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২২ ॥

নিহা সূর্য্য তৃষ্ণা ক্রান্তি ও আলসা এই পঞ্চ ভেজের গুণ বলিয়া যে কথিত  
আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত ॥ ২২ ॥

ধারণং চালনং ক্লেপং সংকোচং প্রসারণত্বা ।

বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৩ ॥

ধারণ চালন ক্লেপন সংকোচ ও প্রসারণ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ বলিয়া যে  
কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয় ॥ ২৩ ॥

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং ॥

মভ্যঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধ মোহলজ্জা ও লোভ এই পঞ্চ আকাশের গুণ বলিয়া যে  
কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয় ॥ ২৪ ॥

আকাশাং জায়তে ঘায়ুর্য্যোক্ত্বং পদ্যতে রবিঃ ।

রবেকুং পদ্যতে ত্যোঃ ত্যোরাহুং প্যতে বহী ॥ ২৫ ॥

আকাশ হইতে বায়ু জন্মে এবং বায়ু হইতে তেজঃ তেজো হইতে জল  
এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

বহী বিলীয়তে ত্যোঃ ত্যোঃ বিলীয়তে রবৌ ।

রবিবিলীয়তে বায়ৌ বায়ু বিলীয়তে ভূং খে ॥ ২৬ ॥

অগ্নিচ পৃথিবী জলেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং জল তেজেতে লয় পায়,  
বায়ুতে তেজের লয় হয় এবং বায়ু অকাশে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

পঞ্চতত্ত্বাং ভবেনং সৃষ্টিস্তত্ত্বাং তত্ত্বং বিলীয়তে ।

পঞ্চতত্ত্বাং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং ॥ ২৭ ॥

এই পঞ্চতত্ত্ব (সংকাশ) হইতে সৃষ্টি হয় এবং এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই তত্ত্ব  
লয় পায়। এবং এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে যিনি স্রষ্টৃত্ব করেন তাঁহাকেই  
তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন বলিয়া জানিবেন ॥ ২৭ ॥

স্পর্শনিঃস্পর্শং চৈব স্রোতঃ চক্ষুশ্চ শ্রোতরং ।  
গন্ধেদ্রিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধন্যমিদ্রিয়ং ॥ ২৮ ॥

স্পর্শনিঃস্পর্শ, বসনা, স্রোত, চক্ষু ও কণা এই গন্ধেদ্রিয়ের পঞ্চ তত্ত্ব । কিন্তু  
এক মাত্র মনকে এই সকল ইন্দ্রিয়ের কারণ বলিয়া জানিবেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতং ।  
সাকারাম্ভ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ২৯ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই এই দেহের মধ্যে ব্যবস্থিত আছে কিন্তু ইহার মধ্যে যে  
সমস্ত সাকার বস্তু আছে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নিরাকার পদার্থের নশ  
হয় না ॥ ২৯ ॥

নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ ।  
তস্মাৎ সর্বং ক্রমতঃ সাকারন্তু পরিত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

কলমঃ বাহ্যর মনঃ নিরাকার সেই ব্যক্তি নিরাকার ব্রহ্মসদৃশ হয় তদ্বি-  
মিত বৃত্তান্তম্বে সাকার বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ৩০ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

আদিনাথ ময়ি জাহি গুণধাতুঃ কথং ভবেৎ ।  
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

হে আদিনাথ ! গুণ ধাতু কিরূপ এবং আত্মা ও অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাই  
যা কি প্রকার তাহা আমাকে কহন ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

শুদ্ধে শোণিত মজ্জাচ যেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমং ।  
অস্থিষ্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

শুক্ৰ শোণিত মজ্জা মেনঃ মাংস অস্থি ত্বক্ এই সপ্ত ধাতু শরীরের মধ্যে  
ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ এই সপ্ত ধাতুদ্বারা দেহ নিৰ্মিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

শরীরকৈবল্যমাশ্রয়নমন্তরাশ্রা ননো ভবেৎ ।

পরমাশ্রা ভবেৎ শূন্যং ননো বত্র বিলয়তে ॥ ৩৩ ॥

শরীরকে আশ্রা এবং অন্তরাশ্রকে মনঃ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন এবং পর-  
মাশ্রা শূন্য পদার্থ বাহাতে মনের পতন হয় ॥ ৩৩ ॥

রক্তধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা ॥

শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রানো গর্ভপিতা প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

রক্তধাতু বাতা ও শুক্রধাতু পিতা এবং শূন্যধাতু প্রাণ হয়েন এই সমস্ত  
দ্বারা গর্ভপিতা জন্মে ॥ ৩৪ ॥

দেবুবাচ । ভগবতা কহিয়াছিলেন ।

কথমুৎপদাতে বাচঃ কথং বাচা বিলীয়তে ।

বাক্যস্য নিৰ্ণয়ঃ ক্রাণি পশ্য জ্ঞানং মুদাহর ॥ ৩৫ ॥

হে মহাদেব ! কিরূপে বাক্য উৎপন্ন হয় এবং বাক্যের দ্বারা কিরূপে মনের  
লয় হয় এতদ্রূপ বাক্যের নিৰ্ণয় আমাকে বিস্তার করিয়া কহুন ॥ ৩৫ ॥

ঐশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

অব্যক্তা জ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাহুৎ পদাতে মনঃ ।

মনসোৎপদাতে বাচঃ মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন উৎপন্ন হয়, মনের দ্বারা বাক্য  
উৎপন্ন হয় এবং সেই বাক্যের দ্বারা মন লয় পায় ॥ ৩৬ ॥

দেব্যাবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শশী ।  
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

হে মহাদেব ! কোন স্থানে সূর্য্য বাস করেন এবং কোন স্থানে চন্দ্র  
বাস করেন এবং কোন স্থানে বায়ু বাস করেন এবং কোন স্থানে মনঃ বাস  
করেন ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

ভালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নান্ভিমূলে দিবাকরঃ ।  
সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

ভালুমূলে চন্দ্র ও নান্ভিমূলে সূর্য্য স্থিত করেন এবং সূর্য্যাগ্রে বায়ু ও  
চন্দ্রাগ্রে মনঃ বাস করেন ॥ ৩৮ ॥

সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তঃ চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে ।  
এতদযুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভাতে ॥ ৩৯ ॥

হে প্রিয়ে ! সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে প্রাণ বাস করেন । হে মহা-  
দেবি ! এই যুক্তি গুরুবাক্যদ্বারা লভা হয় ॥ ৩৯ ॥

দেব্যাবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শিবঃ ।  
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালঃ জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

কোন স্থানে শক্তি ও কোন স্থানে শিব ও কোন স্থানে কাল বাস করেন  
এবং কালের দ্বারা জরা জন্মে তাহা আমাকে কহন ॥ ৪০ ॥



ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

পাতালে বসতে শক্তি ত্রাঃ ৩৬ বসতে শিবঃ ।

অন্তরীক্ষে বসেৎ কাঃ জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪১ ॥

পাতালে শক্তি, ত্রকাণ্ডে শিব এবং অন্তরীক্ষে কাল বাস করেন ; সেই কালের দ্বারা জরা জন্মে ॥ ৪১ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

আহারং কাজ্জতে কামো ভুঙ্কতে পিবতে কথং ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তৌচ কো বাসো প্রতীবুদ্ধ্যতি ॥ ৪২ ॥

কোন ব্যক্তি আহার আকাজ্জক করে ও কে বা ভোজন করে এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত অবস্থাতে জাগ্রৎ কে থাকে ॥ ৪২ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

আহারং কাজ্জতে প্রাণো ভুঙ্কহেহপি হুতাশনঃ ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তৌচ বায়ুশ্চ প্রতীবুদ্ধ্যতি ॥ ৪৩ ॥

প্রাণ আহার আকাজ্জক করেন ও অগ্নি ভোজন করেন এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত এই তিন অবস্থাতে বায়ু জাগ্রত থাকেন ॥ ৪৩ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

কোবা করোতি কৰ্ম্মাণি কোবা লিপ্যত পাতকৈঃ ।

কোবা করোতি পাপানি কোবা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

কে কৰ্ম্ম করে এবং কে পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং কে পাপ করে এবং কোন ব্যক্তিই বা পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

শিব উবাচ । শিব কহিয়াছিলেন ।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপোত পাতকৈঃ ।  
মনশ্চ তন্মনা ভুত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

মনঃ পাপ করে এবং মনঃ পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনক না  
হইলে পুণ্য এবং পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥

দেব্যাবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ ।  
কার্যস্য কারণং জাহি কথং কিঞ্চ প্রসাদনং ॥ ৪৬ ॥

জীব কি প্রকারে শিব হইতেছে এবং কার্যের কারণ ও কিরূপে প্রসন্নতা  
লাভ হয় তাহ, আমাকে বহন ॥ ৪৬ ॥

শিব উবাচ । শিব কহিয়াছিলেন ।

ভ্রান্তি বদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।  
কার্যং হি কারণং ত্বঞ্চ পুনর্বোধো নিশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

ভ্রান্তিরাহী জীব বদ্ধ এবং ভ্রান্তিমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন । তুমি  
( প্রকৃতি ) কার্য এবং কারণ সকল বিস্তৃত জ্ঞান কেবল বিশেষ হয় ॥ ৪৭ ॥

মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র সাক্ষতঃ ।  
ইদং তার্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি ভ্রামণা জনাঃ ॥ ৪৮ ॥

শিব অন্য স্থানে ও শক্তি অন্য স্থানে এবং সাক্ষত অন্য স্থানে আছেন  
মনে করিয়া ভ্রমোন্মত্ত লোক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ একজণ্ড ভ্রমেতে  
আচ্ছন্ন হইয়া সর্বত্র পরিভ্রমণ করে ॥ ৪৮ ॥

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষ বরান ॥ ৪৯ ॥

হে বরাননঃ ! জীব অক্ষুণ্ণীৰ্ণ জ্ঞাত মহে অভ্যর্থকি প্রকারে মোক্ষ  
প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫০ ॥

ন বেদং বেদমিত্যাহ্বেদো ব্রহ্ম সনাতনং ।

ব্রহ্মবিদ্যারতো যন্ত স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০ ॥

বেদকে বেদ বলি না কিছু সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ব্রহ্ম তিনিই বেদ  
এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে রত সেই ব্যক্তিই বিপ্র ও বেদ পারগ ॥ ৫০ ॥

মান্বত্বা চতুরো বেদানু সর্কশাস্ত্রাণি টৈবহি ।

সারস্ত্ব যোগিনঃ পাতাস্তক্রৈ পিবন্তি পণ্ডিতা ॥ ৫১ ॥

চারি বেদ ও সর্কশাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগীগণ তাহার নবনীতস্বরূপ সার  
ভাগ পান করিয়াছেন কিন্তু তাহার অসারভাগ যে ব্রহ্ম (মোল) তাহাই  
ইদানীন্তন পণ্ডিত সকলে পান করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

উচ্ছ্রিক্তং সর্কশাস্ত্রাণি সর্কবিদ্যা মুখেমুখে ।

নোচ্ছ্রিক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ং ॥ ৫২ ॥

সকল শাস্ত্রই উচ্ছ্রিক্ত হইয়াছে এবং সকল বিদ্যাও মুখেই রহিয়াছে কিন্তু  
চৈতন্যস্বরূপ অব্যক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উচ্ছ্রিক্ত হয় নাই ॥ ৫২ ॥

নতপস্তপ ইত্যাহ্ ব্রহ্মচর্যং তপোভ্রমঃ ।

উর্দ্ধরেতা ভবেদমন্ত স দেবো ন তু মানুষ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

তপস্যাতে তপস্যাবলি না কিছু ব্রহ্মচর্যই উত্তম তপস্যা অর্পিত যে জন  
উর্দ্ধরেতা হয় অর্থাৎ যাহার রেতা পতন হয় না সেই জন দেবতা কিন্তু মানুষ্য  
নহেন ॥ ৫৩ ॥

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহ্ ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ ।

তস্য ধ্যান প্রসাদেন সৌখ্যং নৌক্ষ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ধামকে ধাম বলি না কিন্তু শূন্যগত যে মনঃ তাহাই ধাম কেননা সেই  
ধামের প্রসঙ্গে জীবের স্থখ এবং যোক হয় ইহাতে সংশয় নাই । ৫৪ ॥

ন হোমঃ হোমমিত্যাভুঃ সমাধৌ তত্তু ভুয়তে ।  
ব্রহ্মণৌ হুয়তে শ্রাগঃ হোমকর্ম্য তদুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যজ্ঞেতে যে হোম হয় সে হোমকে হোম বলি না ; কিন্তু সমাধিকালে ব্রহ্ম  
রূপ অগ্নিতে যে শ্রাগরূপ হুতের হোম হয় তাহাকেই হোমকর্ম্য কহি ॥ ৫৫ ॥

পাপকর্ম্য ভবেন্তুবাং পুণ্যকর্ম্য প্রবর্ততে ।  
তস্মাৎসর্ব প্রভুনে তদ্ভ্যাপ্য ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৫৬ ॥

পাপ এবং পুণ্যকর্ম্য সাধাইতেছে এবং যাহা হইবার তাহা অবশ্য হই-  
বেই হইবে অতএব হুতের সমস্ত প হুতেরা যেই জব্যো পাপকর্ম্য উপাস্ত  
হয় সেই সেই জব্যো পাপতাগ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

যাবদ্বর্ণঃ কুলং সর্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ।  
ব্রহ্মাজ্ঞানং পদং জাত্বা সর্ববর্ণ বিবর্জিতঃ ॥ ৫৭ ॥

যদবধি জ্ঞান না জন্মে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য  
শূত্র এবং কুল এই সকলেই অভিমান থাকে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্রে বর্ণ  
এবং কুল এতদ্ভুতের অভিমান পরিত্যক্ত হয় ॥ ৫৭ ॥

দেবু বাচ । দেবী কহিয়াছিলেন ।

যজ্ঞুরা কথিতং জ্ঞানং নাহং জ্ঞানামি শক্যম্ ।  
নিশ্চয়ং জ্ঞাহি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৫৮ ॥

হে শকর ! হে দেবেশ দেব মহাদেব ! আপনি যে জ্ঞান কহিলেন তাহা  
আমি জ্ঞাত হইলাম না ; সম্ভ্রান্ত মন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা আ-  
মাকে কহন ॥ ৫৮ ॥

শঙ্কর উবাচ । শঙ্কর কহিয়াছিলেন ।

মনো যাক্যং তথা কৰ্ম্য তৃতীয়ং যত্র লীয়তে ।

বিনা স্বপ্নঃ যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

মন যাক্য ও কৰ্ম্য এই তিন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় ; অপরহিত মিত্রার  
ন্যায় অর্থাৎ স্বপ্নপ্রকালের ন্যায় সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহা যায় ॥ ৫৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শাস্ত্র চিন্তা নিদ্রা বিবর্জিতঃ ।

বালভাব স্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

যে জ্ঞানে মনুষ্য একাকী এবং নিস্পৃহ ও শাস্ত্র এবং চিন্তা নিদ্রা বিব-  
র্জিত ও বালকের ন্যায় অতাববিশিষ্ট হয় সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহা  
যায় ॥ ৬০ ॥

ক্লোকাভ্যন্তর্য প্রাক্ষ্যাদি বস্তুরূপং তদ্ব্যবশিভিঃ ।

সর্বকোত্তা পারম্যযোগো ব্রহ্মজ্ঞানো যোগ উচ্যতে ॥ ৬১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানবর্জক যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা আমি সংক্ষেপ করিয়া কহি-  
তেছি তুমি মনোযোগ পূরক অবগত কর । যৎকালে মনুষ্য সমস্ত চিন্তা পরি-  
ভাগ করেন তৎকালে তাহার সেই মনের লয়াবস্থাই যোগ বলিয়া কথিত  
হয় ॥ ৬১ ॥

নির্মিষঃ নিমিষার্দ্ধঃ বা সমাধিনিধিগচ্ছতি ।

শতজন্মার্জ্জ্বলিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তি নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধ কালও সমাধি প্রাপ্ত হয়েন তাহার শত  
জন্মার্জ্জ্বলিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬২ ॥

দেবীবাচ । দেবী কহিয়াছিলেন ।

কণা নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কণা নাম ভবেচ্ছিব ।

এতন্মে ক্রুহি ভো দেব পশ্চাৎ জ্ঞানং প্রকাশয় ॥ ৬৩ ॥

হে দেব ! শক্তি কাহার নাম এবং শিবই বা কে তাহা আমাকে কহিয়া  
জ্ঞান প্রকাশ করুন ॥ ৬৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

চলচ্ছিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচ্ছিত্তে বসেৎ শিবঃ ।  
স্থিরাচন্তো ভবেদেবী স দেহস্থোহপি সিদ্ধাতি ॥ ৬৪ ॥

হে দেব ! চলচ্ছিত্তে শক্তি ও স্থিরচ্ছিত্তে শিব বাস করেন । যে ব্যক্তি  
স্থিরচিত্ত হয় তিনি দেহস্থ হইলেও সিদ্ধ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৪ ॥

দেবীবাচ । দেবী কহিয়াছিলেন ।

কস্মিন্ স্থানে ত্রিংশক্তিঃ বট্ চক্রঃ তথৈব চ ।  
একবিংশতি ত্রিকাণ্ডং সপ্তপাতালমেব চ ॥ ৬৫ ॥

দেহের কোন স্থানে ত্রিংশক্তি এবং বট্ চক্র ও একবিংশতি ত্রিকাণ্ড ও  
সপ্তপাতাল বাস করেন তাহা আমাকে কহুন ॥ ৬৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

উর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্গুদঃ ।  
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনং ॥ ৬৬ ॥

উর্দ্ধশক্তি কণ্ঠ এবং অধঃশক্তি গুহাদেশ ও মধ্যশক্তি নাভি, যিনি এই  
তিন শক্তির অতীত হইবেন তিনিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম ॥ ৬৬ ॥

আধারং গুহচক্রস্তু সাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং ।  
ননিপুরং নাভিচক্রং হৃদয়স্তু অনাহতং ॥  
বিশুদ্ধং কণ্ঠচক্রস্তু মুর্দ্ধঞ্চ মহামদলং ।  
চক্রভেদং ময়া খ্যাতং চক্রাতীতং নমো নমঃ ॥ ৬৭ ॥

ওহ্যপ্রদেশে অধার চক্র, দিগ্ধ সমবেশে সার্থিত্ব চক্র, নাভিদেশে  
 মণিপূর চক্র, করণে অনাহত চক্র, নষ্টদেশে বিশুদ্ধচক্র ও যস্মকে সংজ্ঞাদল  
 নামক চক্র, অতঃ অধি অধ্যাক্ষে এই চক্রভেদ কহিলাম বিস্ত্র যিনি চক্রাভিত  
 তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬৭ ॥

কারোহীকঃ ত্রক্ষলোকঃ স্বধঃ পাতাল মেবচ ।

উর্দ্ধমূলমধঃ সাগ্রং ব্রহ্মাকারং কলেবরং ॥ ৬৮ ॥

শরীরের উর্দ্ধ প্রদেশকে ত্রক্ষলোক ও অধোভাগকে পাতাল বলিয়া  
 জানিবেন এবং উর্দ্ধমূলে মূখ ও অধোদেশে অগ্রভাগযুক্ত এই শরীর  
 ব্রহ্মাকার ॥ ৬৮ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন ।

শিব শঙ্কর ঐশান জ্জিহ্বে পরমেশ্বর ।

দশবায়ুঃ কথং দেব দশদ্বারানি টৈব হি ॥ ৬৯ ॥

হে শিব, হে শঙ্কর, হে ঐশান, হে পরমেশ্বর, হে দেব । দশ বায়ু কি  
 ঐক্যে স্থিতি করেন এবং দশ দ্বারই বা কি কি তাহা আমাকে কহন ॥ ৬৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

জ্বদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ু রূপানো গুদসংস্থিতঃ ।

সমানো নাভিদেশেতু উদানঃ কণ্ঠমাস্রিতঃ ॥ ৭০ ॥

জন্মের প্রাণবায়ু স্থিতি করেন এবং অপানবায়ু ওহ্যদেশে থাকেন ।  
 সমানবায়ু নাভিদেশে উদানবায়ু কণ্ঠদেশে স্থিতি করেন ॥ ৭০ ॥

ব্যানঃ সর্কগতো দেহে সর্কগাত্রেসু সংস্থিতঃ ।

নাগ উর্দ্ধগতো বায়ুঃ কুর্ঘস্তার্গণি সংস্থিতঃ ॥ ৭১ ॥

যান বায়ু সর্ঙ্গগারে স্থিতি করেন এবং নাগবায়ুকে উর্জগত ও কুর্জ বায়ুকে  
ভীর্ণাশ্রিত বলিয়া জানিবেন ॥ ৭১ ॥

ক্রুরঃ ক্ষোভিতঃ চৈব দেবদত্তোহপি জম্বুনে ।

ধনঞ্জয় নাদবোষে নিবিশেক্ষৈব শাম্যতি ॥ ৭২ ॥

ক্রুরবায়ু ক্ষোভনে স্থিতি করেন দেবদত্ত বায়ু জম্বুণে ( হাইড্রোলনে )  
ও ধনঞ্জয় বায়ু নাদবোষে প্রবেশ করেন ॥ ৭২ ॥

এতে বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ ।

নবদ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে ॥ ৭৩ ॥

যোগিগণের যোগসম্মত এই দশ বায়ু আলম্বন শূন্য । এবং দুই চক্ষুঃ  
দুই কণ, দুই নাশিকা, মুখ ও শুভ্রা ও লিঙ্গ এই নবদ্বার প্রত্যক্ষ এবং মন  
দশম দ্বার বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭৩ ॥

দেবুবাচ । ভগবতী কহিলেন্নাছিন ।

নাড়ীভেদঞ্চ যে ক্রুহি সর্ঙ্গগাত্রেষু সংস্থিত ।

শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশনাড়িকা ॥ ৭৪ ॥

হে মহাদেব ! সর্ঙ্গগাত্রেষু স্থিতা যে নাড়ীসমূহ তাহা উক্ত ককন এবং  
কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে যে দশ নাড়ী প্রসূতা হইয়াছে তাহাও আমাকে  
কহন ॥ ৭৪ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

ঈড়াচ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্জগামিনী ।

গাক্ষারী হস্তিজিহ্বাচ প্রসরাগমনায়তা ॥ ৭৫ ॥

অলম্বুয়া বশাচৈব দক্ষিণাঙ্গে সমস্থিতা ।

কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবাস্তিতা ॥ ৭৬ ॥



হে দেবি ! ঈড়া পিঙ্গলা ও সূর্য্য। উর্দ্ধগামিনী এই তিন নাড়ী এবং হস্তি  
জিহ্বা গাক্ষরী ও প্রসবা এই তিন স্নাতস্থাপকা নাড়ী এবং অনল, বা ও  
যশা এই সমস্ত নাড়ী মক্ষিগাদি এবং বুদ্ধ ও শাস্ত্রানী এই দুই নাড়ী বামাদে  
অবস্থিত করিতেছে ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

এতাহু দশনাড়ীষু নান্যনাড়ী প্রসূতিকারঃ ।

দ্বিসপ্ততি সহস্রাণ শরীরে নাড়ীকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥

এই দশ নাড়ী হইতেই নান্য নাড়ী প্রসূতা হইয়াছে অর্থাৎ শরীরের  
মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রসূতিক নাড়ী প্রসবী আছে ॥ ৭৭ ॥

এতাং যো নিবৃত্তে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ ।

জ্ঞাননাড়ী ভবেদেবি যোগানাম সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৭৮ ॥

হে দেবি ! এই সমস্ত নাড়ী যে যোগী জাত হইয়াছেন সেই যোগীই  
যোগজ্ঞঃ; এতদ্ব্যতীত জ্ঞাননাড়ী যোগিগণের সিদ্ধিদায়িনী হইবেন ॥ ৭৮ ॥

দেবুবাচ । দেবী কহিয়াছিলেন ।

ভূতনাথ মহাদেব জাহি মে পরমেশ্বর ।

ত্রয়োদেবাঃ কথং দেব ত্রয়োভাবাত্রয়োঞ্গনাঃ ॥ ৭৯ ॥

হে ভূতনাথ ; হে মহাদেব, হে পরমেশ্বর । তিন দেবতা কি প্রকার এবং  
হে দেব । তাঁহাদিগের তিন ভাব ও তিন ঞ্গইবা কি প্রকার তাহা আমাকে  
কহন ॥ ৭৯ ॥

শিব উবাচ । শিব কহিয়াছিলেন ।

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ ।

ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োঞ্গনাঃ ॥ ৮০ ॥

রজোভাবেতে ব্রহ্মা এবং সত্ত্বভাবেতে হরি ও ক্রোধ ভাবেতে রুদ্রস্থিতি  
করেন । এই তিন দেবতাই এই তিন ঞ্গ ॥ ৮০ ॥

একমুর্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মদ্বিমুখহেশ্বরীঃ ।

নানাভাবং মনো বস্য তস্য মূর্তির্ন জায়তে ॥ ৮১ ॥

ব্রহ্মা দ্বিমুখ হহেশ্বর এই তিন দেবতা এক মূর্তি ইহাতে বাহার মনে নানা ভাবোপস্থিত হয় তাহার মূর্তি হয় না ॥ ৮১ ॥

বীর্য্যাক্রপী ভবেন্দ্রব্রহ্মা বায়ুরূপস্থিতো हरिঃ ।

মনোরূপস্থিতোরুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥ ৮২ ॥

বীর্য্যাক্রপী ব্রহ্মা হয়েন এবং বায়ুরূপে হরি স্থিতি করেন এবং মনোরূপে রুদ্র অবস্থিতি করেন এই তিন দেবতাই এই তিন গুণ ॥ ৮২ ॥

দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবস্থিতো हरिঃ ।

আগ্নি ভাবস্থিতোরুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥ ৮৩ ॥

দয়াভাবে ব্রহ্মা স্থিতি করেন এবং শুদ্ধ ভাবে হরি ও অগ্নিভাবে রুদ্র স্থিতি করেন এই তিন দেবতাই তিন গুণ ॥ ৮৩ ॥

একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বচরাচরং ।

নানাভাবং মনো বস্য তস্য মূর্তির্ন জায়তে ॥ ৮৪ ॥

এই সকল চরাচরময় জগৎ এক ব্রহ্ম হইতে হয় ইহাতে বাহার মনে নানা ভাবোদয় হয় তাহার মূর্তি হয় না ॥ ৮৪ ॥

অহং সৃষ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং हरिঃ ।

অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনং ॥ ৮৫ ॥

আমি সৃষ্টি এবং আমিই কাল আমিই ব্রহ্মা, আমিই হরি, আমিই রুদ্র আমিই আকাশ এবং আমিই সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন ব্রহ্ম ॥ ৮৫ ॥

অহং সর্ব্বাত্মকং দেবি নিষ্কামো গগণোপমঃ ।

স্বভাবনিষ্ঠলং স্থানুং স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

হে দেবি ! আমি সৰ্বস্বরূপ ও নিষ্কাম এবং আকাশ সদৃশ শুদ্ধ অতীব  
নির্মল মনের স্বরূপ যে ব্রহ্ম ত্বাহার আমি ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮৬ ॥

জিতেন্দ্রিয়ো ভাবঃ শরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিত ।

সত্যবাদী ভদ্রেদ্বক্তো দাতা ধীরহিতে রতঃ ॥ ৮৭ ॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং শূর, ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, দাতা  
অথচ পণ্ডিতের হিতে রত সেই ব্যক্তিই ভক্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মার্থ্যং তপোমূলং ধর্মমূলং দয়া স্মৃতা ।

তস্যাং সর্বপ্রযত্নেন দয়া ধর্ম্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

তপস্যার মূল ব্রহ্মার্থ্য এবং ধর্মের মূল দয়া এই যেতু সকল যত্নের দ্বারা  
দয়া ধর্ম আশ্রয় করিবে ॥ ৮৮ ॥

দেবুবাচ । ভগবতীকহিরাছিলেন ।

যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ ক্রানবল্লভ ।

বেদসঙ্ঘা তপোধ্যানং হোমকর্ম কুলং কথং ॥ ৮৯ ॥

হে যোগেশ্বর হে জগন্নাথ হে উমার প্রাণদল্লভ ! দেব সঙ্ঘা তপস্যা ধ্যান  
হোমকর্ম ও কুল এই সমস্ত কি প্রকার ভাষা আমাকে বহন ॥ ৮৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব কহিয়াছিলেন ।

অশ্বমেধ সহস্রানি বাজপেয় শতানি চ ।

ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্বাস্ত বোড়শীং ॥ ৯০ ॥

যিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সহস্র বাজপেয় হজ করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান  
কলের বোড়শ কলার এক কলাতুল্য পুণ্য ও লাভ করিতে পারেন না ॥ ৯০ ॥

সর্বদা সর্বতীর্থেষু যৎকলং লভতে শুচিঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্বাস্ত বোড়শীং ॥ ৯১ ॥

সর্বকালে সর্বভীর্থে স্মরণ করিয়া শুচি হইলে যে ফল লাভ হয়, বিমি সেই ফল লাভ করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ফলের যে ভূষণ কলার এক ফলা তুল্য পুণ্য ও লাভ করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

ন যিত্রং নচ পুত্রাশ্চ ন পিতা নচ বাক্যবাঃ ।

ন স্বামীচ গুরোস্ত্বলাং বদ্যুতং পরমং পদং ॥ ১২ ॥

গুরুর তুল্য মিত্র নাই এবং পুত্রগণ ও পিতা ও বাক্য সমূহ ও স্বামী ইহারাত সেই গুরুর তুল্য উপকারী নহেন যে গুরু বহুক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে । ১২ ॥

নচ বিদ্যা গুরোস্ত্বলাং ন ভীর্ষং নচ দেবতা ।

গুরোস্ত্বলাং ন টা কোপি বদ্যুতং পরমং পদং ॥ ১৩ ॥

বিদ্যা, ভীর্ষ ও দেবতা এবং অপরাপর যে সকল বস্তু আছে ইহারাত সেই গুরুর তুল্য নহেন যে গুরুকর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে । ১৩ ॥

একপাক্ষরং যন্ত গুরুঃ শিষ্যো নিবেদনং ।

পৃথিব্যাং না স্ত তদ্ভূবাঃ বদ্যুতং চান্ধী ভাবতঃ ॥ ১৪ ॥

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর প্রদান করেন সেই গুরুকে পৃথিবীর মধ্যে এবং দাতব্য বস্তু নাই যে সেই বস্তু দান করিল তাঁহা নিকট দণ্ড হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৪ ॥

বস্তু বস্তু ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানঃ সুগোপিতঃ ।

বস্তু কস্মাপি ভক্তস্য বদ্যুতরুস্তস্য দীপতে ॥ ১৫ ॥

এই সুগোপিত ব্রহ্মজ্ঞান অপর কোন ব্যক্তিকে দান করিবেন না কিন্তু সঙ্গীত ভক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন ॥ ১৫ ॥

মদ্রপুজা তপোধ্যানং হোম জপা বসিক্রিয়ং ।

সম্মাসং সর্বকর্মানি লৌকিকানি তু জেহুয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞ পূজা তপস্যা ধ্যান হোম জপ বলিক্রিয়া ও সন্ন্যাস এবং অপরাধের  
বাবতীয় লৌকিক কর্ম গণ্ডিত লোকের পারিত্যগ করা কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

সংসর্গাদ্ভবো দোষা নিঃসর্গাদ্ভবো গুণাঃ ।

তস্মাৎ মক্সপ্রসক্তো যতী সঙ্কমঃ পরিত্যজেৎ ॥ ১৭ ॥

সংসর্গহেতু বহু দোষ জন্মে এবং সংস্রবিত তইশেই বহুগুণ হয় এতনিমিত্ত  
সকল বস্তুর দ্বারা যতী অন্যাসম্ব পরিত্যোগ করিবেন ॥ ১৭ ॥

অকারঃ সাত্ত্বিকো জ্যেষ্ঠ উকারো রাজসঃ স্মৃ ৬ঃ ।

মকারস্তামমঃ প্রোক্ত জ্ঞানঃ প্রকৃতিব্রহ্মতে ॥ ১৮ ॥

অকারকে সাত্ত্বিক এবং উকারকে রাজস ও মকারকে তামস বলিয়া জ্ঞাত  
হইবেন এই তিন গুণই প্রকৃত দাময়। কাথ্য হয় ॥ ১৮ ॥

অক্ষরা প্রকৃতি প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মাক্ষরঃ ।

ঈশ্বরান্নির্গতা গা হি প্রকৃতিগুণ বন্ধনাৎ ॥ ১৯ ॥

অক্ষর (অবিনশ্বর) অক্ষর ঈশ্বর এবং প্রকৃতি, অক্ষরা (অবিনাশশীল)  
বলিয়া কথিত আছে যে হেতুক সেই ঈশ্বর হইতেই ত্রিগুণযুক্ত প্রকৃতি নির্গত  
হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

মা মায়াপালিনী শক্তিঃ সৃষ্টি সংহার কারিণী ।

অবিদ্যা মোহিনী বা মা শব্দরূপা বশাশ্বিনী ॥ ২০ ॥

শব্দরূপা বশাশ্বিনী যে প্রকৃতি তিনিই মায়াপালিনী শক্তি অর্থাৎ পালন  
কর্তা, এবং অবদানকারে মুক্তকরিণী সেই প্রকৃতিই সৃষ্টি সংহার কারিণী  
হয়েন ॥ ২০ ॥

অকারশ্চৈব ঋগেদ উকারো যজুর্ভ্রূচ্যতে ।

মকারঃ সামবেদস্ত ত্রিষু যুক্তোহপ্যথর্বণঃ ॥ ২০১ ॥

অকার স্বর্গেদ ও উকার যজুর্বেদ ও মকার সামবেদ এবং এই তিনেতে যুক্ত  
অবর্জবেদ বলিয়া কথিত আছে ॥ ১০১ ॥

ওঁকারস্ত পুত্রেজের স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ ।

অকারস্ত্ব ভূলোক উকারো ভুব উচ্চাতে ॥ ১০২ ॥

সব্যঞ্জন মকারস্ত স্বর্লোকস্ত বিধীয়তে ।

অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেৎ আত্মা ব্যবস্থিত ॥ ১০৩ ॥

ওঁকারকে পুত্রেজের স্ত্রিনাদ বলিয়া কথিত আছে  
এবং অকার ভূলোক ও উকার ভুবলোক এবং মকার ব্যঞ্জনের নাম স্বর্লোক  
হয়েন । এই তিন অক্ষরের দ্বারা আত্মা ব্যবস্থিত আছেন ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

অকারঃ পৃথিবীজেরা পীতবর্ণেন সংযুতঃ ।

অন্তরীক্ষং উকারস্ত বিদ্যাদ্বর্ণ ইহোচ্চাতে ॥ ১০৪ ॥

মকারঃ স্বরিত্তিজেরা শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ ।

প্রব্রমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ভূমিত্যেবং ব্যবস্থিতং ॥ ১০৫ ॥

অকার পৃথিবী পীতবর্ণযুক্ত, উকার আকাশ বিদ্যাদ্বর্ণযুক্ত, মকার স্বরিত্তি  
শুক্লবর্ণযুক্ত হয়েন । এই একাক্ষর যে প্রথম অকার উকার ও মকারে ব্যবস্থিত  
হইয়াছে ইহাকেই নিশ্চিত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন । ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

স্থিরাসনো ভবোন্নত্যং চিন্তাশ্রদ্ধাবিবজ্জিতং ।

আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতং ॥ ১০৬ ॥

স্থিরাসনে উপবেশন করিবে এবং প্রতিদিন চিন্তা শ্রদ্ধা বিবজ্জিত হইয়া  
সাধনা করিবে তাহা হইলে তিনি অতাপ্প কালের মধ্যে যোগী হইতে  
পারিবেন, ইহার অন্যথা হইলে কদাচ যোগী হইতে পারিবেন না ইহা মহা-  
দেব কহিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতিচ দিনেদিনে ।

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥

যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা নিত্য পাঠ কিম্বা শ্রবণ করেন তিনি সকল  
পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১০৭ ॥

দেবু গাউ । দেবী কহিয়াছিলেন ।

স্বুল্লগ্য লক্ষণে জ্ঞানি কহেঃ মনো বিস্ময়তে ।

পরমার্থপ্রাপ্তি নং পূর্ণ সুখমগ্য লক্ষণং ॥ ১০৮ ॥

স্বপ্ন মেহের লক্ষণ এবং কিরণ মনের বিময় হর এবং সুপ্ন সুখের লক্ষণ  
যে পরমার্থ নির্জ্ঞান ভাষাত আমাকে কহুন ॥ ১০৮ ॥

শিব উবাচ । শিব কহিয়াছিলেন ।

যেন জ্ঞানেন হে দেবি বিনাতে নচ কিলিষে ।

পৃথিব্যপস্থত্বা তেজো বায়ু আকাশমেব চ ॥ ১০৯ ॥

স্বুল্লকপা স্থিতোহরশ্চ সুক্ষ্মশ্চ অন্যথা স্থিতঃ ॥ ১১০ ॥

হে দেবী ! যে জ্ঞানের দ্বারা পাপী লোকের দেহে পাপ থাকেনা সেই  
জ্ঞানি কহিতেছি শ্রবণ কর । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত  
হইতে উৎপন্ন যে এই দেহ ইহা, সুক্ষ্মশী কহিয়া । স্থিত করে সুক্ষ্মদেহ অন্য  
রূপে আছে ॥ ১০৯। ১১০ ॥

ইতি যোগশাস্ত্রে হরগৌরী সংবাদে

জ্ঞান-সঙ্গলীভূত সমাপ্ত ।

## শ্রীমদ্রামগীতা।



ভক্তবিষয়ক অজ্ঞান নিমিত্ত জগদমরণাদিরূপ সংসারানর্জে সমুৎপন্ন জন-  
গণের স্বিকার্য পরমকাকণিক ভগবান শ্রীরাঘচন্দ্র সাত্ত্বিক অনন্তদেবের প্রীতি  
মোক্ষসাধক যে ভক্তজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পরমতত্ত্ব  
ত্রিকাণ্ডপূরণেব অধ্যাত্ম রামায়ণাকর্গতরূপে প্রথমতঃ দেবের দেব ভগবান  
মহাদেব ভগবতীর প্রীতি, তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা নারদেব প্রীতি, এবং তৎ-  
পরে সর্বজ্ঞ সূত মহাশয় নৈমিষারণ্যাবাসি ঋষিগণেব, প্রীতি কহিয়াছিলেন।  
এতজপে বেনার্ণের সারসংগ্রহাত্মক সেই পরমরহস্য উক্ত পুরাণপ্রকাশক  
ভগবান বেদব্যাস মহাশয় ভগবান শিবকে স্মরণ পূর্বক বিস্তার করিয়া  
কহিতেছেন।

হরিঃ ওঁ তৎ সৎ । শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততোজগদ্ব্যঙ্গস মঙ্গলাস্থনা  
বিধানা রামায়ণ কীর্ত্তিমুত্তমাঃ ।  
চচারণ্যপূর্ণা চরিতং রঘুভ্রমো  
রাজর্ষিবৈর্যোরাপি সেবিতং বখ্য ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিয়াছিলেন ।

জগতীহ জনগণের মঙ্গলার্থে রঘুংশোভিতংস ভগবান শ্রীরাঘচন্দ্র সেতুবন্ধ  
ও রাক্ষসবধাদিরূপে প্রসিদ্ধা রামায়ণ-কীর্ত্তি সমাপনানন্তর লোকশিক্ষার্থে  
স্বকীয় পূর্বপুরুষাচরিত বজ্রাদি কথ্য করিয়াছিলেন এবং জনকাদি শ্রেষ্ঠ  
রাজর্ষিগণ কর্তৃক যে বোগধর্ম্মাদি কৃত হইয়াছিল তাহাও করিয়াছিলেন । ১ ॥



মৌমিজিগাপৃষ্ঠে উদারবুদ্ধিনা

রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ ।

রাজঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো

দ্বিজস্য তিৰ্য্যকদ্বন্দ্বথাহ রামবঃ ॥ ২ ॥

কোন সময়ে শুকদেবে বিশ্বাসরূপা নিশ্চয়ান্নিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট লক্ষ্মণদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রঘুবল্লভ জীরামচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্যসূচক এইরূপ পুরাণ বাণী সমূহ বিন্যাস করিয়া কহিয়াছিলেন যে, স্বকীয় গো-সমূহে মিশ্রিত কোন এক ব্রাহ্মণের গোদানজন্য সেই ব্রাহ্মণাতিশাপ-হেতুক অনবহিত নৃগরাজ্য কুললাশ্বোনিতে জঘগ্রহণ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ যদবধি জীবের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে তদবধি তাহাকে শুভাশুভ কণ্ঠের ফলস্বরূপ পুণ্য পাপ ভোগ করিতে হয় । কেননা মনুষ্যের গতিই এই প্রকার ; নৃগশব্দের অর্থ মনুষ্যের মতি । ইহাতে যদি কেহ এমনতর আপত্তি করেন যে সাবহিত হইয়া শুভকণ্ঠের অনুষ্ঠান করিলে কোনক্রমে পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? অতএব জীরামচন্দ্র কহিতেছেন যে নৃগ-রাজ্য এক জন ব্রাহ্মণকে যে কতকগুলি গোদান করিয়াছিলেন তদ্বধ্যে তাঁহার অজানিত কোন এক ব্রাহ্মণের একটি গাভী ছিল বলিয়া সেই পাপে পরমধার্মিক নৃগরাজ্যকে যখন কুললাশ্বোনিতে জঘগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তখন তত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে সাবহিত হউন না কেন তাহাকে পুণ্য পাপ ভোগ করতে হইবেই হইবে । এতাবত সপ্রমাণ হই-  
তেছে যে তত্ত্বজ্ঞান বাতীত পুণ্য পাপ হইতে সর্বতোভাবে বিমুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই ॥ ২ ॥

কদাচিদেকান্ত মুপস্থিতং প্রভুং

রামং রমালালিতপাদ পঙ্কজং ।

মৌমিজি রাসাদিক শুদ্ধভাবনঃ

প্রণম্যভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোহব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের অবলম্বিত মাহাত্ম্য অবগানন্তর লোকলিপকার্থে জীমলক্ষ্মণদেব একদা নির্জীব প্রদেশে রম্যসেবিত পাদপঙ্কজ ভগবান জীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্য ভক্তি সহকারে প্রণাম পূর্বক বিনীতভাবে কহিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩ ॥

ত্বং শুদ্ধবোধো সিহিগৰ্ব্ব দেহিনা  
নাআস্য ধীশোমি নিরাকৃতিঃ স্বয়ং ।  
প্রতীয়সে জ্ঞান দৃশ্যমথাপিতে  
পদাজ ভূজাহিত মঙ্গ জিনাং ॥ ৪ ॥

হে ভগবনু ! তুমি নিখল জ্ঞানস্বরূপ এবং সকল প্রকার দেহধারিগণের  
অজ্ঞা ও অধীশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামী হেতুক তুমিই সকলের নিয়ন্তা অথচ তুমি  
প্রকৃত আকৃতিশূন্য হইলেও তোমার এতদ্ভূত স্বরূপ সকলে জানিতে পারে  
না, তবে যে সকল ভক্ত তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের ভূজবৎ মাধুর্য্যাকাজক্ষী হইয়া  
তোমাদের সঙ্গে যাহরা সংসঙ্গ করেন সেই সংসঙ্গীগণের সংসঙ্গ যে ভক্তি  
দ্বারা কৃত হয় তাদৃশ ভক্তিসিদ্ধ জ্ঞানিগণের নিকটেই তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ হও  
অন্যে নিকট প্রকাশিত হও না ॥ ৪ ॥

অহং প্রপন্নোন্মি পদাষুজং প্রভো  
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতং ।  
যথাঞ্জসাহজ্ঞান মপারবারিধিঃ  
সুখং তরিত্যামি তথানুশাদিমাং ॥ ৫ ॥

হে প্রভো ! যোগিজন ভাবিত ভবাপবর্গপ্রদ তব চরণাষুজে আমি  
অনন্যগতিক্রমে শরণাপন্ন হইতেছি এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, যেক্ষণে  
আমি, অজ্ঞানরূপ দুঃস্বরণীয় সংসার-সমুদ্র স্বখে তরিতে পারি আপনি  
আমাকে তদন্তরূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

শ্রদ্ধাথ সৌমিত্রি বচৌখিলং তদা  
গ্রাহ প্রপন্নার্থি হরঃ প্রসন্নধী ।  
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে  
শ্রুতি প্রণয়ং ক্ষিতিপাল ভূষণং ॥ ৬ ॥

শরণাগত ঐক্যগণের সংসার ক্লেশাপহারক ভগবান ত্রিরাশিচক্র লক্ষণ-  
দেবের এতদ্রূপ বাক্য সমূহ শ্রবণ করত হৃদীভিত্তি হইয়া সকল প্রকার অনর্থের  
মূল যে অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকার সেই অন্ধকার বিনাশার্থে বেদান্ত প্রতিপাদিত  
ও জনকাদি রাজর্ষির ভূষণস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান কহিতেছেন ॥ ৬ ॥

আদৌ স্বর্ণাশ্রম বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ

কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানসঃ ।

সমর্প্য তৎ পূর্বমুপাত্তসাধনঃ

সমাত্মরেৎ সদগুরুমাশ্রয়ঃ ক্বরে ॥ ৭ ॥

হে লক্ষণ ! প্রথমে স্বর্গীয় বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য নৈমিত্তিই প্রায়শ্চিত্তো-  
পাসনাদিক্রমে কৰ্ম্ম সকল অমুষ্ঠান করতঃ সেই সকল কৰ্ম্ম আমি অধ্যায়ি  
অধীনরূপে করিতেছি এতদ্রূপে শাস্ত্রোক্ত জৈশ্বর্যপণ বিধানানুসারে বিশুদ্ধ-  
চিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেক ॥ ৭ ॥

ক্রিয়া শরীরোক্তন হেতুরাদুতা

প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ ।

দম্বোতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং

তুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীয়াতে ভবঃ ॥ ৮ ॥

কেননা বাহারা জৈশ্বর্যপণ না করিয়া কৰ্ম্মামুষ্ঠান করে, আমি কৰ্ত্তা  
বলিয়া অতিমান থাকিতে সেই সকল সকামি জনগণের আদর পূর্বক পূর্ব-  
জন্মার্জিত সুখদুঃখের হেতুভূত শুভাশুভ কাম্যকৰ্ম্মসমূহ বর্তমান শরীরোৎ-  
পত্তির কারণস্বরূপ হয়। আর উপস্থিত জন্মে সেই শুভাশুভ কাম্যকৰ্ম্মের  
ফলাফল যে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট তদ্বৎ হয় তাহাদের সুখদুঃখের কারণ-  
স্বরূপ হয়। অপিচ জ্ঞাননিষ্ঠার অভাবহেতু পূর্বজন্মের শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট  
ভোগ করিতে করিতে সকামি জনগণ পুনর্বার ভাবি শরীরোৎপত্তির কারণ-  
স্বরূপ কাম্যকৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করে সুতরাং এই সংসার কুলালচক্রের ন্যায়  
দুর্গমমানরূপে কথিত আছে ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানমেবাগা হি মূলকারণং ।

তজ্ঞানমেবাত্ৰ বিদ্যে বিদীয়তে ।

এতৈদাব তন্নাশবিদ্যে পটীয়াসী

ন কর্ম্য তজ্জং সবিরোধমীরিতং ॥ ৯ ॥

যদি বল কর্ম্মসমূহ যদ্যপি সংসারের মূল কারণ হইল তবে অজ্ঞানকে কেহ সংসারের মূল কারণ বহেন কেন? উজ্জনা করিতেছি যে, একমাত্র অজ্ঞানই এই সংসারের মূল কারণ বটে, কর্ম্মসমূহ তাহার অব্যক্ত কারণ মাত্র। অতএব সংসারের মূল কারণ সেই অজ্ঞানকেই বিনাশ করা বিধেয়। যদি বল কর্ম্মই অজ্ঞানকে বিনাশ করিতে সক্ষম হউক, তাহা নহে; যেহেতুক অজ্ঞানোৎপন্ন যে কর্ম্ম সকল তাহা অজ্ঞানের বিরোধিত্ত্বপে কথিত হয় নাই, অতএব কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইনের সম্ভবনা নাই; কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদ্বয়ের বিশেষিত্বা ধারা প্রযুক্ত একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় ॥ ৯ ॥

না জ্ঞানহানি ন চ রাগসংক্ষয়ো

ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্রবেৎ ।

ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যাবারিতা

তস্মাদ্বদোজ্ঞান বিচারবান্ ভকেৎ ॥ ১০ ॥

হে মক্ষণ! যেহেতুক অজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধিত্ব না থাকতে কাম্য কর্ম্মমুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞানের কোন প্রকার হানি হয় না এবং চিত্ত শুদ্ধিও জন্মে না। প্রভূত তদ্ভাবা সদোষ কর্ম্মের উদ্ভব হইয়া পুনর্বার অবারিত সংসারই জন্মে অতএব বিবেকি ব্যক্তি উজ্জ্ঞান লাভার্থে আত্মনাক্স বিচার-বান্ হইবেন ॥ ১০ ॥

ননু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা

যথৈব বিদ্যা পুরুষার্ণমাধনং ।

কর্তব্যতা প্রাণভূতঃ প্রচোদিতা

বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥

যদি বল অতি অতি পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান যে প্রকার মুক্তিসাধনরূপে বর্ণিত আছে, জপ বজ্র হোমাদি শুভকর্ম সমূহও সেই প্রকার পুরুষার্থ সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব প্রাণিগণ সম্বন্ধে বেদ-বিহিত সেই সমস্ত ক্রিয়া মুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের সহায়তা করক ॥ ১১ ॥

কর্মাক্রান্তো দোষমপি অতিজ গো  
তস্মাৎ সদা কার্য্যামদং মুমুক্ষুণা ।  
ননু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী দিব্যা  
ন কিঞ্চিদ্ভিন্নস্যা প্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

কেননা যখন বিহিত কর্ম না করিলে কর্মকাণ্ডের অতিসকল প্রত্যাঘাত হওয়া কহিয়াছেন তখন মোক্ষের পুরুষগণের বিহিত কর্ম পরিচালনা করা বিধেয় নহে। বিশেষতঃ জ্ঞান কদাপি অতিবিহিত কর্মের অপেক্ষা স্বাধীন রূপে যোক্তসম্পাদক নহেন, বরং বিহিত বন্ধনস্থানকে অদ্বয়রূপে অপেক্ষা করেন ॥ ১২ ॥

ন সত্যকার্য্যোপিহি যদ্বদধ্বরঃ  
প্রকাজ্জতে হন্যানপি কারকাদিকান্ ।  
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিটো  
ঐশিবাতে কর্ম্যভিরেব মৃত্যয়ে ॥ ১৩ ॥

কেননা বাহ্যর কর্ম সকল সত্য প্রবল হইয়া যেমন ক্রিয়া নিষ্পাদক শ্রাব্য-দিকে প্রকটরূপে আকর্ষণ করে তদ্রূপ অন্য কিছুই আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ বেদবিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম সমূহের সহিত তত্ত্বজ্ঞানও মুক্তির নিমিত্ত সমর্থ হইবে অন্যের সহিত কিম্বা স্বয়ং স্বাধীনরূপে সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥

কেচিদ্ধদন্তীতি বিতর্কবাদিন  
স্তদপ্যসদৃষ্ট বিরোধ কারণাং ।  
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধিতে ক্রিয়া  
বিদ্যাগতাহং ক্লুতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে কোন কৃতকর্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কেবল কৰ্ম্মকেই যে মোক্ষসাধন বলেন তাহা যেমন অযুক্ত তদ্রূপ জ্ঞান কৰ্ম্মের সমুচ্চয়কে ও মোক্ষসাধন বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কেননা তদ্রূপ কখনে বিবোধ উপস্থিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি দেহ বটি, এতদ্রূপ অজ্ঞানোৎপন্ন যে অভিমান তাহা হইতে কিয়া বর্জিত হয়, আর শ্রবণ মনন নির্দিধাসন দ্বারা ঐ দেহাভিমান পারিতোক্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এতদ্রূপে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এতদ্ব্যতিরিক্ত কারণগত মহদৈশ্বর্য্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৪ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞান বিলোচনাক্ষিতা

বিদ্যাঅব্রতিশ্চরমেতি ভগাভে ।

উদেতি কৰ্ম্মাখিল কারকাদিভি

নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকং ॥ ১৫ ॥

অপিচ বেদান্ত বাক্য বিচারদ্বারা প্রাপ্ত সে চরম ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই জ্ঞানিগণকর্ত্ত্বক জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। আব জ্ঞানোৎপন্ন যে কৰ্ম্ম তাহা কর্ত্ত্বভোক্তৃত্বাদি অদেব সহিত পুণ্যলোকস্বরূপ ফলভোগ চানার্থে উৎপন্ন হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বর্ত্ত্ব ভোক্তৃত্বাদি কারকসমূহকে বিনষ্ট করেন। সুতরাং জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এতদ্ব্যতিরিক্ত হেতুতঃ স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ মহদৈশ্বর্য্য স্বাক্ষাতে অঙ্গাদিত্বরূপে তদ্ব্যতিরিক্ত সমুচ্চর হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

তস্মাত্ত্যাজেৎ কার্য্য মশেষতঃ সূখা

বিদ্যাবিরোধান্ন সমুর্জয়ো ভবেৎ ।

আত্মানুসন্ধান পরায়ণঃ সদা ।

নিরন্ত সর্বেশ্বর্য্যবৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥

যেহেতু বিদ্যার সহিত কৰ্ম্মের বিরোধ থাকা প্রযুক্ত তদ্ব্যতিরিক্ত সমুচ্চর হইতে পারে না অতএব বিবেকি ব্যক্তি কৰ্ম্মসমূহকে সর্ব্বভোভাবে পরিত্যাগ করিবেন এবং সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয় যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তাহা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বদা আত্মস্থান পরায়ণ হইবেন ॥ ১৬ ॥

স্বাধীনতারাদিষু স্বাধীনতা  
 স্তাবহিধেয়ো বিধিবাদকর্মণাং ।  
 নেতাতি বাটিকারিগণং নিষিধ্য তজ্জ  
 জাত্বা পরাশ্রয়ান নথ ভাজেৎ ক্রিয়া ॥ ১৭ ॥

যদবধি মনুষ্যের অজ্ঞানবশতঃ সুনস্কন্ধ শরীরাদিতে আত্মরূপ থাকে  
 তদবধি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে তাহাব বিষয়বোধিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম  
 করা বিধেয়। তদনন্তর ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে এতদ্রূপে দেহাদি  
 সমস্ত প্রাপক পদার্থকে নিবেদন করিয়া যখন তিনি সত্য পী একমাত্র পরমা-  
 ত্মাকে জ্ঞাত হইবেন তখন সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৭ ॥

যদা পরমাশ্রয়্য বিভেদভেদকং  
 বিজ্ঞানমাত্মন্য বভাষত ভাস্বরং ।  
 তদৈব মায়া প্রবিলীয়তে হ্রস্বা  
 সকারক্য কারণ মাত্মসংসৃতেঃ ॥ ১৮ ॥

যখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ঈশ্বর ও জীবের মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধি  
 দ্বয় রূপে ভেদের নাশক জ্ঞান প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধ হইলে পর  
 বৎকালে তত্ত্বমস্যাংদি মহাবাক্য বিচারদ্বারা ঈশ্বর ও জীবের মায়া ও অবিদ্যা-  
 রূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইয়া তত্ত্বত্বের আত্মা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ  
 পান; তৎকালে জীবের সংসারসংস্কৃত উপাদান কারণ (যে প্রকার ঘটের  
 উপাদানকারণ সৃষ্টিকা) যে অবিদ্যা তিনি কর্তৃত্বাদি অহঙ্কারের সহিত অন্য-  
 যাসেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ তৎকালে তাহার আমি কর্ত্তা বা আমি  
 ভোক্তা বলিয়া আর অভিমান থাকে না ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণাভি বিনাশিত্যচ সা  
 কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী ।  
 বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়ত  
 তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ত্তাবিবাতি ॥ ১৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি অল্পতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অধীতীয় পদবাস্তার স্বরূপ, প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগেব সম্বন্ধে প্রতিপ্রমাণভূত জ্ঞানদ্বারা বিনাশিত অজ্ঞান যোহতু অব পুনর্জীব উৎপন্ন হয় না অতএব সেই বিনষ্ট অজ্ঞান স্বকার্য স্বরূপ কর্ম্মও উ পাদন করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

যদিস্ম নষ্ঠা ন পুনঃ প্রসূযতে  
কর্ত্তাহমসোতিঃ কণং ভবেৎ ।  
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে  
বিদ্যা বিমে ক্ষায় বিভাতি কৈবল্য ॥ ১০ ॥

যদ্যপি এতদ্রূপ সিদ্ধ হইল যে জ্ঞানদ্বারা সেই বিনষ্ট অজ্ঞান পুনর্জীব অব জাত হয় না, তবে অস্মি কর্ত্তা এতদ্রূপ অজ্ঞানকার্য রূপ। বুদ্ধ অব কি প্রকারে জগতে পারিবেক? অর্থাৎ কখনই কহিতে পারেন ; যোহ-  
তুক ক'রন বিনষ্ট হইলে কাগে ব অব উৎপত্ত হইবার সম্ভাবন নাই। অত-  
এব মুক্তির নিমিত্ত কল্পি বিজ্ঞানস অপেক্ষা না বনিয়া একমাত্র জ্ঞানই বে  
স্বাধীন হয়েন ইহ সর্ব্বভোতাৎ সিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥

সাত্ত্বিত্ত্বরীণ্য প্রজাতিভ্যঃ স চরং  
ন্যাসং প্রশস্তাখিল বর্ঘ্যণাং ক্ষুণ্ণং ।  
প্রভাবাদভ্যাত চ দাঃজন। প্রজিতি  
জ্ঞানং নিমোক্ষাস ন কর্ম্ম যথন ॥ ১১ ॥

বিশেষতঃ তৈত্তিরীয় প্রজিতি সমুদায় বিহিত কর্ম্মের ভাগকেই আভরপূর্ব্বক  
লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন, এং বাক্যসময়ে প্রজিতি ও এতদ্রূপ কহিয়াছেন যে,  
মুক্তির নিমিত্ত কেবল একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই সাধন বর্ঘ্য সাধন নহে ॥ ১১ ॥

বিদ্যাসময়েন হু দশিতস্তদ্রূপা  
ক্রতুন দৃষ্টান্ত জদাস্তঃ স সমঃ ।  
কশে পৃথকত্বাদহ কারকৈঃ ক্রতুঃ  
সংসাধ্যতে জ্ঞানদতো বিণম্যস্বঃ ॥ ১২ ॥



যদি বল, “স্বকর্ম্মদ্বারা কৈশ্বরাচ্ছিন করিয়া মনুষ্যসকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়,, এতদ্রূপ বাক্য যখন অন্যান্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই সকল শাস্ত্রে ভগবানধরূপ ভোমাকর্তৃকই সৃষ্টিবিষয়ে যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম সকল বিদ্যার তুলাত্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখন কেবল একমাত্র জ্ঞানকে কেন মোক্ষসাধক কর্ত্ত্বেন? উত্তর, তাহা নহে, অর্থাৎ আধাকর্তৃক কোন শাস্ত্রে মুক্তি বিষয়ে কথমুহ বিদ্যারে তুলাত্বরূপে কথিত হয় নাই, তবে কেবল দৃষ্টান্তস্থলে চক্ষুতুলা মুখ কখনেব নায় সম কথিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, জ্ঞান কর্ম্ম এতদ্রূপের মোক্ষ ও পিতৃলোক প্রাপ্তিরূপ কল ঘর পৃথক হয় ; বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল বহুবিধ কর্ত্ত্বভোক্তৃত্বাদি রূপ আন্তরিক ও জ্ঞাবৈদিকরূপবাহ্য কারকসমূহ-দ্বারা-সাধিত হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্ত্বাদি কারকসমূহের বিপর্যয়ে সংসাধিত হয়েন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধন করিতে হইলে সর্বাণ্যে সংগদ হইয়া কর্ত্ত্বাদি অভিমানকে পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ২২ ॥ ( অধুনিব্রজ্ঞজ্ঞানিরা একথা স্বীকার করেন না, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সমাজগৃহে “বেশালয়ে আমোদ করার ন্যায়,, ডোল-কাদি বাদ্যযন্ত্র লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। নিধুর টপ্পায় কি রস নাই ? )

সপ্রত্যাবায়ো প্যাহমিত্যান্যাত্মদী

রস্য প্রসিদ্ধানভূতত্ত্ব দর্শিনঃ ।

তস্মাদ্ভৈক্ষন্ত্যাজ্যমবিক্রিরাভ্যভি

র্কিধানতঃ কর্ম্ম বিধি প্রকাশিতং ॥ ২৩ ॥

যদি বল এতদ্রূপে বিদ্যার সহিত কর্ম্মের সমতুল্য হইলেও বেদবিহিত কর্ম্ম না করিলে যে প্রত্যাবায় হয় তৎপরিহারার্থেও কর্ম্ম করা বিধেয় । উত্তর, তাহা নহে ; কিন্তু যে বাক্য অনাস্ত্র দেহাদিতে আশি বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে সেই অভ্যের সম্বন্ধেই কর্ম্মাকরণ-জনা বেদোক্ত প্রত্যাবায় হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে নহে ; ইহা ঋতি স্মৃতি পুরাণাদি সমুদায় শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে। অতএব স্থূল স্বক্ষ শরীরাদিতে অহঙ্কারাদি বিকারশূন্য জ্ঞানিগণের নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমূহ শাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা বিধেয় ॥ ২৩ ॥

অদ্বাহিত স্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো

স্তুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানসঃ ।

বিজ্ঞান চৈকাত্ম্য মথাত্মজীবয়োঃ

সুখী ভবেৎকৈরুনিবা প্রকল্পনঃ ॥ ২৪ ॥

বিশুদ্ধচিত্ত প্রজ্ঞাবিত ব্যক্তি পূর্ববৎ কোতস্থনা হইয়া ওক শুভবানন্তর  
তাঁহার অনুগ্রহ ক্রমে তত্ত্বমস্তাদি মহাবাক্য বিচারদ্বারা জীবাত্মার সহিত  
পরমাত্মার ঐক্যরূপ অপরোক্ষানুভবে আনন্দস্বরূপ হয়েন ॥ ২৪ ॥

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং.

বাক্যার্থ বিজ্ঞান বিধৌ বিধানতঃ ।

তত্ত্বং পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা

বগীতি চৈকাত্ম্য মথানয়োভবেৎ ॥ ২৫ ॥

মহাবাক্য বিচারদ্বারা যেখানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য হয়  
অধুনা তাহা কহিতেছেন । আদৌ বেদান্তোক্ত বিধিদ্বারা তত্ত্বমসি বাক্য-  
ভুক্তি প্রত্যেক পদের অর্থ জানা কর্তব্য । কেননা সেই অর্থাবগতিই তত্ত্ব-  
মসি বাক্যার্থ বোধের কারণস্বরূপ হয় । অতএব তাহা কহিতেছেন যে, তৎ  
পদের অর্থ পরমাত্মা ও ত্বং পদের অর্থ জীবাত্মা হইলেন । এবং এই তৎ ও  
ত্বং পদার্থের যে ঐক্য অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে ঐক্য তাহাই  
অসি পদের অর্থ বটে ॥ ২৫ ॥

প্রত্যক্ পরোক্ষাদি বিরোধমাত্মনো

সিঁহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাং ।

সংশোধিতাং লক্ষণ যাচ লহিতাং

জ্ঞাতম্ব্যমাত্মান মথানয়োভবেৎ ॥ ২৬ ॥

যদি বল সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অস্পষ্ট জীবাত্মার ঐক্য কি প্রকারে  
সম্ভব হয়, অতএব তৎ ও ত্বং পদের বাক্যার্থ পারভাগ করিয়া লক্ষণদ্বারা  
যে রূপে তত্ত্বভেদের ঐক্য সম্ভব হইল অধুনা তাহা কহিতেছেন । তৎ ও ত্বং পদার্থ  
স্বরূপ দেহের ও জীবের পরোক্ষত্ব সর্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব অস্পষ্টত্বাদিরূপ  
পরস্পর বিকল্যাংশ পরিভাগ পূর্বক যুক্তদ্বারা স্থূল শরীরাদি হইতে পরোক্ষ  
প্রকারে সমাধিচারিত এবং কথিত লক্ষণাদ্বারা লক্ষিত সেই তৎ ও ত্বং পদা-  
র্থভূত দেহের ও জীবের অবিকল্যাংশস্বরূপ চৈতন্যকে ( চৈতন্যস্বরূপকে ) গ্রহণ  
করিয়া ব্রহ্মকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করিলেই ঐক্য হইবেক ॥ ২৬ ॥

একাত্মকত্ব জহৎস্বার্থ ন সম্ভবে

তথা জহৎস্বার্থ বিরোধতঃ ।

সোহয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা

যুজ্যেত তদ্বৎ পদরোরদেবতঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্বস্মারকে লক্ষণদ্বারা যে তৎ ও ত্বং পদার্থের কেবল চিত্রপতা গ্রহণ করিবার বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা কি জহৎস্বার্থ লক্ষণা, কি অজহৎস্বার্থ লক্ষণা, অথবা ভাগলক্ষণাক্রমে বটে ? এতজপে তিন প্রকার বিকল্প করিয়া কহিতেছেন যে, তৎ ও ত্বং পদার্থের চিত্রপতায় এরূপা হেতুক জহৎস্বার্থ লক্ষণা সম্ভাবিত নহে । কেননা বাক্যার্থ পারিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্য অর্থ গ্রহণ করাকে জহৎস্বার্থ লক্ষণা বলে । যথা—গদ্যায় গোপ বসতি করে, এই লৌকিক বাক্যে গদ্য এবং গোপ এতদ্রুতয়ের আধার আধেয় স্বরূপ বাক্যার্থের বিরোধ থাকতে গদ্য শব্দের অর্থ যে জলপ্রবাহ তাহা পারিত্যাগ করিয়া লক্ষণদ্বারা গদ্য সম্বন্ধীয় ভৌর অর্থ করা যুক্তিসিদ্ধ হেতুক যে প্রকার জহৎস্বার্থ লক্ষণা সম্ভব হয়, তজপ তদ্বৎসি বাক্যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের ত্রৈক্যস্বরূপ বাক্যার্থের অনংশ ( অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাংশ ) বিরোধ থাকিলেও আবশ্যক চৈতন্যস্বরূপ অন্য অংশকে পারিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্যর্থ গ্রহণ করিতে হয় না বলিয়া জহৎস্বার্থ লক্ষণা সম্ভব হইতে পারে না । অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের ত্রৈক্যের বিরোধ হেতুক অজহৎস্বার্থ লক্ষণাও সম্ভাবিত নহে । কেননা বাক্যার্থ পারিত্যাগ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্যর্থ গ্রহণ করাকে অজহৎস্বার্থ লক্ষণা কহে । যথা—“রক্তবর্ণ গমন করিতেছে,” এই লৌকিক বাক্যে অচেতন রক্তবর্ণের গমনরূপ বাক্যার্থের বিরোধ থাকতে রক্তিম শব্দের অর্থ পারিত্যাগ না করিয়াও লক্ষণাক্রমে রক্তবর্ণ অর্থাদির গমন অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হেতুক যে প্রকার অজহৎস্বার্থ লক্ষণা সম্ভব হয় তজপ তদ্বৎসি বাক্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের ত্রৈক্যরূপ বাক্যার্থের বিরোধ হেতুক বিকল্যাংশ পারিত্যাগ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় ( রক্তবর্ণ অর্থাদির ন্যায় ) অন্য কোন অর্থ উপলব্ধিত হইলেও সেই বিরোধ বর্তমান থাকতে অজহৎস্বার্থ লক্ষণাও সম্ভব হইতে পারে না । কিন্তু “সোহয়ং, পদার্থের ন্যায় তৎ ও ত্বং পদার্থের একতা ভাগলক্ষণায়ুক্ত হয়, ইহাতে কে,ন প্রকার দোষ নাই । কেননা বাক্যার্থের একদেশ পারিত্যাগ করিয়া অন্য একদেশ গ্রহণ করাবেই ভাগলক্ষণা কহা যায় । যথা—“সেই দেবদত্ত এই বটেন,” এতজপ লৌকিক বাক্যে পূর্বকাল ও এতৎকাল-দুই বৈকল্যস্বরূপ বাক্যার্থের অংশে বিরোধ হেতুক সেই বিকল্যাংশ যে পূর্ব-

কাল ও এইকাল তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকার অবিকল্প দেবদত্তাংশ  
মাত্রকে গ্রহণ করা যায়, তজ্জন ভবমসি বাক্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি-  
বিশিষ্ট চৈতন্যের একতা বিষয়ক বিরোধহেতুক সেই বিকল্পাংশ যে অপ্র-  
ত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবিকল্পাংশ অথচ চৈতন্য  
মাত্রকে গ্রহণ করিবেক ॥ ২৭ ॥

রসাদি পক্ষীকৃতভূত সত্ত্ববৎ

ভোগালয়ং হৃৎখ সৃখাদি কর্মণাং ।

শরীরমাদান্ত বদাদি কর্মজং

যারাময়ং স্থূল সুপাশিমাশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥

সম্প্রতি স্থূল স্বক্ষ্ম শরীরাদি হইতে আত্মার বিবেচনাক্রম ও তদ্বিবেকের  
কল দেখাইবার নিমিত্ত আত্মার উপাধি সঙ্গল বর্ণনা করিতেছেন । পক্ষীকৃত  
অর্থাৎ এক এক ভূত প্রত্যেক পক্ষীভূতের গুণযুক্ত এবং ভূত ক্রিতি অপ্য তেজঃ  
মকং বোম নাম্য এই পক্ষীভূতের কার্য ও সৃষ্টিখাদির কারণস্বরূপ কর্ম  
সমূহের ভোগের আশ্রয় ও প্রোক্ত কর্মজাত এবং উপ্তি নাশবিশিষ্ট অথচ  
পরস্পরক্রমে যারার বিকারস্বরূপ যে এই অরময় শরীর, জ্ঞানিগণ ইহাকে  
আত্মার স্থূল উপাধি বলিয়া জানেন ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং

প্রাণৈরধীকৃত ভূত সত্ত্ববৎ ।

ভোক্তুঃ সৃখাদৈরগি সাধনং ভবে

ছরীরমন্য দ্বিহুরাঅনোবুধাঃ ॥ ২৯ ॥

এক অপক্ষীকৃত আকাশাদি পক্ষীভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যেমন  
ও বুদ্ধি এবং প্রোক্ত ত্রুচ্চক্ষু জিহ্বা ভ্রাগ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ  
আমা গুহ লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ অপান বায়ন উদান সমান এই  
পঞ্চপ্রাণ সকলো এই সপ্তরশ্মায়বযুক্ত অথচ স্থূল শরীর হইতে তিন্ন যে  
এই লিঙ্গদেহ ইনি অধীষ্টানের সহিত চিত্তভাসস্বরূপ ভোক্তার সৃষ্টিখাদি  
অনুভবের সাধনস্বরূপ হ'য়ন, জ্ঞানিগণ ইহাকে আত্মার স্বক্ষ্ম শরীর বলিয়া  
জানেন । ইতি শ্লোকার্থ । প্রোক্ত মন আদির বিশেষ এই যে, আকা-  
শাদি স্বক্ষ্ম পক্ষীভূতের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অঙ্কুরগাউৎপন্ন হয়, সেই অঙ্কু-

করণ রুতিভেদে দুই প্রকার, মন এবং বুদ্ধি । অস্তঃকরণে সংশয়াত্মক রুতিকে মনঃ বল্য স্বয় এবং নিশ্চয়াত্মক রুতি বলিয়া কথিত হয় । অপিচ আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বক ইন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষু, ইন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে জিহ্বা ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে শ্রোণেয় উৎপন্ন হয় । এবং আকাশের রজোগুণ হইতে বায়ু ইন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত ইন্দ্রিয়, তেজের রজোগুণ হইতে গদ ইন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে । এবং পূর্ববর্ণিত সমুদায় পঞ্চভূতের রজোগুণ সমষ্টি হইতে শ্রোণ উৎপন্ন হয়, সেই শ্রোণ রুতিভেদে পাঁচ প্রকার অর্থাৎ নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম শ্রোণ, পায়ুতে স্থিত বায়ুর নাম অপান, উদরস্থ জ্বের পরিপাককারি বায়ুর নাম সমান, বগ্নস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং সমস্ত শরীর ব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান ॥ ২৯ ॥

অনাদ্য নির্ঝাচ্য মপীহ কারণং

মায়া প্রদানন্তু পরং শরীরকং ।

উপাধি ভেদাত্ম যতঃ পৃথক্স্থিতং

স্বাভ্যনমাভ্যন্য বধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥

অপিচ এই জীববিষয়ে প্রবাহরূপে আদিরহিত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর নাম ইহা এইরূপ বটে বলিয়া নির্ঝাচন করণাশকা এবং স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদি হইতে ভিন্ন যে মায়া জ্ঞানিগণ তাঁহাকে কারণ শরীর বলিয়া জ্ঞানেন । কলতঃ যেহেতুক স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরস্বরূপ উপাধিহীন হইতে কুটস্থস্বরূপ ব্রহ্ম পৃথক্স্থিত হইলে অতএব ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে মুক্তভূত হইতে ক্রমিকারে পৃথক করার নাম ক্রমে ক্রমে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদি হইতে সাবধানে পৃথক করিয়া জ্ঞানিবেন ॥ ৩০ ॥

কোমেষু পঞ্চষপি তত্তদাকৃতি

বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো বথা ।

অসঙ্গ রূপোহয়মজোরতোদরো

বিজারতেস্মিন্ভিতো বিচারতে ॥ ৩১ ॥

যে প্রকার শুদ্ধতাব স্ফটিক নীল পীত লোহিতাদি বর্ণবিশিষ্ট জ্বের স্ফটিকটে থাকিলে তত্ত্ব জ্বের নীলতাদি বর্ণধারণ করে তদ্রূপ আত্মা

নিরাকার জগৎরহিত অদ্বিতীয় এবং অসঙ্গ হইয়াও অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ সংসর্গ থাকাহেতু সেই সেই কোষাদির ধর্ম তাঁহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ লইয়া বিচার করিলে আত্মা সর্বতোভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়েন। ইতি শ্লোকাৎ ॥ পঞ্চকোষের নাম যথা—অন্নময়কোষ, প্রাণ ময়কোষ, মনো-ময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ। এতদ্বারা এই স্থূল শরীরকে অন্নময়কোষ বলা যায়। এই অন্নময়কোষে সংসর্গ থাকাহেতু আমি স্থূল আমি কৃশ আমি দীর্ঘ ইত্যাদি দেহধর্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। দেহেজ্ঞাদির চেষ্টাসাধন প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ইত্যাদি পঞ্চ কর্মোক্তির সহিত প্রাণময়কোষ বলিয়া কথিত হয়। এই প্রাণময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু আমি ক্ষুধিত আমি পিপাসিত এতদ্রূপ প্রাণ ধর্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনকে মনোময়কোষ বলা যায়। এই মনোময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু অসন্ধিগ্ন আত্মা সংশয়াবিশিষ্ট হয়েন। এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষ বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু আমি কর্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। অপিচ আনন্দময়-কোষ কারণ-শরীর, (অবিদ্যা) এতদ্বারা সামান্য প্রিয়মোদরহিত আত্মাতে প্রিয়মোদ বিশিষ্টতা আরোপিত হইয়া থাকে। এতৎ পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক করণের প্রকার এই যে, স্থূলদেহরূপ অন্নময়কোষ আত্মা নহে, যেহেতু এতদেহ হইতে যৎকালে আত্মতত্ত্বের অবসৃত হয় তৎকালে দেহের অংশ অবশ্য সত্ত্বোচৈতন্যাত্মক থাকে না। এবং প্রাণ কোষও আত্মা নহে, যেহেতু তাহা বায়ুবিকারমাত্র, সূত্ররূপ জড় পদার্থ। এবং মনোময়কোষও আত্মা নহে, যেহেতু কাম ক্রোধাদি বৃত্তিধারা ক্রমে ক্রমে তাহার বিকার উপস্থিত হয়। এবং বিজ্ঞানময়কোষও আত্মা নহে, যেহেতু তাহা জুযুপ্তি-কালে স্বকীয় কারণীভূত অবিদ্যাতে লীন হইয়া থাকে। এবং আনন্দময়-কোষও আত্মা নহে, যেহেতু তাহা সমাধিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্রূপে পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক করিতে পারিলেই তিনি জ্ঞানের বিষয় হয়েন ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধে জ্ঞানধারিতরপীহ দৃশ্যতে

স্বপ্নাদি ভেদেন গুণ ত্রয়াত্মনঃ ।

অন্যোনা্যতোস্মিন্ ব্যভিচারতোমুখা

নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলেশিবে ॥ ৩২ ॥

অপিচ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভেদে আত্মার যে তিন প্রকার গুণ দৃশ্য হয় তাহাও বুদ্ধির তিনপ্রকার বৃত্তিমাত্র, আত্মার গুণ নহে; কেননা অন্য

নাতিবাতিচারহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সূক্ষ্মাদি অবস্থার নিত্য স্তব্ধ বদনরূপ  
পারত্রক্ষে মিথ্যারূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সূক্ষ্ম প্রকৃতি সকল  
অবস্থাতেই আত্মা যে প্রকার সমানভাবে বর্তমান আছেন, জাগ্রৎাদি অবস্থায়  
সে প্রকার স্থায়ী নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ জাগ্রৎবস্থায় স্বপ্ন ও সূক্ষ্ম  
নাই; স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ ও সূক্ষ্ম নাই এবং সূক্ষ্মকালে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন  
এতদূতর অবস্থা থাকে না; সুতরাং এই তিন অবস্থার পরস্পর ব্যক্তিচার  
দৃষ্ট হইতেছে। ৩২।

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন শিচিদান্ননাৎ  
সজ্জাদজ্ঞাতাং পরিবর্ততে ধিয়ঃ  
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াস্ত লক্ষণা  
যাবন্তবেত্তাবদমৌ ভবেন্তবঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি বল জড়রূপা বৃত্তিরতির কণে কণে পরিণতি কি প্রকারে হয়,  
তজ্জনা করিতেছেন যে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও চিদান্নার নিরন্তর একত্র  
অবস্থানহেতুক অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্তিত হয় এবং সেই অন্তঃকরণের বৃত্তি  
ভ্রমেণ্ডনের কার্যক্রমে যদবধি অজরূপা থাকে তদবধি জীবের সংসারও  
থাকে। ৩৩।

এতি প্রনাথেন নিরাকৃতাখিলো  
হৃদাসমাস্বাদিত চিদ্ঘনামৃতঃ ।  
তাজেদশেষং জগদাত্তদ্রমং  
পীতা যথাত্তঃ প্রজহাতি তৎকলং ॥ ৩৪ ॥

যদি বল সেই সংসার সি প্রকৃতি পরিভাগ করিবেক, তজ্জনা করিতে-  
ছেন যে ইহা আত্মা নহে ইহা অজ্ঞ নহে এতজ্ঞে সমস্ত জগৎ নিরাশকারি  
জানি ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা চিদঘনরূপ অমৃত আশ্বাদনকারী হইয়া  
সদ্ব্যপ্ত আনন্দরস প্রাপ্ত হওত নবস্ত নাথরূপাত্মক জগৎকে মিথ্যা জানিয়া  
সেই ভাবে পরিভাগ করিবেক; যে প্রকার সর্বসাধারণ লোকে জলদ্বারা  
জলের রস পান করিয়া অনার কলকে পরিভাগ করে। ৩৪।

কদাচিদাত্মা ন যুতো ন জায়তে  
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবৰ্দ্ধতে ইমরঃ ।  
নিরন্ত সৰ্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ  
স্বয়ং প্রভঃ সৰ্বগতোহরমম্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

এই আত্মা কদাচিৎ জাত অথবা যুত হয়েন না এবং তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি বর্দ্ধমানও হয়েন না, সূতবাৎ এতদ্বারা তাঁহার “জন্ম .. জন্মান্তর বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ .. এই যড়নিকার নিবন্ধ ছিল। ফলত এই আত্মা অতিশয় সুখাত্মক ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং সৰ্বগত ও অদ্বিতীয় হয়েন ॥ ৩৫ ॥

এবং বিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে  
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ।  
অজ্ঞানতোদ্যাসবশাৎ প্রকাশতে  
জ্ঞানে বিলীয়তে বিরোধতঃ কণাৎ ॥ ৩৬ ॥

যদি বল একান্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে দুঃখময় সংসার কি প্রকারে প্রতীতি হয় তজ্জন্য কহিতেছেন যে, স্ব স্ব রূপের অজ্ঞানহেতু পরোক্ত প্রকার অধ্যাসবশতঃ দুঃখময় সংসার প্রতীতি হয় ; কিন্তু যে প্রকার সূর্য্যোদয় হইয়া যাত্রাে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তদ্বজ্ঞান হইবামাত্র পরস্পর বিরোধ হেতু ঐ অজ্ঞান তৎকণাৎ পূৰ্ব্বোক্ত জ্ঞানে বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

যদনাদনাত্ম বিভাব্যতে ভ্রমা  
দধ্যাসমিত্যাছরমুঃ বিপশ্চিতঃ ।  
অসম্পর্ভুতেহহি বিভাবনং যথা  
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭ ॥

যে অধ্যাসজন্য জীবের সংসার ভ্রান হয় অধুনা সেই অধ্যাসের স্বরূপ কহিতেছেন। পাণ্ডুরো কহেন এক বস্তুর অন্য বস্তুর যে ভ্রান হয় তাহার নাম অধ্যাস। অতএব যে প্রকার রজ্জু আদি বস্তুরে সর্প বলিয়া ভ্রান হয়



সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ জগদীশ্বরে জগৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিকল্প মায়ারহিতে চিদাম্বকে

ব্রহ্মার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ ।

অধ্যাস এষাংনি সর্বকারণং

নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥

বাস্তবিক সমস্ত বিকল্পের কারণস্বরূপ মায়ার সঙ্গরহিত চৈত্র্য নির্যিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে এবং সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বর-চৈতন্য এই অহংকারস্বরূপ অধ্যাসই প্রথম কল্পিত হইয়া সমস্ত জগদধ্যাসের কারণস্বরূপ হইলেন ॥ ৩৮ ॥

ইচ্ছাদিরাগাদি স্তুত্বাদিমধ্বকঃ

সমাধিস্তঃ সংসৃতি হেতবঃ পরে ।

যস্মাৎ সুসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ

সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হিনঃ ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ইচ্ছা উপেক্ষা রাগ দ্বেষ ও সুখদুঃখাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণে রুতি সমূহ হইতে আত্মা ভিন্ন হইলেও সেই সমস্তই সর্বদা আত্মার স্বরূপে সংসারের হেতুস্বরূপ হয়। কেননা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদ্রুত অবস্থাতে অন্তঃকরণের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত রাগ ইচ্ছা সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকলই থাকে, কিন্তু সুসুপ্তি কালে জীবের অন্তঃকরণ স্থায় কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে প্রস্থাবিত রাগ ঘেযাদি কিছুমান থাকে না, বরং তৎকালে সরস্বরূপ সাকিচৈতন্য স্বরূপ আনন্দমাত্ররূপে অচূড়িত হইলেন সংসারিত্ত্বরূপে অচূড়িত হইলেন না, অতএব রাগ ঘেযাদিকে অন্তঃকরণের রুতি বলিয়া জানিবেন আত্মার গুণ নহে। কলতঃ যেহেতু সুসুপ্তি হইতে উত্তত হইলে আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম ইহা সকল লোকের স্পষ্টরূপে স্মরণ হয়, রাগ ঘেযাদির থাক। কিছুমান স্মরণ হয় না, অতএব অন্তঃকরণের সত্ত্বা ও অসত্ত্বা দ্বারা সংসারেরও সত্ত্বা অসত্ত্বা সিদ্ধি-হেতুক সংসারের অন্তঃকরণ মূলতঃ সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইল ॥ ৩৯ ॥

অনাদ্য বিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিশিষ্টো  
জীবঃ প্রকাশোহয় যিতীৰ্য্যতে চিতঃ ।  
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়াপৃথকস্থিতো  
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছন্ন পরঃ স এবহি ॥ ৪০ ॥

অনাদিস্বরূপ অবিদ্যাকার্য্য বুদ্ধিতে প্রতিবিশিষ্ট চৈতন্য আত্মার যে চিদংশ তিনিই ইহলোক পরলোকে সুখদুঃখ ভোগশালী জীব বলিয়া ব্যক্তি হইলেন । এবং যিনি আত্মা তিনি অন্তঃকরণের সাক্ষরূপে পৃথকস্থিত হইলেন । অর ও আত্মা অন্তঃকরণ দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইলেই পর-শব্দের ব্যাচা হইলেন ॥ ৪০ ॥

চিচ্ছিন্নসংক্ষান্নাধিয়াং প্রসঙ্গত  
স্বৈকত্র্যাসাদনলাভ লৌহবৎ ।  
অন্যোন্মাদ্য মধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে  
জড়াজহন্নয় চিদানুচেতনোঃ ॥ ৪১ ॥

চিদাভাস সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণ এই তিনের প্রসঙ্গক্রমে একত্র-বাস প্রযুক্ত অনলাভ লৌহের ন্যায় পরস্পর অধ্যাসবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষি চৈতন্যে জড়াজড়ত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে । অর্থাৎ যে প্রকার অনলাভ লৌহে অগ্নির লৌহবৎ সূক্ষ্মত্বাদি এবং লৌহের অগ্নিবৎ দাহিকাশক্তি প্রতীতি হইয়া থাকে তদ্রূপ চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণের একত্র-বাস প্রযুক্ত পরস্পর অধ্যাসবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্যে এতদ্বভয়ের জড়-জড়ত্ব প্রতীতি হয় । চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্যে এতদ্বভয়ই বিশুদ্ধ চৈতন্য যাত্র, তবে কেবল অন্তঃকরণের জড়ত্ব লইয়া তদ্বভয়ের জড়াজড়ত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ওরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ  
সংজাত বিদ্যানুভবো নীরীক্ষ্য তং ।  
স্বাত্মানমাত্মস্থ মুপাশিবর্জিতঃ  
ত্যাগেদশেষং জড়মাশ্রণোচরং ॥ ৪২ ॥

যদি বল সেই জড়ত্বের নির্ণয় কি প্রকারে হইতে পারে অতএব কহি-  
তেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞ শুক্লরব নিকট বেদান্তবাক্য প্রবণ তদর্থ মনন নির্দি-  
ধাসনের দ্বাৰা যে ব্যক্তির অনুভবস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি জ্ঞান  
চক্ষুদ্বারা আপন আত্মাতে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মচৈতন্যদ্বারা  
প্রকাশিত বুদ্ধাদি সমুদায় জড় পদার্থকে যথ্যা জানিয়া পারিত্যাগ করি-  
বেন ॥ ৪২ ॥

প্রকাশনোপোহহ যজ্ঞোহস্তরঃ

সংসারভাতেহহনতীব নির্মলঃ ।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ

সংপূর্ণ আনন্দময়োহহ যন্ত্রিরঃ ॥ ৪৩ ॥

বুদ্ধাদি সমুদায় জড় পদার্থকে যথ্যা জানিয়া পারিত্যাগ করিলে তত্ত্ব-  
জ্ঞানির যে প্রকার অনুভব হয় অধুনা তাহা হই য়োক্তব্য কহিতেছেন ।  
আমি প্রকাশস্বরূপ এবং জয়রহিত ও অধিতীয় এবং আমি অবিনাশ বা তৎ-  
কার্যাদি স্বরূপ মালিন্য রহিত অথচ স্বয়ং প্রকাশিত আছি । এবং আমি  
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় ও রোগাদি-শূন্য ও সর্বত্র পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ও  
নিক্রিয়, অর্থাৎ আমার ইচ্ছাদি না থাকতে আমি কোন কার্য  
কর না ॥ ৪৩ ॥

সদৈব যুক্তোহহমচিন্ত্য শক্তিমা

নতীন্দ্রিয়জ্ঞান যবিক্রিয়াঅকঃ ।

অনন্ত পারোহহ মহনিশং বুদ্ধৈ

কিভাবেতোহহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

এং আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এতৎ কালজয়ে যুক্তস্বরূপ ও অচিন্ত্য  
শক্তিবিশিষ্ট, চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর জ্ঞানস্বরূপ অথচ আমি কোন  
বস্তুরা পরিণাম প্রাপ্ত হই না । কিন্তু সর্বজন-সম্মুখে অনন্তাখ্য যে মায়া  
আমি সেই মায়ায় অতীত হইয়াও বেদবাদি জ্ঞানিগণ কর্তৃক দিবানিশি  
কল্পমায়ে বিচিন্তিত হই ॥ ৪৪ ॥

এবং সদাশ্রয় মখণ্ডিতাশ্রয় ।

বিচার্যমানস্য বিশুদ্ধভাবনা ।

হন্যাদবিদ্যা মচিনেণ কারটকঃ

রসায়ণং স্বল্পপাগিতং রুজঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞানির প্রাণ্ডক প্রকার ভাব উপস্থিত হইলে কি হয় এতদপেক্ষায় কহিতেছেন যে, এতদ্ব্যতীত অখণ্ডিতাশ্রয়-স্বরূপ যিনি সর্বদা আশ্রয়কে বিচার করেন, তাঁহার সেই বিশুদ্ধ ভাবনা দেহাত্মক প্রাণিক কর্মের সাহিত্য সমস্ত অজ্ঞানকে সেই ভাবে অচিরে বিনষ্ট করেন। যে প্রকার সেবিত রসায়ণ নামক ঔষধি রোগ নিচয়কে অবিলম্বে হনন করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

বিবিক্ত আত্মীন উপরতেচ্ছিন্নয়ো

বিনির্জিতাশ্রয়। বিমলাস্তুরাশয়ঃ ।

বিভাবয়েদেক মনন্যগাধনো

বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আশ্রয়ংস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অধুনা যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান সাধনা করিতে হয় তাহা কহিতেছেন । নির্জিন প্রদেশে গম্য স্বস্তিক ভূত্ব বা বীরাসনাদি কোন প্রকার আসনে উপবেশন পূর্বক চক্ষুবাণী ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রেচক পুরক কুণ্ডক স্বরূপ প্রাণামদ্বারা প্রাণবায়ুকে দমন করত প্রথমতঃ বিশুদ্ধ চিত্ত হইবেন । তদনন্তর অন্য সাধন পরিচয় পূর্বক সেই অল্পভবাত্মক জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি কেবল সর্বব্যাপী একমাত্র আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া তাহাকেই বিশেষরূপে ভাবনা করিবেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বং যদেতৎ পরমাশ্রয়দর্শনং

বিল্যপয়েদাশ্রয়ানি সন্মাকরণে ।

পূর্ণাশ্চিদানন্দ ময়োবতিষ্ঠতে

ন বেদ বাহ্যং ন চ কিস্চিদগুরুং ॥ ৪৭ ॥

যদি বস্তু দৈতস্বরূপ এই যে প্রাণক বাহ্য ইহা বিদ্যমান থাকিতে অদ্বৈত স্বরূপ আত্মভাবনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? উক্তনা কহিতেছেন

যে, পরমাত্মকপ্রকাশিত এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহাকে সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্তোপাদান কারণস্বরূপ আত্মাতে লয় প্রাপ্ত করিবেক। স্বরূপের অপরি-  
ভ্যাগে যে কার্যোৎপন্ন করে তাহাকে বিবর্তোপাদান কারণ কহা যায়, যে  
প্রকার ভগ্নস্থলে নগ্নকার্গের প্রতি ইচ্ছা; তজ্জপ বিশ্ববার্হোর প্রতি পর-  
মাত্মা। তদনন্তর দৈব বজ্রা অস্ত্রবহে হুক যখন তিনি পরিপূর্ণ চিদানন্দ-  
স্বরূপে অবস্থিত করিবেন তখন আর তাহার বাহ্যাত্ম্যের বলিয়া কিছুমাত্র  
অম্লভূত হইবেক না ॥ ৪৭ ॥

পূৰ্ব্বং সমাধে রখিলং বিচিন্তয়ে

দৌকার মাত্রং মচরাচরং জগৎ ।

তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো

বিভাবাতেহজ্ঞান বশান্নবোধঃ ৩৪ । ৪৮ ॥

অধুনা যে রূপে পরমাত্মাকে ভাবনা করিতে হয় তাহা বিস্তার করিয়া  
কহিতেছেন। সমাধিসঙ্গ হইবার পূৰ্ব্বে চরাচরক এই অখিল জগৎকে  
ওকাররূপে ভাবনা করিবেক। কেননা গদ্যধি জীবের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে  
তদবধি অজ্ঞানবশত এই জগৎসমুদায় বাচ্য এবং প্রণবাখ্য ওকার ভাষার  
বাচক বলিয়া প্রতীতি হয়; জ্ঞানসময়ে বাচ্য বাচকাদিরূপে আর প্রভেদ  
থাকে না ॥ ৪৮ ॥

অকারমংজ্ঞঃ পূৰ্ব্বমোহি বিশ্বক

উকারকষ্টৈজস অর্য্যতে ক্রমাৎ ।

প্রাজ্ঞোমকারঃ পরিপঠাতেহখিলৈঃ

সমাধি পূৰ্ব্বং ন তত্ত্বতোভবেৎ ৩৫ ॥ ৪৯ ॥

সম্প্রতি আকার উকার মকারাত্মক প্রণবের অর্থ বিবৃতি করিতেছেন  
ওকারের অন্তর্গত যে অকার সেই অকারবাচ্য শরীদন্ত পুরুষই বিশ্ব বলিয়া  
কথিত হয়েন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরাত্মমান সমস্ত ব্যক্তি স্থল শরীরে অভি-  
মান থাকতে ঐ পুরুষ বিশ্ব নামে কথিত হয়েন। এবং প্রণবের দ্বিতীয়বর্ণ  
যে উকার তিনিই তৈজস, অর্থাৎ ভেজোময় অভ্যকরণোপহিতরূপে ব্যক্তি  
সূক্ষ্মশরীরে অভিমান থাকতে ঐ পুরুষই তৈজস নামে কথিত হয়েন।  
এবং প্রণবের তৃতীয়বর্ণ যে মকার তিনিই প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ একমাত্র অজ্ঞানের  
প্রকাশক হইয়াও ব্যক্তি কারণশরীরে অভিমান থাকতে ঐ পুরুষই প্রাজ্ঞ

নাথে কথিত হয়েন ; ইহা বেদোক্ত ক্রমামুসারে সমস্ত পণ্ডিত কহিয়া থাকেন ।  
কলভাঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভেদে জীবের যে এই তিন অবস্থা কথিত হইল  
তাহা সমাধি সিদ্ধ হইবার পূর্বের দৈতভান সময়ের অবস্থা মাত্র তত্ত্বজ্ঞান  
প্রকাশিত হইলে পর এক্ষণ আর দৈত ভান থাকে না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে  
ভুক্রমধ্যে বহুধাব্যবস্থিতং ।  
ততোমকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং  
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবগ্য চান্তিমে ॥ ৫০ ॥

যেখানে লয় ভাবনা করিতে হয় অথবা তাহা কহিতেছেন । স্থলাদি  
শরীরাবস্থিত অকারাখ্য যে পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব, তাঁহাকে প্রণবের দ্বিতীয়বর্ণ  
উকারাখ্য তৈজসে বিশেষরূপে লয় প্রাপ্ত করিবেক, অর্থাৎ স্থল শরীরাত-  
মানি পুরুষকে স্বক্ষশরীরে বিলীন ভাবনা করিবেক । তদনন্তর প্রণবের  
দ্বিতীয়বর্ণস্বরূপ উকারাখ্য তৈজসকে প্রণবের চরমবর্ণ মকারে লয় প্রাপ্ত  
করিবে ॥ ৫০ ॥

মকারমপ্যাত্মনি চিত্তনৌপরে  
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমগীহ কারণং ।  
সোহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তব  
দ্বিজ্ঞানদৃগ্ মুক্ত উপাধিতো হমলঃ ॥ ৫১ ॥

কারণশরীরাত্মানি মকারাখ্য প্রাজ্ঞকেও বিশ্বজ্ঞ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে  
বিলীন ভাবনা করিবেক । তাহাব পর আমিই সেই নিত্য মুক্ত পরব্রহ্ম বটি,  
এতদ্রূপে সর্বদা আপনাকে বিমুক্তবৎ ভাবনা করিতে যখন তাঁহার অসু-  
ভবাস্বক জ্ঞান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবেক তখন তিনি ত্রুগাদি মুক্ত সর্পের  
ন্যায় স্থল স্বক্ষ কারণ শরীররূপ উপাধিহীন হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য-  
স্বরূপ হইবেন ॥ ৫১ ॥

এবং পরিজ্ঞাত পরা আভাবনঃ  
স্বানন্দভূক্তঃ পরিবিস্মৃতোখিলঃ ।  
আন্তে স নিত্যাত্মমুখপ্রকাশকঃ  
সাক্ষাদ্বিমুক্তোহচলনারিসিকুবৎ ॥ ৫২ ॥

সম্প্রতি আত্মোপাসনার কল কহিতেছেন । এবংপ্রকার আত্ম পরিচিন্তক  
বাক্তি সমস্ত প্রাপঞ্চ্যপদার্থ বিষ্মৃত হইয়া নিজানন্দদ্বারা পরিতৃপ্ত হইবেন ।  
তদনন্তর তিনি সাক্ষাৎ সত্য স্বরূপ প্রকাশক আত্মস্বরূপ হওত লয় বিবেকণ  
কথায় রসাস্বাদরূপ বিষ চতুর্ভুজ হইতে বিমুক্ত হইয়া অসল বারিনিধর ন্যায়  
কোভরহিতরূপে অবস্থিত করেন । বিষ চতুর্ভুজের বিশেষ এই যে অথও  
ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া অস্তঃকরণের নিম্নাবস্থাকে লয় বলা যায় ।  
অথও ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া অস্তঃকরণ দ্বিতীয় গ্রহনকজাদি  
অন্য বস্তুর অবলম্বনকে বিবেকণ কহে । লয় প্রবিবেকণের অভাবে অস্তঃকরণ-  
বৃত্তির শুদ্ধ হওন নিমিত্ত অথও ব্রহ্ম বস্তুকে যে অনবলম্বন তাহাই কথায় বলা  
কথিত হয় । এবং অথও ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া বুদ্ধি-  
বৃত্তিব স্বরূপ সবিবক্ষ্যমানকে ব্রহ্মানন্দ ভ্রমে আশ্বাদন করাকেই রসাস্বাদ  
কহা যায় ॥ ৫২ ॥

এবং সদাভাস্তমস্যাধি যোগিনো  
নিবৃত্ত সর্বেশ্বরগোচরম্যতি ।  
বিনির্জিতা শেষরিপোরহং সদা  
দৃশ্যোভবেয়ং জিতবড়্গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

এই প্রকারে নিরন্তর সধ্যাধি অভ্যাসকারী যোগী বিষয় নিবৃত্ত বাক্তির  
সমক্ষে আত্মি কার্যক্রোধলোভ মোহাদি শত্রুবিজয়ী ও ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক  
মোহ জরা মৃত্যুরূপ বড়দুর্গ-জরী ও সঁজদানন্দরূপ আত্মরূপে সর্বদা  
অনভূত হই ॥ ৫৩ ॥

ধ্যাতৈবমাত্মান মহর্নিশং মুনি  
স্তিষ্ঠেৎ সদামুক্ত সমস্ত বন্ধনঃ ।  
প্রারব্ধমশ্বনভিমান বর্জিতো  
মহ্যোবসাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ ॥ ৫৪ ॥

মহর্নিশাল বাক্তি উক্ত প্রকারে অপারোক্ষরূপে অহতৃত আত্মকে দিবা-  
নিশি ধ্যান করত কাম ক্রোধাদি সমুদায় কথপ্রমি ছেদন পূর্বক জীবন্ত  
হইয়া অবস্থিত করেন । তদনন্তর সেই অভিমানবাক্তিত বাক্তি প্রারব্ধ কর্মের

কল ভোগ করণনিষ্ঠর সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আঘাতেই মর প্রাপ্ত  
হইবেন ॥ ৫৪ ॥

আদৌচ মধ্যেচ তথৈবচাস্তুতো  
ভবং বিদিত্বা ভয়শোক কারণং ।  
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচৌদিতং  
ভজ্যেৎ স্বমাত্মান মধা খিলাত্মনাং ॥ ৫৫ ॥

অধুনা জীবন্ত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন । সংসারকে আদি অন্ত  
মধ্যে সর্বপ্রকার ভয়শোকের কারণ জানিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বিধিবোধিত সমস্ত  
কৰ্ম্মমार्গকে পরিভাগ করত অখিল জীবের স্বরূপভূত আঘাকেই স্বকীয় নিজ  
স্বরূপের সহিত অভেদজ্ঞানে ভাবনা করিবেন ॥ ৫৫ ॥

আত্মন্য ভেকেন বিভাবয়ন্নিদং  
জানাত্য ভেদেন ময়াত্মনস্তদা ।  
যথা জলং বারানিধৌ যথা পয়ঃ  
ক্ষীরে বিষদ্ব্যোম্যানিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬ ॥

কেমনা যখন তিনি এই সমস্ত জগৎকে আপন স্বরূপের সহিত অভেদরূপে  
ভাবনা করেন তখন যে প্রকার সমুদ্রে প্রবিক্ত নদ্যাতির জল ও হৃদে প্রক্ষিপ্ত  
দ্রব ও মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহাবায়ুতে ভস্মাদি যজ্ঞোৎপাদিত বায়ু সঞ্চিত  
হইয়া অভেদরূপে প্রতীতি হয় তদ্রূপ তিনি পরমাত্মাস্বরূপ আঘার সহিত  
আপন আত্মাকে অভেদরূপে জানিতে পারেন ॥ ৫৬ ॥

ইত্থং যদি ক্লেত হি লোক সংস্থিতো  
জগদ্ব্যবৈবেতি বিভাবয়েন্মুনিঃ ।  
নিরাকৃতত্বাত্বাচ্ছূতি যুক্তমনিতো  
যথেশ্বভেদো দিশ দিগ্জন্মানদয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

এবম্প্রকারে লোকসমূহের মধ্যস্থিত মুনিপদবাচ্য সেই জানি ব্যক্তি যদ্যপি  
এই জগৎকে দর্শন করেন তথাচ তিনি এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে  
পারেন । কেননা অতি যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বাধিতপ্রযুক্ত এই জগৎ



ভাষার নিকটে সেই ভাবে প্রকাশিত হয় যে প্রকার দৃষ্টিবিভব নিমিত্ত চক্ষু  
দ্বিচ্ছদ্রম ও পুরীন্দ্র দিকসমূহে দিগন্তভ্রম ও উর্দ্ধাদি দিকসমূহে নীলবর্ণ  
কটাহ তুলা বস্ত্র আকাশের অবরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ১৫৭ ॥

আবরণশস্যদানবলং বদ্যাত্মকং

তাবল্যদানাদধন তৎপরোভবেৎ ।

প্রজ্ঞাপূর্ত্ত্যভিত্তিভক্তিগন্ধনো

বস্ত্রগা দৃশ্যেহ মহানর্শনং হৃদি ॥ ৫৮ ॥

এবস্ত্রদ্বার তত্ত্বজ্ঞানের উপায়স্বরূপ বিচার ও উপাসনা করিয়া অবশ্য  
অত্যন্ত সুখসাধ্য ভক্তিব্যোগ নামক নিগতোপায় করিতেছেন । যদবধি  
সমস্ত জগৎকে আমার অকণ দর্শন না করিবেক তদবধি সেই ভাব সিদ্ধার্থে  
তিনি ঈশ্বরস্বরূপ আমার আবাধনায় তৎপর হইবেন । সেননা সেই সাধনে  
যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া জন্মন হাস্য নর্জন ও গণাদিন্দ্রপা প্রৌঢ়লক্ষণা  
ভক্তি বিশিষ্ট হইলেন আমি তাহার অহংকরণে জ্ঞানস্বরূপে দিবানিশি সাক্ষাৎ  
কৃত হই ॥ ৫৮ ॥

রহস্যমেতচ্চুতি সারসংগ্রহঃ

ময়া বিনিশ্চিত্য ভোমাদিতং প্রিয়াৎ ।

যন্তে তদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্

সমুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ সগাৎ ॥ ৫৯ ॥

শ্রুতি সমূহের যে সারসংগ্রহ তাহা অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও মহাকর্ভুক  
বিনিশ্চিত হইয়া ভোমার প্রিয়তমত্ব কথিত হইল ! ইহলোকে যে বুদ্ধি-  
মান ব্যক্তি এই শ্রুতিসারসংগ্রহ অলোচনা করে সে ব্যক্তি সমুদায় পাপরাশি  
হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

১ উর্দ্ধাদি দিকসমূহে কটাহ তুলা বস্ত্র আকাশের আবরণরূপে যে দৃষ্ট  
হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টি-বিভব নিমিত্ত নহে ; সে কেবল বায়ু মিশ্রিত জলীয়  
পরমাণুর বর্ণ মাত্র । জলের আভাবিক রং নীলবর্ণ একনিমিত্ত সমুদ্রের  
জলকে নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উৎকৃষ্ট পুষ্করিণীর স্তূর্ভিত জলও  
ঈষদনীলবর্ণ হইয়া থাকে ।

জাতীয়দীক্ষা পরিদৃশ্যতে জগ  
 মাতৈব মর্ষ্য পরিহৃত্য চেতনা।  
 মস্তাবনা ভাবিত শুদ্ধ মানসঃ  
 সুখীভবানন্দময়োনিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥

হে জাতলক্ষণ! যদিও এই জগৎ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে তথাপি এই  
 সমস্ত বস্তুকে মায়াময় মিথ্যা পদার্থে জানিয়া অন্তঃকরণ-দ্বারা উত্তাবৎ পরি-  
 ভাগ করত পরমাত্মস্বরূপ আমার ভাবনায় ভাবিত ও বিশুদ্ধ হিত হইয়া  
 সুখী হও এবং পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ দোগ্ধন্য হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপে  
 অবস্থিত কর ॥ ৬০ ॥

যঃ সেবতে মানুজেন গুণাঃ পরং  
 হৃদ্যং মায়া যদি বা গুণাস্বকং।  
 মোহঃ স্বপাদাঙ্কিত রেণু ভিঃস্পৃশনু  
 পুণাতি লোক ত্রিতরং যথা রবিঃ ॥ ৬১ ॥

অনু! জীবজানচক্ষু স্বীয় ভক্তের স্বীকৃতি কণ্ঠেতেছেন। যে ভক্ত ব্যক্তি  
 নির্মলাভঃকরণ দ্বারা আমাকে হৃদ্যমিত ও সন্তোষিত গুণরহিত জানিয়া সেবা  
 করেন, অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ বটি এবং তুমি ক্রমে মতেদরূপে  
 আমার ভজনা কবেন, অথবা লীলাদি সময়ে আমাকে সন্তোষিত করিয়া জানিয়া  
 উপাসনা করেন তিনি স্বকীয় পদধূলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই রূপে দ্বিভুব-  
 নকে পবিত্র করেন যে প্রকার জন্মগণ সম্বন্ধ হৃদ্যোদেব স্বকীয় কিরণ পটল  
 দ্বারা অন্ধকার নিরাসন ও উত্তাপ প্রদান করিয়া দ্বিভুবনকে পবিত্র করিয়া  
 থাকেন ॥ ৬১ ॥

বিজ্ঞানমেত লখিল শ্রীতি তারমেকং  
 বোদান্ত বেদ্য চরণেন মনৈবগীতং।  
 যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্গুরুভক্তিযুক্তো  
 মঙ্গলমেতি যদি মন্ত্রচনেষু ভাক্তঃ ॥ ৬২ ॥

সম্প্রতি এতদগ্রন্থ পাঠের কল কহিতেছেন। বাহ্যার পাঠপত্র বেদান্তবেদ্য  
 এবং তুমি আমা কর্তৃক কথিত সমুদায় জ্ঞতির সারাংশস্বরূপ এই যে বিজ্ঞান

জন্মক গীতা গ্রন্থ, ইহা যে ব্যক্তি প্রতাপুর্নক পাঠ করে সে ব্যক্তি শুক-  
ভক্তি যুক্ত হইয়া তবেই আমার স্বরূপা প্রাপ্ত হয় যদিও আমার বাক্যে  
অহংকার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীভক্তাণ্ড পুরাণীয়াধ্যায়রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে  
পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাসগীতা  
সমাপ্তা ।

এই পঞ্চম শ্রীভক্তাণ্ডপুরাণীয় অধ্যায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চমা-  
ধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাসগীতা-নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ॥

শ্রীমদ্ভাসগীতা নামক এই গ্রন্থখানি আমরা শ্রীযুত বারু হিতলাল মিশ্র  
গোস্বামী মহাশয়ের কৃত হিতৈষী নারী টাকার ব্যাখ্যাসারে ভাষান্তরিত  
করিলাম ।

## জীবমুক্তিগীতা।

জীবমুক্তৌচ বা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে ।

বা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে সা মুক্তিঃ শুনিশুকরে ॥ ১ ॥

এক সময়ে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই বৌদ্ধমতাবলম্বিরা শূন্যকে আত্মা কহিত, ভুতরাং তাহার দিগের মতে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হইলেই জীবের মুক্তি হয়। যথা “মৃত্যুরেব মুক্তিরিতি, অর্থাৎ জীবের দেহ বিনাশই মুক্তি সম্পাদিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বিদিগের এতদ্রূপ মুক্তি লক্ষণের প্রতি দোষারোপণ পূর্বক ত্রিযুক্ত দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ জীবমুক্তির স্বরূপ লক্ষণ কহিতেছেন। যথা—হে প্রিয়শিষ্য! জীবমুক্তিতে যে মুক্তি কথিত হইয়াছে তাহা যদি জীবের দেহনাশ হইলেই হয় বল, তবে শূকর কুক্করাদির দেহনাশ হইলে তাহারও মুক্তিভাজন, হইতে পারে। যদি বল তাহাই স্বীকার করি। ভাল ; তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি এতদ্রূপ নিশ্চিত থাকে যে, জীবের দেহনাশ হইলে মুক্তি হইবেই হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, তাহা হইলে এই বিশ্ব সংসারে কোন জীবেরই মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকিতে পারে না, যেহেতুক কীট পতঙ্গাদি অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণিদিগের ও চরমে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে ; অধিদত্ত অযত্ন স্নেহ বস্তুর প্রতি কে কোন কালে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! প্রাপ্তজ বৌদ্ধমত নিতান্ত অশ্রদ্ধের, আদি ভোমাকে জীবমুক্তির স্বরূপ লক্ষণ বিস্তার করিয়া কহিতেছি তুমি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। অজ্ঞান করি এতদ্বারা ভোমার বৌদ্ধমতের প্রতি অশ্রদ্ধাও যথার্থ মুক্তি প্রাপ্তির কামনাও বলবতী হইতে পারিবেক ॥ ১ ॥

জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

এবমেবাভি পশ্যন্তি জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥

এই যে জীব ইনিই শিবস্বরূপ, যেহেতুক একমাত্র সর্বব্যাপি পরব্রহ্ম চৈতন্যই সর্বদেহে সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজিত আছেন। এতদ্রূপে যিনি সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন। অর্থাৎ যিনি কামাদি রিপুবর্গকে পরাজয়পূর্বক জয়প্রাপ্ত হইয়া শাসন করিয়া জীবদশাতেই সর্বব্যাপি পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন। ত্রিযুক্ত দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ বৌদ্ধোক্ত মুক্তি লক্ষণের প্রতি দোষারোপণ করিয়া পূর্বোক্ত মোকদ্বারা মুক্তিস্বরূপ কথনে

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন অধুনা তদ্বিশ্রুতিতে জীবমুক্তির লক্ষণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপূরণ করিলেন । অর্থাৎ যিনি জীবদ্ধব্রহ্মতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে জীবমুক্ত কহা যায়, এতদ্বাক্যে সমুদায়বাসীত লোকশাস্ত্রের অতাবে শৃগাল কুকুরাদির আর মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না । অধুনা পূর্বোক্ত জীবমুক্তি বিশেষতঃ লক্ষণ একবিংশতি মোকদার শিব্যকে স্পষ্টরূপে উপদেশ উপদেশ করিতেছেন ॥ ২ ॥

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্বমুখিলং ভাগতে রবিঃ ।

সংস্থিতং সর্বভূতানাং জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥

যে প্রকার সহস্রকিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কিরণপটল দ্বারা চরাচরময় এতদ্ভ্রূক্ষাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্বব্যাপীরূপে বিরাজিত আছেন তদ্রূপ শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি নির্বিল জীবচৈতন্যদ্বারা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্বদেবে অবস্থিত করিতেছেন ; এবং প্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ৩ ॥

একদা বহুদাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ।

আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৪ ॥

যেমন একদাত্র সুধাকর নানা শরাবদ্ধিত জলধমো প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুধারূপে ভাসমান হয় তদ্রূপ একমাত্র পরমাত্মা নানা জীবের বুদ্ধিবশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা জীবরূপ প্রকাশিত হইতেছেন ; এতদ্রূপ বাহার জ্ঞান আছে তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ৪ ॥

সর্বভূতে স্থিতঃ ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বিদ্যতে ।

একমে বাতি পশ্যন্তি জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫ ॥

একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমুদায় জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত করিতেছেন, কোন প্রকারে তাঁহার ভেদভেদ নাই, অর্থাৎ জীবগুণের দেহ ভিন্নত বটে কিন্তু আত্মা একমাত্র ; এতদ্রূপে যিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে অবলোকন করেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ৫ ॥

তত্ত্বং ক্ষেত্র ব্যোমাতীতং অহং ক্ষেত্রজ উচ্যতে ।

অহং কর্তা অহং ভোক্তা জীবমুক্তঃ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

কিতি, অপ, তেজঃ, মকৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত বিনির্মিত যে ক্ষেত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্রস্থল বা লঙ্গদেহ, সেই দেহকে যিনি জ্ঞানেন তিনিই ক্ষেত্রজ অর্থাৎ

তিনিই অহং শব্দবাচ্য জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন ; সেই অহং শব্দবাচ্য জীবাত্মাই আমি কর্তা আমি ভোক্তা বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে ; কিন্তু আত্মা অহঙ্কার হইতে তির ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের অতীত হয়েন এত-  
ক্ষণ যিনি জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবন্যুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৬ ॥

কর্মেন্দ্রিয় পরিত্যাগী ধ্যান বর্জিত চেতনঃ ।

আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৭ ॥

যিনি হস্তাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে স্বীয় রূতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া মনকে  
ধ্যানাদ্যুচ্চান হইতে বিরত করতঃ সেই আত্মা পদার্থকে জ্ঞাত হইয়াছেন,  
তিনিই জীবন্যুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৭ ॥

শরীরং কেবলং কর্ম্ম শোকনোহাদি বর্জিতম্ ।

শুভাশুভ পরিত্যাগী জীবন্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

যিনি সমস্ত কার্য্যে শোক মোহাদি রহিত ও শুভাশুভ ফল পরিত্যাগী  
হইয়া কেবল শরীর নির্বাহার্থ প্রবৃত্ত কর্ম্মের অুচ্চান করেন তিনিই জীবন্যুক্ত  
বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৮ ॥

কর্ম্ম সর্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন ।

কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজান্নাতি জীবন্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

যিনি নানা শাস্ত্রাদিতে কথিত যে কর্ম্মকাণ্ডাদি তাহাই কিছুমাত্র জ্ঞাত  
থাকুন বা নাই থাকুন কিন্তু সমুদায় কর্ম্মকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানেন তিনিই  
জীবন্যুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৯ ॥

চিন্ময়ং ব্যপিতং সর্ব্ব মাকাশং জগদীশ্বরম্ ।

সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১০ ॥

সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর তাঁহাকে যিনি সমু-  
দায় জীবের আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই জীবন্যুক্ত বলিয়া কথিত  
হয়েন ॥ ১০ ॥

অনাদিবর্জিতভূতানাং জীবঃ শিবো ন চনাতে ।

নিবৈরঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১১ ॥

যিনি এই অনাদিবর্ত্ত (সমকালীন জাত) প্রাণিসমূহের জীবাত্মাকে শিব-  
স্বরূপ জানিয়া কদাচ কোন প্রাণীকে আঘাত না করেন বরং সমুদায় জীবের  
পূরক বান্ধব, তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১১ ॥

আত্মা গুরুত্বঃ বিশ্বঞ্চ চিদাকাশো ন লিপ্যতে ।

গতাগতং ছয়োনাশ্চি জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

চিদাকাশস্বরূপ আত্মা ও ব্রহ্মাও উভয়েই আমার গুরু ও পদ্যপত্নীত  
জলের ন্যায় পরস্পর নির্লিপ্ত হইবেন এবং ভূতভয়ের যাতায়াতও নাই, অর্থাৎ  
নির্লিপ্ত হইলেও কন্দিমকালে ভূতভয়ের পাখকোর সম্ভাবনা নাই, ইহা যিনি  
জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১২ ॥

গৰ্ভব্যাধেনৈন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে ।

মোহং মনো বিলীয়ন্তে জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্তর্ধানদ্বারা জ্ঞানিদিগের দেহমধ্যে যে আত্মা দর্শন হয় তাহাকেই মন  
বা জীবাত্মা কহা যায়, সেই বায়ু সদৃশ মন আকাশস্বরূপ যে পরমাত্মাতে লয়  
প্রাপ্ত হয় সেই পরমাত্মাই আমি এতদ্রূপ যিনি জ্ঞানেন তিনিই জীবমুক্ত  
বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১৩ ॥

উর্দ্ধ্ব ধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে ॥

শূন্যং লবঞ্চ বিলয়ং জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

যিনি ধ্যানদ্বারা উর্দ্ধদর্শন করেন অর্থাৎ উর্দ্ধস্থিত আকাশের ন্যায় পর-  
মাত্মাকে ভাবনা করেন তখন তাঁহার মনকে বিজ্ঞান কহা যায় এবং সেই মনঃ  
যাহার শূন্যস্বরূপ হইয়া লয় বিলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত  
হইবেন ॥ ১৪ ॥

অভ্যাসে রমতে নিত্যং মনোধান লয়ং গতং ।

বন্ধ মোক্ষ ছয়ং নাশ্চি জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

যিনি পুরুষোক্ত প্রকার অভ্যাসে সর্বদা রত থাকিয়া ধ্যানদ্বারা মনকে  
একেবারে লয়গত করিয়াছেন তাঁহার আর বন্ধ মোক্ষ নাই সুতরাং তিনিই  
জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১৫ ॥

একাকি রমতে নিত্যং স্বভাব গুণ বর্জিতং ।

ব্রহ্মজ্ঞান রমা স্বাদো জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

যিনি স্বাভাবিক প্রবর্তিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ রসান্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদা একাকী অবস্থিত করিতে ভাল বাসেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১৬ ॥

হৃদি ধ্যানেন পশ্যতি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ ।

সোহং হংসেতি পশ্যতি জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৭ ॥

যিনি ধ্যানদ্বারা জানিতে পাবেন যে-হৃদয়মধ্যে যে পরমাত্ম মনকে প্রকাশ করিতেছেন আমিই সেই পরমাত্মা হই ; এতজ্ঞে যিনি হৃদয়মধ্যে থাকিয়া অন্তর বাহ্যস্থিত পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১৭ ॥

শিব শক্তি মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ড মেবচ ।

চিদাকাশং হৃদং সোহং জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

যাদৃশ শিব শক্তির এক আত্মা তাদৃশ আমার এই দেহ মন এক পদার্থ, এবং এতৎ দেহমনোযুক্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বাহ্যস্থিত বৃহৎক্ষাণ্ড এতদুভয়ও এক পদার্থ অতএব হৃদয়রূপ চিদাকাশমধ্যে আমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপ পরমাত্মা একজ্ঞে যিনি পরমাত্মাকে জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১৮ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবস্থিতং সদা ।

সোহং মনো বিলীয়তে জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৯ ॥

যেহেতুক জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা মায়াদ্বারা সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে কল্পিত হয় নিহিত অত্যা এই তিন অবস্থার অতীত হইবেন অতএব আর্ষই সেই ব্রহ্মপদার্থ এতজ্ঞে যিনি জ্ঞান হইয়া সর্বদা আপন মনকে সেই ব্রহ্মপদার্থে লয় করেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ১৯ ॥

সোহং স্থিতং জ্ঞান মিদং সূত্র মতিত উত্তরং ।

সোহং ব্রহ্ম নিরাকারঃ জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২০ ॥

যিনি আমিই সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিত করিতেছি এতজ্ঞে জ্ঞানসূত্র অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ আমিই সেই নিরাকার ব্রহ্মপদার্থ বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হইবেন ॥ ২০ ॥



মন এব মনুষ্যাণাং ভেদাভেদস্য কারণঃ ।

বিকল্পানৈব সংকল্প জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২১ ॥

একমাত্র মনই মনুষ্যাণের ভেদাভেদরূপ বৈতজ্যে কারণ হয় অতএব বাঁহার মনে সঙ্কল্প বিকল্প নাই অর্থাৎ যিনি মনকে একেবারে ব্রহ্মপদার্থে লয় করিয়াছেন তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ২১ ॥

মন এব বিহঃ প্রাজ্ঞা গিদ্ধাগিদ্ধান্ত এব চ ।

বদাদৃঢ়ং তদামোক্ষো জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২২ ॥

পণ্ডিতলোক একমাত্র মনকেই সমুদায় শুভাশুভের কারণ বলিয়া জানি-  
বেন, কেননা জীবের মন যৎকালে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে দৃঢ়-  
রূপে অবস্থিতি করে তৎকালেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ইহা যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন  
তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ২২ ॥

যোগাত্মাসি মনঃ শ্রেষ্ঠোহন্ত্যাগী বহির্জড়ঃ ।

অন্তস্ত্যাগী বহিস্ত্যাগী জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যোগাত্মাসি ( পরমাত্মাবস্থিত ) মনই শ্রেষ্ঠ হয় কেননা মন অন্তস্ত্যাগী  
হইলেই বহিঃস্থত জড়াকার হইয়া থাকে । অর্থাৎ জীবের মন যখন অন্তরে  
জগদীশ্বরচিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক খট খট মঠাদি বাহ্য বস্তু চিন্তা করে তখন  
সেই মন আপনিই খটাদির আকার ধারণ করিয়া জড়রূপে পরিণত হয় ;  
কিন্তু বাহার মন অন্তস্ত্যাগী ও বহিস্ত্যাগী হইয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ  
ব্রহ্মপদার্থে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে তিনিই জীবমুক্ত বলিয়া কথিত  
হয়েন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয় বিরচিতা জীবমুক্তগীতা সমাপ্ত

## নির্বাণঘটক।

— (১) —

ওঁ মনোবুদ্ধা হকার চিত্তাদিনাহং  
ন শোত্রং ন বিহ্বা নচ গ্রাণ নেত্রম্ ।  
নচ বোম ভুমি ন ভেজো ন বায়ুঃ  
চিদানন্দ, রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ১ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা মনোবুদ্ধি অহকারও চিত্তাদিও নহে এবং শোত্র  
ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা গ্রাণ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ও নহে এবং আকাশ বায়ু অগ্নি  
জল পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূলভূতও নহে ; কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই  
শিবস্বরূপই আমি ॥ ১ ॥

অহং গ্রাণ সংস্কেতা নতে পঞ্চ বায়ু,  
নবা মপ্তবাতু নবা পঞ্চ কোষাঃ ।  
ন বাক্যানি গাদো নচোপহ পায়ুঃ,  
চিদানন্দ, রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ২ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা (গ্রাণ অপান বান উদান সমান) গ্রাণনামক  
এই পঞ্চ বায়ু নহে অথবা বস রক্ত মাংস বসা মজ্জা অস্থি শুক্র এই সপ্ত শা-  
রীরিক ধাতুও নহে, কিম্বা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ অথবা রাগাদি পঞ্চকর্মে-  
ন্দ্রিয়ও নহে, কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি ॥ ২ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,  
ন মন্ত্রং ন তীর্থ্যং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ।  
অহং ভোক্তনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,  
চিদানন্দ, রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৩ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা সুখ দুঃখ অথবা পুণ্য পাপও নহে কিম্বা মন্ত্র তীর্থ  
বেদ ও যজ্ঞাদিও নহে অথবা ভোজ্য ভোক্তা বা ভোজনাক্রিয়াও নহে ; কিন্তু  
চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি ॥ ৩ ॥

নমে দ্বৈতরাগৌ নমে লোভমোহৌ,  
 মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবম্ ।  
 ন ধর্ষ্যো ন চার্ষ্যো ন কামো ন মোক্ষ,  
 শ্চিদানন্দ, রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৪ ॥

আমার কোন বিষয়তে অহুরাগ বা ঘেব নাই এবং কাম ক্রোধ লোভ  
 মদ মোহ মাৎসর্য্য এই সকল ভাবও আমার নাই ; অপিচ ধর্ম্ম অথ কাম  
 মোক্ষ এই চতুর্ভুগও আমি নহি ; কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিব-  
 স্বরূপই আমি ॥ ৪ ॥

ন মৃত্যু ন শঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ,  
 পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ।  
 ন বন্ধু ন মিত্রং গুরু নৈব শিষ্য,  
 শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৫ ॥

আমার ভয় নাই মৃত্যু নাইও জাতিভেদও নাই এবং আমার পিতা  
 নাই মাতা নাই জন্মও আমার জন্মও নাই এবং আমার গুরু শিষ্য কি  
 বন্ধু মিত্রাদিও নাই যেহেতুক সেই চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই  
 আমি ॥ ৫ ॥

অহং নির্ঝিকম্পো নিরাকার রূপঃ,  
 বিভূব্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম ।  
 ন বা বন্ধনং নৈব মুক্ত্য ন ভীতি,  
 শ্চিদানন্দ, রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৬ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা নিরাকার নির্ঝিকম্প অথচ সর্ব্বব্যাপী ও সমস্ত  
 ইন্দ্রিয়গণের নিরাধক, জুতরাং আমার বন্ধন মুক্ত বা ভয়াদি কিছুই নাই  
 যেহেতুক সেই চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি হই ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য  
 বিরোচিতঃ নির্ঝাণঘটকং সম্পূর্ণম্ ।

সম্প্রতি স্থানেই যে প্রকার ব্রহ্মসত্তার উন্নতি ও ব্রাহ্মধর্মে বৃদ্ধিমান লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধ হয় কতিপয় বৎসরের মধ্যেই পুনর্বার সমস্ত ভারতবর্ষমধ্যে পুরাকালের ন্যায় সত্যধর্মের জ্যোতিঃ বাহ্যরূপে বিকীর্ণ হইতে পারিবেক।

যেমন সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বদিগবধি পশ্চিমদিক পার্য্যন্ত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ধীরেই অস্তগমনপূর্ব্বক পৃথিবীর অপরাধাংশে জ্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং পুনর্বার পূর্ব্বস্থানে উদয়ের পূর্ব্বে স্বকীয় কিরণ গটল দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিগের তমো নষ্ট করিয়া উদ্ভিত হইয়া থাকেন; তদ্রূপ ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্য সূর্য্য চূড়ান্ত যবন জাতির শাসন-কালে টক্কর খাইয়া একেবারে বন্ধ হওত পশ্চিমদিকে অস্তগমনপূর্ব্বক অধুনা ইয়োর্বো-পাদি প্রদেশে সূর্য্য আচ্ছন্দ্য প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু পুনর্বার সেই সৌভাগ্য সূর্য্য অনতিবিলম্বে যে ভাবতবর্ষে উদয় প্রাপ্ত হইবেক ব্রাহ্মধর্মের উন্নতিদ্বারা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। জগদাশ্বর বৎকালে এই অবনী মণ্ডলে প্রথমে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন তৎকালে তাহারা সকলেই নিম্পাপী ছিলেন; একারণ বিনোদদেশে তৎকালে স্বভাবভাসকলের সদৃশে ব্রহ্মজ্ঞান ভাসমান হইত। কালসহকারে বিষয়ভোগ-জনিত বিবিধ পাপবশতঃ মনুষ্য-জাতির অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন হইলে পর তাহারা প্রায় সকলেই আত্মবিশ্মৃত হইলেন। তৎকালে যে সমস্ত মন কাষিগণ নিরন্তর নিঃস্রবপ্রদেহে অস্বোপাসনায় তৎপর ছিলেন, তাহারা মনুষ্যজাতির উদ্বৃদ্ধি চুরবস্থা মর্শন করিয়া কাকলাবশতঃ তাহাদিগের আত্মসিদ্ধির নিমিত্তে বিবিধ প্রকার জ্ঞানকণ্ডীয় গ্রন্থ বিরচন করিলেন; কিন্তু একমাত্র বিষয়ভোগ-প্রিয়তা তাহাদিগের অধিকাংশ লোককে আকর্ষণ করিয়া চুরবস্থা নীরধির গভীর নীরে আনয়নপূর্ব্বক একেবারে নিমগ্ন করিয়া রাখিল; সুতরাং মুনিঋষিপ্রণীত সেই সমস্ত শাস্ত্রাদি তাহাদের সকলের পক্ষে উপকারজনক হইল না। এতাবত মনুষ্যগণের বিষয়ভোগ-প্রিয়তার প্রাহৃত্যাব দৃষ্টে পুনর্বার মুনিঋষিগণ তাহাদিগের স্বভাবানুসারে বিষয়ভোগের সহিত সনাতন ধর্ম্মার্চনার সংশ্লেষ রাখিয়া কল্পনাদ্বারা কতকগুলি দেবদেবীর মহাত্ম্যসূচক পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রণয়ন করিলেন, বাহ্য উপধর্ম্ম বলিয়া অত্যাপি ভারতবর্ষে দেবীপাশান রহিয়াছে। সেই সমস্ত পুরাণাদি শাস্ত্রের স্থানেই যে সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত আছে তৎপ্রতি অধিকাংশ লোকের অনুরাগ ও বিখ্যাপ নাই, ইহারা আমোদমিষ্টত উপধর্ম্মের উপাসনা করিয়াই অপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ফলতঃ উপধর্ম্মের উপাসনা করিতেই সত্যধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেক, এতদ্বিত্তপ্রায়ে মুনিঋষিগণ বহুপিত উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে তাহা সমগ্ররূপে জাসিদ্ধ হয় নাই এবং ইহাও সম্ভাবনা নাই। কেননা বালককালে তাহার চিত্তক্ষেত্রে যে ধর্ম্মের বীজ রোপিত হয় বহুপরিণামে সেই ধর্ম্ম একেবারে বহুমূল হইয়া গেলে তাহাকে উৎপাটন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া তাহার কলোৎ-

পাদন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই কারণবশতঃ অধিকাংশ অন্তঃশীল লোক ব্রাহ্মধর্মের নাম শ্রবণ করিলেও বিভক্ত হইয়া থাকেন। তবে কেবল যে সকল যুবকগণ মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে বালককালাবধি জ্ঞানকাশীয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছে এবং তাহারাই মিসনারিদিগের প্রকাশিত উপধর্মের নিন্দাসূচক ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়াছে তাহারাই আধুনিক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতেছে। নচেৎ হরিনামের মালাধারী কোন এক প্রাচীন লোককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যদি কেবল ব্রাহ্মণ জাতির জীবনকা নিরীক্ষার নিমিত্ত প্রবঞ্চনাপূর্বক মুনিষ্কম্পণ উপধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন হয়, তবে তাঁহাদের অভিপ্রায় সর্বতোভাবে সূক্ষ্ম হইয়াছে বলিতে হইবেক। সে যাহা হউক, অধুনা উপধর্ম ও আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম এই দুই ধর্ম ক্রান্ত লোকেরাই বিশেষরূপে ন্যায়মধ্যপথে অবস্থিতি করিতেছেন। খেননা যদিও ইহারা নাশুক হইয়া অধোগমন করেন নাই তথাচ ধর্মলোচনার কল যে অতীন্দ্রিয় সুখভোগ তাহাও প্রাপ্ত হইতে পারিতেছেন না।

যদি বল ইহারা অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছেন কি না তাহা ভোমরা অসমর্থ হইয়া। কি প্রকারে বুঝিতে পার? তাহার উত্তর এই যে, যদবধি যে ব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে না পারেন তদবধি সে ব্যক্তি সমাধিস্থত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে সক্ষম হয়েন না, ইহা আমরা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন আধুনিক ইমোরোপীয় মনস্তত্ত্ববেত্তারা অন্তঃকরণকে চৈতন্যপদার্থ কহিয়া থাকেন, এবং অধীশাস্ত্রে মনুষ্যের অন্তঃকরণ চিহ্নিত বিশ্রিত বলিয়া বর্ণিত আছে; কিন্তু মনুষ্যের মনঃ কিভাবে এই মেহের কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহা একটি কি দুইটি পদার্থ তাহা কোন শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ নাই। এমন স্থলে মনুষ্যের মন যত্বপি চিহ্নিত বিশ্রিত ও নিরন্তর দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে এমন হয়, তবে সুতরাং প্রাপ্ত লোকেরা আপনার মনকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই এবং নদভাবে একা-প্রতিকতার অভাববশতঃ সমাধি দ্বারা তাহারাকে অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে পারিতেছেন না কেননা বল। যাইবে?

সর্বসাধাবণের বিদিবার্থ আমরা এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি যে জীবের যক্ষুঃকর্ণ নাসিকা ও হস্ত পদপ্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ যে প্রকার দুই অংশে বিভক্ত হইয়া আছে ১ জীবের অন্তঃকরণও সেই প্রকার দ্বিবা নিশি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে; এবং সময় বিশেষেচারি অংশেও বিভক্ত হইয়া থাকে।

১ জিহ্বা লিঙ্গ ও মুখ প্রভৃতি কতগুলি প্রত্যঙ্গ একাকার বিশিষ্ট হইলেও তাহাদের ঠিক মধ্যভাগে যে একটি শিরা আছে তদ্বারা তাহারাও দুই অংশে বিভক্ত।

কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকিলেও কাৰ্য্য-  
কালে তাহারা যেমন একটি পদার্থ হয় ; অর্থাৎ মনুষ্যের দুইটি চক্ষুঃ থাকি-  
লেও তদ্বারা এককালে দুইটি পদার্থ বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় না, একটি পদার্থ  
উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; তজ্জপ জীবের মনও দুই অংশে বিভক্ত হইয়া  
থাকিলেও দর্শন শ্রবণাদি কার্য্যকালে তাহা একটি পদার্থ হয় । চক্ষুঃ কর্ণ  
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দর্শন শ্রবণাদি শক্তি নাই, উহারা একমাত্র মনের দর্শন  
শ্রবণাদি করিবার যন্ত্রস্বরূপ । অতএব জীবের মন যে চক্ষুতে অবস্থিতি  
করিয়া যে বস্তু দর্শন করে সেই বস্তু উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্নিম্ন  
অন্য চক্ষুদ্বারা বাহ্য দৃষ্ট হয় তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না । বিশেষতঃ  
মনের সহায়তায় জীবের চক্ষু এই অশ্লিল বস্তুর রূপ দর্শন করিতে পারিলেও  
সেই চক্ষু যেমন আপনার আকৃতি কোনক্রমে দর্শন করিতে পারে না ;  
তজ্জপ জীবের মন এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমুদায় পদার্থের শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি  
ঐশ্বর্যমূহ জ্ঞাত হইতে পারিলেও সে তাহার আপনার রূপ ঐশ্বর্যাদি কিছুমাত্র  
জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না । কিন্তু হস্ততলে একখানি দর্পণ রাখিয়া তদ্বাধ্য  
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চক্ষুঃ যেমন আপনার আকৃতি দর্শন করিতে সক্ষম  
হয় ; সেই প্রকার একটি মানসিক ক্রিয়ারূপ দর্পণদ্বারা মনও আপনার আ-  
কৃতি প্রকৃতি স্বন্দররূপে জ্ঞাত হইতে পারেন । আমরা সেই মানসিক ক্রিয়া-  
রূপ দর্পণ স্থানির নূতন আবিস্কার করিয়াছি, যে ব্যক্তি ন্যূনাধিক দুই মাস  
কাল সেই মানসিক ক্রিয়া পরিচালন করিবেন তাহার মস্তিষ্ক পূর্ণাঙ্গ  
কিঞ্চিৎ তরল ও নিম্নল হইয়া কেরাটির মধ্যে গতিবিধি করিতে থাকিবেক ।  
তদ্বারা তাহার দেহমধ্যে পূর্ণাঙ্গপেক্ষা শতগুণে চৈতন্যজ্যোতি তাসমান হই-  
বেক এবং তিনি তাহার জ্ঞানজ্যোত্সব মন যে সামান্যতঃ দুই অংশে বিভক্ত  
হইয়া রহিয়াছে তাহাও উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন । মনুষ্যের মস্তিষ্ক  
স্থূলতঃ যে প্রকার চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে শাস্ত্রকারেরাও মনুষ্যের  
অন্তঃকরণকে সেই প্রকার চারি অংশে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।  
যথা—মনো বুদ্ধি চিত্ত ও প্রাণ । ফলতঃ মস্তিষ্ক যে অন্তঃকরণের আবাসস্থান  
তাহা যখন উত্তমরূপে জানিতে পারা যায় তখন অন্তঃকরণের জড়ত্ববিষয়ে আর  
অনুমাত্র সংশয় থাকে না ।

মনুষ্যের অন্তঃকরণ যখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে তখন তাহার  
আকৃতি অবিকল সেই প্রকার বটে, যে প্রকার লক্ষ্মীপূজার সময়ে স্ত্রীলো-  
কেরা গৃহের ভিত্তিতে সিন্দূরদ্বারা ছোট বড় দুইটি পুত্তলিকা অঙ্কিত করে ।  
এবং জীবের অন্তঃকরণ দর্শন শ্রবণাদি কার্য্যকালে যখন একটি হইয়া থাকে  
তখন তাহার আকৃতি ঠিক সেই প্রকার হয় যে প্রকার ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের  
কড়িকাঠ পূজাকালে সিন্দূরদ্বারা তাহাতে একটি পুত্তলিকা অঙ্কিত করে,  
আপচ পূজোক্ত প্রকারে অন্তঃকরণ যখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে  
তখন তাহাকে বাম ও দক্ষিণ এতদ্বত্ন অংশে বিভক্ত করিলে যে প্রকার হয়,

চারি অংশে বিভক্ত থাকিবার সময়ে তাহার অকৃতি অরিকল সেই প্রকার হইয়া থাকে ।

যদি বলেন জীবের মনঃ বদ্যাপি চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত হইত তাহা হইলে অবশ্যই পূর্বাধি তাহার প্রেমণ থাকিত । তাহার উত্তর এই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল লোকেই অন্য লোককে এতদ্রূপ বলা করিয়া থাকেন যে 'ও ছে !' তোমার দুইটি মন একত্র করিয়া এই কার্য কর, তাহা হইলে অবশ্য কার্য সিদ্ধ হইবেক, । তদ্রূপ আমরাও সর্বসাধারণ লোককে করিতেছি যে অগ্রে আপনার দুইটি মনকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া একাগ্রচিত্ত হওক সমাধি সাধন কর, তাহা হইলে ধর্ম্মালোচনার ফলস্বরূপ অতীন্দ্রিয় সুখ-ভোগের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে পারিবেন ।

যে সকল ব্যক্তি কেবল বিজাতীয় ভাষণ কৃতবিদ্যা হইয়াছেন তাহার। বদ্যাপি এতদ্রূপ পাঠ করিয়া একমাত্র সর্বব্যাপি চৈতন্য পদার্থকে অখিল জীবের আত্মা বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তবে তাহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যখন একমাত্র পৃথক জল তেজে বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতদ্বারা সকল জীবের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন একমাত্র সর্বব্যাপী চৈতন্যপদার্থ যে তাহাদিগের আত্মা হইবেক তাহাতে সংশয় কি আছে ।

পরিশেষে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে যদি কেহ এতদ্রূপ পাঠপূর্ব্বক আত্মজ্ঞ সাধনদ্বারা প্রকৃত ফল লাভে বঞ্চিত হয়েন তবে তিনি অগ্রে আপনার মনকে ও মনোমধ্যস্থিত সমুদায় দৈহিক কার্যের পরিচালক জিজ্ঞাসগামীস্বরূকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হউন । নচেৎ আধুনিক ব্রাহ্মদিগের দ্বারা সমাজগৃহে লগনকাল গাহনা বজ্রনাচদ্বারা আবেদনপ্রমোদ করিলে কর্ম্মানকালেও তাহার ফলদে বিস্তৃত আত্মপন্থা স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন না । সুস্থের উত্তম গান করিতে পারিলেই মনুষ্যগণ বদ্যাপি পরম ধার্ম্মিক ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিতেন তবে যে সকল লম্পটের। দিবানিশি বেশ্যালয়ে গাহনাবাজনাদ্বারা আবেদনপ্রমোদ করিয়া থাকে তাহারাই সর্বোদ্রে ধার্ম্মিকের শিরোমণি ও ব্রহ্মজ্ঞানির চূড়ামণি বলিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইত ।

একণে যে সকল মহাত্মারা আপনার মন ও মনোমধ্যস্থিত জিজ্ঞাসগামী-স্বরূকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে অতিলাব করেন, তাহাদিগের বদ্যাপি নূনাধিক দুই মাস কাল দিবানিশি ঈশ্বরোপাসনা করিবার সময় ও অর্থ সমাধা থাকে, তবে তাহারা সহর জীরামপুরের বিউ-গেট স্ট্রীট নিবাসী এতদ্রূপকারকে পর লিখিলে যে উপায়ে তৎকার্য সিদ্ধি হইতে পারিবেক তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবেন । সময়ের অস্পষ্টতা নিমিত্ত উপরোক্ত বাক্য যদি কেহ বিশ্বাস না করেন তবে তিনি সেই ভাবে বিশ্বাস করুন যে ভাবে বাষ্পীয় শকট ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফদ্বারা বহুকালসম্ব্য কার্যাদি অস্পষ্টকালে সাধিত হইতেছে ইতি ।

## শ্রীমুক্ত জগদানন্দ ব্রাহ্মব্রাতার প্রতি ।

পয়ার। শুন হে জগদানন্দ ! বলি এক কথা । হস্ত গদ না  
বুঝিয়া বুঝিলে কি মাথা ॥ কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা ত্যজি উপা-  
সনা । ভাল করে খাবে বলে ভাল খানা ॥ খাতায় করিয়া সহি  
হইয়াছ ব্রাহ্ম । কিন্তু অর্থবোধ নাহি কারে কহে ব্রহ্ম ॥ বিষ-  
য়েতে ব্যস্ত সদা নাহি শাস্ত্রজ্ঞান । ভেবেছ কি “ সমাজে বার্ষিক  
দিয়া দান ॥ হইয়াছি এক জন আমি ব্রহ্মজ্ঞানী । মাটি কাঠ  
পাতরে দেখুর নাহি মানি ॥ প্রতি রবিবারে আমি সমাজেতে  
যাই । শিখিয়া অনেক গীত অন্যেরে শুনাই ॥ শুনিয়া আমার  
গাতকত শত জন । ব্রহ্মজ্ঞানী বলে মোরে করে সম্মানন । ॥  
আমি বলি ওহে ভাই না পার বুঝিতে । তোষামোদ করে তারা  
গাহনা শুনিতে ॥ যোগী ঋষিগণ যারে ধ্যানেন্তে বাঁসিয়া । অন্য-  
হারে যুগান্তরে না পায় ভাবিয়া ॥ গানের সুরেতে তুমি জানিয়া  
তঁাহারে । ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছ মিছা অহঙ্কারে ॥ যেহেতুক ব্রহ্ম  
যিনি সত্য সনাতন । তঁাহারে জানিতে নাহি পারে কোনজন ১ ॥  
প্রচণ্ড মাত্তণ্ড যিনি সর্ব-প্রকাশক । তাঁরে কি প্রকাশ করে  
দীপের আলোক ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেই জ্ঞানে প্রকাশিত । বিধি  
বিষ্ণু শিব যাঁর ভাবে বিমোহিত ॥ চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত  
গ্রহগণ । যাঁহার নিয়মে সদা করিছে ভ্রমণ ॥ যাঁর ভয়ে ভীত  
হয়ে সাগরের জল । অতিক্রম নাহি করে আপনার স্থল ॥ যাঁর  
ভয়ে সদাগাত সদা গতি করে । নিরন্তর অমিতেছে অবনী ভিতরে  
যাঁর ভয়ে ধার্ম্যকেরা সদা সশক্তি । যাঁর ভাবে মুনিগণ নয়ন

---

১ ব্রহ্মপদার্থ অস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ, জৈয়স্বরূপ নহেন, তৎপ্রযুক্ত মনোমারা  
কেহ তঁাহাকে জানিতে সক্ষম করেন না ; কিন্তু সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইলে তিনি  
অস্বরূপ প্রকাশিত করেন ।



মুদ্রিত ॥ এমত মহৎ ব্রহ্ম যার গর নাই । কিরূপে তাঁহারে তুমি  
জানিয়াছ ভাই ॥ যদি বল জানিনাই শুনিয়াছি কণে । তবে  
তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলাও কেমনে ॥ তুমি কি জানিবে তাঁরে হইয়া  
বিরূপ । বেদ বেদান্তাদি যার না পেয়ে স্বরূপ ॥ কেহ কহে  
জ্ঞানময় কেহ কহে সত্য । কেহ বা আনন্দময় কেহ কহে নিত্য ॥  
পৌরাণিকে কহে তাঁরে শিব নারায়ণ । শূন্য কহে তাঁরে শূন্য-  
বাদি বৌদ্ধগণ ॥ ইচ্ছাময় বলে তাঁরে কোন কোন জন । নূর  
(তেজোময়) বলে ব্যাখ্যা করে বাহার্য্য যবন ॥ খ্রীষ্টানেরা পিতা  
পুত্র ধর্ম্মাত্মা বলিয়া । লিখিয়াছে বাইবেলে বেদান্ত ছলিয়া ॥  
অন্য অন্য জনে তাঁরে কহে অন্যান্যরূপ । যার সেই মত বুদ্ধি সে  
কহে সেরূপ ॥ নিরাকার নির্বিকার নিত্য নিরঞ্জন । গুণাভীত  
সর্ব্বগত সত্য সমাতন ॥ সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ রূপ নাই তাঁর ।  
অথচ আপনি তিনি সর্ব্ব-রূপাধার । এই যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড করিছ  
ঈক্ষণ । ইহার অন্তর বাহ্যে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ বিরাজিত আনন্দ  
রূপেতে, একারণে : সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, কহে জ্ঞানিগণে ॥ রূপ  
নাই বলে কেহ না পায় নয়নে । চক্ষুচক্ষে তুমি তাঁরে দেখিতে  
কেমনে ॥ বোধের নয়ন স্থলে দেখ দেখি চেয়ে । এখনি দেখিতে  
পাবে হৃদয়-নিলয়ে ॥ এখনি দেখিতে পাবে সর্ব্ব চরাচরে ।  
এখনি পাইবে তাঁরে আপনার করে ॥ যদি নাহি থাকে তব  
বোধের নয়ন । তবে তুমি কিরূপে করিবে দর্শন ॥ তবে তুমি  
কি করিবে সমাজ আগারে । স্নেহমত সেবা করে প্রতি রবি-  
বারে ॥ তবে তুমি কি করিবে গান গেয়ে সুরে । সত্য করি কহ  
দেখি জিজ্ঞাসি তোমারে ॥ যদি বল “তাতে তাঁর উপাসনা  
হয় ।” শাস্ত্রমতে তাহা কত উপাসনা নয় ॥ মনোহারী সদা  
কাল তব আলোচনা । শাস্ত্রমতে তাঁরে করি ব্রহ্ম উপা-

মনা ॥ সপ্তাহ অন্তরে তাঁরে হৃদয় ভাবিলে । উপাসনা সিদ্ধি  
নাহি হয় কোন কালে ॥ মানসের মায়িকতা না হয় বিনাশ ।  
কোন ক্রমে নাহি হয় আত্মার প্রকাশ ॥ সহজে কে প্রেম করে  
পেয়েছে তাঁহারে । দিবানিশি ভাব বসি হৃদয়-আগারে ॥  
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে সদা সর্বক্ষণ । নমস্ করিয়া নিত্য করিলে  
সাধন ॥ তবেত মানসস্থান করিয়া বিনাশ । হৃদাকাশে বোধ  
চন্দ্র হইবে প্রকাশ ॥ যদি না করিতে পার এক্রপে সাধনা । সা-  
কার ব্রহ্মের তবে কর উপাসনা ॥ এই হেতু শাস্ত্রে ভক্তিব্যোগের  
মাহাত্ম্য । লিখেছেন মুনিগণ সত্য সত্য ॥ যদি বল “মাটী  
কাঠ প্রস্তর আকারে । ভক্তি নাহি হয় মম পূজা করিবারে ॥”  
তবে শুন বলি কিছু নিগূঢ় বচন । ব্রহ্মমূর্তি সূর্যদেবে কর আরা-  
ধন ॥ আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে মূর্তিমান । জীবহেতু নভঃস্থলে  
করে অধিষ্ঠান ॥ সমস্ত জগদাধার-রূপে বিরাজিত । তাঁহার  
সাধনা কর পাইবে বাঞ্ছিত ॥ তাঁহার সাধনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হলে  
প্রকাশ হবেন হরি হৃদয়কমলে ॥ যদি বল “সূর্য্যের স্বরূপ জড়  
হয় । তাঁর উপাসনা করা যুক্ত সিদ্ধ নয় ॥” তবে শুন ভেদে বলি  
তোনার নিকটে । সূর্য্যের স্বরূপ জড় কথা সত্য বটে ॥ কিন্তু তাঁর  
তেজো রাশি স্বপ্রকাশ বাহ্য । জড় নয় জড় নয় জড় নয় তাহা ।  
কুমুদিত আশ্রয় যেন নাহি করে মন । বিশেষ করিয়া কহি করহ  
শ্রবণ ॥ নিরাকার স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম যিনি হন । তাঁর প্রতিবিম্বধারি  
তপনদর্পণ ॥ দর্পণ আপনি জড় প্রতিবিম্ব নহে । বেদমাতা গায়ত্রী  
আপনি ইহা কহে ॥ গায়ত্রীর অর্থ ১ ভূমি বুকে দেখ চিত্তে ।  
তাইলে সংশয় না থাকিবে কোনমতে ॥ যদিবা গায়ত্রী বাক্য ন

১ আদিভার অঙ্গগত সকলের বরণীয় পরমজ্যোতিঃস্বরূপ যে পরমাত্মা  
যিনি এই আখিল বিশ্বের নিষিদ্ধ উপাসনাকারণ এবং অন্যান্য সমুদায়  
জীবের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক তাঁহাকেই ধ্যান করি ।

কর স্বীকার। তথাচ সন্দেহ নাশ করিব তোমার ॥ স্থির হয়ে শুন  
 তুমি স্বরূপ বচন। অধুনা ভারত বাহা জানে অম্পজন ॥ এষত  
 নিগূঢ় বাণ্য বলি হে তোমারে। শুনিয়া সন্দেহ নাশ কর একে  
 বারে ॥ সাক্ষিৎ আনন্দময় ব্রহ্ম যিনি হন। তাঁর প্রতিবিম্ব হয়  
 সূর্য্যের কিরণ ॥ আনন্দাদি রূপে ব্রহ্ম ভিন্ন যেইরূপ। কিরণও  
 ত্রিবিধরূপে ভিন্ন সেইরূপ ॥ প্রকাশ, উত্তাপ, বর্ণ, কিরণ স্বরূপ।  
 সৎ, চিত্ত, আনন্দের হয় প্রতিক্রম ১ ॥ সাকারে পাড়িয়া যদি  
 হয়েছে সাকার। তথাচ স্বরূপ তার আছে নিরাকার ॥ বর্ণাংশ  
 আনন্দরূপ উত্তাপাংশ সত্য। প্রকাশাংশ জ্ঞানরূপ জ্ঞানিবেন  
 নিত্য ॥ যদি বল “পরমাণু রচিত কিরণ ॥ প্রকাশাদ অংশে  
 ভিন্ন হয় সে কেমন ॥” স্পষ্টরূপে কহি তব বিশেষ ইহার। বু-  
 কিয়া সন্দেহ নাশ কর আপনার ॥ জ্যোতের প্রকাশ-বর্ণ ভিন্ন  
 উৎপাদ্য। পরমাণু রচিত বলিলে যল্য যায় ২ ॥ প্রকাশাংশ হৈত  
 যদি পরমাণুময়। তা হলে কি কোন স্থানে অন্ধকার রয় ॥ বায়ু  
 দ্বারা পরমাণু হইয়া চাণিত। অবশ্য সে অন্ধকারে বিনাশ ক-  
 রিত ॥ অতএব বুঝে দেখ বুদ্ধি বাহা কহে। প্রকাশ ও বর্ণ অংশ  
 পরমাণু নহে ॥ এক খানি বস্ত্র তুমি রৌদ্রে শুষ্ক করে। লয়ে  
 যাও অন্ধকার ঘরের ভিতরে ॥ পরে সেই বস্ত্র খানি কর নিরী-  
 ক্ষণ। প্রকাশ বর্ণাংশে তাহে নাহি কদাচন ॥ কেবল উৎপাদ্য ব্যাপ্ত  
 আছে সে বস্ত্রেতে। জানিতে পারিলে স্পর্শ করে নিজ হাতে ॥

১ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে যেমন সৎ চিত্ত ও আনন্দ এই তিনরূপে বিভিন্ন  
 করা যায়, একমাত্র সূর্য্যকিরণও সেই প্রকার প্রকাশ বর্ণ ও উত্তাপ এই তিন  
 প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিপদার্থের লতাপাংশ সত্য-  
 অরূপ, প্রকাশাংশ জ্ঞানস্বরূপ ও বর্ণাংশ আনন্দস্বরূপ।

জ্যোতিঃ পদার্থ পরমাণুরচিত নহে, তবে যে এতলে তাহার উত্তা-  
 পাংশকে পরমাণুরচিত বলিয়া হইল তাহা কেবল বায়বাদের পরমাণু উদ্যোগে  
 থাকিয়া উৎপাদ্য বলিয়া জানিবে।

অভিন্ন হইতে যদি তবে সেইকণে। প্রকাশ বর্ণাংশ বস্ত্রে হেরিতে  
নয়নে ॥ বাস্তবিক অভিন্ন হইয়া ভিন্ন প্রায়। আধারের  
গুণ ইহা কহিনু তোমায় ॥ বুকে দেখ আকাশের সত্ত্বা সেইরূপ  
কিরণের উত্থাপাংশ ঠিক সেইরূপ ॥ সাকার বা নিরাকার কি  
বলিবে ভাই। বুকে দেখ নিরাকার পরমাণু নাই ॥ যদি বল  
“জড়ধার্ম্য সূর্য্যের কিরণ। হেতুত্ব চক্ষুজ্বারা হয় দরশন ॥ সচ্চিদ  
ও আনন্দের প্রতিবিম্ব হ'লে। জড়পেক্ষা কোন চিহ্ন থাকিত  
কৌশলে ॥”, তবে চিহ্ন করিতেছি কারয়া শ্রবণ। তদ্বারা সংশ-  
য়পক্ষ কর প্রক্ষালন ॥ জগতে কিরণ ভিন্ন জড় মুখুদায়। কদাচ  
কিরণ ভিন্ন প্রকাশ না হয় ॥ জ্ঞানজ্যোতিঃ সূর্য্যজ্যোতিঃ দুই  
জ্যোতি ভিন্ন। জড়েরে কি প্রকাশ করিতে পারে অন্য ॥ জড়-  
পেক্ষা ভিন্ন চিহ্ন কিরণে যা আছে। তাহাও প্রকাশ করে কহি  
তব কাছে ॥ জড় বস্তু আছে যত অবনী ভিতরে। প্রাতিবিম্ব পড়ে  
তার দর্পণ আধারে ॥ যট পট নঠ আদি জড় দ্রব্য যত। দর্প-  
ণেতে বিপরীতে হয় প্রকাশিত ॥ বিবেচনা করে তুমি দেখ এক  
বার। প্রাতিবিম্ব রূপমাত্র সত্ত্বা নাই তার ॥ বারি প্রাতিবিম্ব থাকে  
দর্পণভিতরে। সে বারি কি কাহারো পিপাসা নাশ করে ॥ গজা

১। কিরণের মধ্যে বায়বাদের পরমাণু থাকিয়া যে প্রকার উত্তপ্ত হয়, সেই  
প্রকার গ্রহ স্বকাদি সাকার বস্তুতেই কেবল কিরণের বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে,  
নচেৎ শূন্যমধ্যে যে জ্যোতিঃ থাকে তাহার প্রকাশাংশ বাতীত কোন প্রকার  
বর্ণ দৃষ্ট হয় না, ইহা পাঠক মহাশয়েরা উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিবেন।  
বিশেষতঃ সর্বব্যাপী ব্রহ্মপদার্থ সকল বস্তুতে সমভাবে থাকিলেও যে প্রকার  
সজীব পদার্থে তাহার সত্ত্বা জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনেরই প্রকাশ থাকে,  
নিজীব পদার্থে কেবল সত্ত্বামাত্র অমুগত থাকা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ কিরণ  
পদার্থের কোন স্থলে কেবল উত্থাপাংশ এবং কোন স্থলে বা বর্ণাংশাদি সমু-  
দায় প্রকাশিত হয়।

খাজা মেঠায়ের প্রতিবিম্ব যাহা। কবে কার ক্ষুধানাশ করিয়াছে তাহা ॥ হাতি ঘোড়া গাড়ীরূপে প্রতিবিম্ব পড়ে ১। তাহাতে কি যেতে পারে বাবুলোকে চড়ে ॥ খেলুর যে প্রতিবিম্ব দর্পণ ভিতরে কে কবে খেয়েছে ক্ষীর দুহিয়া তাহারে ॥ এইরূপ জড়ের যে প্রতিবিম্বাকার। সত্ত্বা নাই সত্ত্বা নাই সত্ত্বা নাই তার ॥ আহা-মরি কিম্বাশ্চর্য্য। কর নিরীক্ষণ। দর্পণে যে প্রতিবিম্ব সূর্য্যের কিরণ ॥ প্রকাশ উভাশ আর বর্ণ অংশ যাহা। অবিকল অবিকল অবিকল তাহা ॥ উভাপাদি কোন অংশে না থাকে বিকার। জড়তে কি ইয় কভু হেন চমৎকার ॥ সূর্য্যের কিরণ যদি জড় দ্রব্য হৈত। প্রতিবিম্ব হইত না সত্ত্বা অনুগত ॥ যদি বা জিজ্ঞাসা কর কেন ইহা হয়। তাহার উত্তর শুন ত্যাজিয়া গংশয়। সচ্চিদ আনন্দময় ব্রহ্ম যিনি হন। সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ সত্য সনাতন ॥ তাঁর প্রতিবিম্ব হয় সূর্য্যের কিরণ। কিরণের প্রতিবিম্ব ধরে যে দর্পণ ॥ সে দর্পণ ব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন কভু নয়। একারণ কিরণের সত্ত্বা সিদ্ধি হয় ॥ আমি যে সূর্য্যে ব্রহ্ম কহিতেছি অদ্য। তাহা নহে, চিরদিন আছে শাস্ত্রাসিদ্ধ ॥ বহুশত বর্ষ পূর্বে করিয়া নির্দ্ধার্য্য। লিখেছেন শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য ২।

১ সকল পদার্থের প্রতিবিম্বের স্বরূপ সত্ত্বা নাই, ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সূর্য্যকিরণও সেই প্রকার সত্ত্বাহীন পদার্থ। কিরণের যদি সত্ত্বা থাকিত তবে তাহার কিরণ-দংশ ভিন্ন করিয়া স্থানান্তরে আনয়নপূর্ব্বক অন্ধকার বিনাশ করিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহাকে বিভিন্ন করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না এতাবত। সুন্দররূপে প্রতাপন হইতেছে যে কিরণ পদার্থ অন্য পদার্থের প্রতিবিম্বের ন্যায় কেবল রূপ বিশিষ্টমাত্র। তবে যে সত্য বস্তুর ন্যায় ভাসমান হয় তাহা কেবল সত্য বস্তুর (ব্রহ্মের) প্রতিবিম্ব বলিয়া জানিবেন।

২ শ্রীসূর্য্যার নমঃ। অচিন্ত্যব্যাক্তরূপায় নিষ্ঠুগায় শুণাক্ষনে। সমস্ত জগ-দাখার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্ম গ নমঃ।

গায়ত্রীর অর্থেতেও আছে প্রকাশিত । ব্যাখ্যা করে কহি-  
লাম নিজ সাধ্যমত ॥ বিবেচনা করে তুমি দেখ একবার ।  
তাহলে সম্ভব তব না থাকিবে আর ॥ সমস্ত জগদাধার ব্রহ্মমূর্তি  
সূর্য্য । সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের অমোঘ সুবীৰ্য্য ॥ সূর্য্যহৈতে মেষজন্মে  
মেষহৈতে বৃষ্টি । বৃষ্টি হৈতে শস্য জন্মে রক্ষা হয় সৃষ্টি ॥ আকর্ষণ  
ধর্ম্মে তিনি করেন সৃজন । করিছেন আকর্ষণ ধর্ম্মেতে পালন ॥  
সেই আকর্ষণধর্ম্ম করিলে রহিত । প্রলয় হইবে তদা জানিবে  
নিশ্চিত ॥ অতএব নিশ্চয় করিয়া তুমি মনে ব্রহ্মমূর্তি জ্ঞান কর  
সূর্য্য নারায়ণে ॥ সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মদ্বিপ্রকার । অবোধ  
ও সুবোধের উপাসনা-সার ॥ অবোধ দেখিষ্টে পায় সূর্য্য নারায়-  
ণ । সুবোধো সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন ॥ আজন্ম হেরিছ তুমি  
সূর্য্যনারায়ণে । ব্রহ্ম বলে ভক্তি নাহি হয় সে কারণে ॥ কিন্তু এই  
বাক্যগুলি করিয়া স্মরণ । বিরলে বসিয়া তুমি কর আলোচন ॥  
যদ্যপি কিঞ্চিৎ তব বোধশক্তি থাকে । অবশ্য বুঝিবে যাহা  
কহিনু তোমাকে ॥ যে রূপে করিষু জ্ঞাতব্রহ্মের আকার । এরূপে  
জানাতে পারি ব্রহ্ম নিরাকার ॥ সকলের বুদ্ধিরূতি একরূপ নহ  
সুতরাং লিখিলে নাহি হবে ফলোদয় ॥ বিশেষতঃ নিবানিশি  
করিতে সাধনা অনেক অক্ষম হবে আছে ভাল জানা ॥ কেহবা  
বিচার ভাবে নারিবে বুঝিতে । একারণ মনোহঃখ রহিল মনেতে  
হইলে তাঁহার কৃপা হইবে সফল । উঠে যাবে কুলখেলা সারতরু-  
কল ॥ সম্প্রতি কেশব কহে হয়ে সুরমনা । চিত্ত শুদ্ধিহেতু কর  
সাকারোপাসনা ॥

সমাপ্তশচায়ংগ্রন্থঃ

## বিস্তৃতিপন ।

শ্রীগনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক যোগবাণিশিষ্ঠ রামায়ণ বৈরাগ্য  
প্রকরণ হইতে নির্বাণ প্রকরণ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে এহাতে  
শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ মুনির নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার  
সমস্ত রত্নাস্ত্র দৃশ্য করিলে জানিতে পারিবেন মূল্য ৭ টাকা ।

প্রকাশক শ্রীবিষ্মত্তর লাহা ।







